পরিব্রাজক

স্বামী বিবেকানন্দ

পঞ্চম সংস্করণ

পৌষ, ১৩৩৪

কলিকাতা,
১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার,
উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে
ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

[Copyrighted by the President,
Ramakrishna Math, Belur, Howrah]

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,
প্রিণ্টার—সুরেশচন্দ্র মজুমদার
৭১।১ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পরিচয়

হে পাঠক ! প্রাচীন পরিব্রাজক আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান। তোমারও কুলগত আতিথ্য চির-প্রথিত। অতিথি যতিকে পূর্ব্বের ন্যায় সম্মানপূর্ব্বক আহ্বান করিয়া গৃহমধ্যে স্থান দিবে কি ? এবার কেবল ভারতভ্রমণ নহে; পৃথিবীর নানা স্থান পর্য্যটনের অভিজ্ঞতাদানে তিনি প্রস্তুত। তাঁহার শ্রীমুখ হইতে সে সকল কথা শুনিলে বুঝিবে, তাঁহার ভ্রমণ উদ্দেশ্যবিহীন নহে। কিসে ভারতে বর্ত্তমান অমানিশার অবসান হইয়া পূর্ব্বগৌরব পুনরায় উজ্জ্বলতর বর্ণে উদ্ভাসিত হইবে—এই চিন্তা ও চেষ্টাই তাঁহার প্রতিপাদবিক্ষেপের মূলে। আবার ভারতের দুর্দ্দশা কোথা হইতে আসিল, কোন্ শক্তিবলে উহা অপগত হইবে, কোথায়ই বা সে সুপ্তশক্তি নিহিত রহিয়াছে এবং উহার উদ্বোধন ও প্রয়োগের উপকরণই বা কি,—এ সকল গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করিয়াই যে তাঁহাকে ক্ষান্ত দেখিবে, তাহা নহে;—কিন্তু বদ্ধপরিকর যতি স্বদেশে-বিদেশে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া মীমাংসিত বিষয় সকলের সত্যতাও যথাসম্ভব প্রমাণিত করিয়াছেন,—তাহার নিদর্শনও প্রাপ্ত হইবে। বুদ্ধিমান্ বিদেশী তাঁহার উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিয়া বলপুষ্ট হইতে চলিল;—হে স্বদেশী ! তুমিও কি এইবার তোমারই জন্য বহুশ্রমে সমাহৃত সারগর্ভ সত্যগুলি হৃদয়ে ধারণ এবং কার্য্যে পরিণত করিয়া সফলকাম হইবে ? ইতি—

১লা মাঘ
১৩১২

বিনীত
সারদানন্দ

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

পবিব্রাজকেব তৃতীয সংস্কবণ প্রকাশিত হইল। পাঠক ইহাতে পুস্তকেব কলেবর প্রায ২৬ পৃষ্ঠা বৰ্দ্ধিত দেখিযা আশ্চর্য্য হইবেন সন্দেহ নাই। কারণ, তাঁহাদের সুপবিচিত পরিব্রাজক যে আজ নয বৎসর হইল নরলোক পরিত্যাগ কবিযা স্বধামে প্রস্থান কবিযা-ছেন, এ কথা তাঁহাদেব ভিতর কে না অবগত আছেন?—আবার কেই বা না জানেন যে, তিনি তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী অসম্পূর্ণ রাখিযাই আমাদেব নিকট হইতে চলিযা গিযাছেন? কিন্তু ঐরূপ হইলেও বিস্মিত হইবাব কারণ নাই। আমবা উদ্বোধন পত্রিকার পাঠকবর্গকে ইতিপূর্ব্বেই জানাইযাছি যে, পবিব্রাজকেব কাগজ-পত্র অনুসন্ধানেব ফলে, আমবা তাঁহাব অষ্ট্রিযা হইতে তুর্কি হইযা ইজিপ্ট প্রত্যাগমনাবধি ভ্রমণ-কাহিনী কতক সবিস্তাবে এবং কতক 'ডাযেরি'র আকারে প্রাপ্ত হইযাছি। তন্মধ্যে সার্ভিযা, বুলগেবিযা, প্রভৃতি দেশেব সবিস্তার বর্ণিতাংশটি বর্ত্তমান সংস্করণে পুস্তক মধ্যে সন্নিবেশিত এবং 'ডাযেবি'ব নোটগুলি পরিশিষ্টের মধ্যে মুদ্রিত করা হইল। পুস্তকেব ঐরূপে বৃদ্ধি-প্রাপ্তি হইলেও মূল্য পূর্ব্ববৎই রাখা হইল। ইতি—

১৩১৮ বশংবদ

পরিব্রাজক

ভূমিকা।

স্বামিজী। ওঁ নমো নারায়ণায়—"মো"কারটা হৃষীকেশী ঢঙের উদাত্ত কোরে নিও ভায়া। আজ সাতদিন হল আমাদের জাহাজ চলেচে, রোজই তোমায় কি হচ্চে না হচ্চে খবরটা লিখবো মনে করি, খাতা পত্র কাগজ কলমও যথেষ্ট দিয়েচ, কিন্তু ঐ বাঙ্গালী "কিন্তু" বড়ই গোল বাধায়। একের নম্বর—কুঁড়েমি। ডায়েরি, না কি তোমরা বল, রোজ লিখ্‌বো মনে করি, তার পর নানা কাজে সেটা অনন্ত "কাল" নামক সময়েতেই থাকে; এক পাও এগুতে পারে না। দুয়ের নম্বর—তারিখ প্রভৃতি মনেই থাকে না। সেগুলো সব তোমার নিজগুণে পূর্ণ করে নিও। আর যদি বিশেষ দয়া কর তো, মনে কোরো যে, মহাবীরের মত বার তিথি মাস মনে থাক্‌তেই পারে না—রাম হৃদয়ে বোলে। কিন্তু বাস্তবিক কথাটা হচ্চে এই যে, সেটা বুদ্ধির দোষ এবং ঐ কুঁড়েমি। কি উৎপাৎ! "ক্ক সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ"—থুড়ি, হলোনা, "ক্ক সূর্য্যপ্রভববংশচূড়ামণিরামৈকশরণো বানরেন্দ্রঃ" আর কোথা আমি দীন অতি দীন। তবে তিনিও শত যোজন সমুদ্র পার এক লাফে হয়েছিলেন,

আর আমরা কাঠের বাড়ীর মধ্যে বন্ধ হয়ে, ওছল পাছল কোরে, খোঁটা খুঁটি ধোরে চলৎশক্তি বজায় রেখে, সমুদ্র পার হচ্চি। একটা বাহাদুরি আছে—তিনি লঙ্কায় পৌঁছে রাক্ষস রাক্ষুসীর চাঁদমুখ দেখেছিলেন, আর আমরা রাক্ষস রাক্ষুসীর দলের সঙ্গে যাচ্চি। খাবার সময় সে শত ছোরার চক্‌চকানি আর শত কাঁটার ঠক্‌ঠকানি দেখে শুনে তু—ভায়ার ত আক্কেল গুড়ুম। ভায়া থেকে থেকে সিঁটকে ওঠেন, পাছে পার্শ্ববর্ত্তী রাঙ্গাচুলো বিড়ালাক্ষ ভুলক্রমে ঘ্যাচ কোরে ছুরিখানা তাঁরই গায়ে বা বসায়—ভায়া একটু নধরও আছেন কিনা। বলি হ্যাঁগা, সমুদ্র পার হতে হনুমানের সি-সিক্‌নেস্ * হয়েছিল কিনা, সে বিষয়ে পুঁথিতে কিছু পেয়েচ? তোমরা পোড়ো পণ্ডিত মানুষ, বাল্মীকি আল্মীকি কত জান; আমাদের "গোঁসাইজী" ত কিছুই বল্‌চেন না। বোধ হয়—হয়নি, তবে ঐ যে, কার মুখে প্রবেশ করেছিলেন, সেই খানটায় একটু সন্দেহ হয়। তু—ভায়া বল্‌চেন, জাহাজের গোড়াটা যখন হুস্ কোরে স্বর্গের দিকে উঠে ইন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ করে, আবার তৎক্ষণাৎ ভুস্ করে পাতালমুখো হয়ে বলি রাজাকে বেঁধবার চেষ্টা করে, সেই সময়টা তাঁরও বোধ

* সি-সিক্‌নেস্—জাহাজের দুলুনিতে মাথাঘোরা এবং বমনাদি হওয়ার নাম।

হয, যেন কাব মহা বিকট বিস্তৃত মুখেব মধ্যে প্রবেশ কব্‌চেন। মাফ ফবমাইয়ো ভাই—ভালা লোককে কাজেব ভাব দিয়েচ। বাম কহো! কোথায তোমায় সাতদিন সমুদ্র যাত্রাব বর্ণনা দেবো, তাতে কত বঙ চঙ মসলা বার্ণিস থাক্‌বে, কত কাব্যবস ইত্যাদি, আব কিনা আবল তাবল বকৃচি। ফল কথা, মাযাব ছালটি ছাডিযে ব্রহ্মফলটি খাবাব চেষ্টা চিবকাল কবা গেছে, এখন খপ কবে স্বভাবেব সৌন্দর্য্যবোধ কোথা পাই বল। "কাঁহা কাশী, কাঁহা কাশ্মীর, কাঁহা খোরাশান গুজবাত," * আজন্ম ঘুরচি। কত পাহাড, নদ, নদী, গিবি, নির্ঝব, উপত্যকা, অধিত্যকা, চিবনীহাবমণ্ডিত মেঘমেখলিত পর্ব্বতশিখব, উত্তুঙ্গতবঙ্গভঙ্গকল্লোলশালী কত বাবিনিধি, দেখলুম শুনলুম ডিঙুলুম পাব হলুম। কিন্তু কেবাঞ্চি ও ট্রাম ঘডঘডাযিত ধূলিধূসরিত কল্‌কাতাব বড বাস্তাব ধাবে—কিবা পানেব পিকবিচিত্রিত দেযালে, টিক্‌টিকি-ইঁদুবছুঁচো-মুখরিত একতলা ঘবেব মধ্যে দিনেব বেলায প্রদীপ জ্বেলে—আঁব কাঠেব তক্তায বসে, থেলো হুঁকো টান্‌তে টান্‌তে,—কবি শ্যামাচরণ, হিমাচল, সমুদ্র, প্রান্তর, মরুভূমি প্রভৃতি যে হুবহু ছবিগুলি চিত্রিত কোরে, বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল কবেচেন,—সে দিকে লক্ষ্য কবাই আমাদেব দুবাশা। শ্যামাচরণ ছেলে

* তুলসীদাসের দোঁহাব মধ্যে এই বাক্যটি আছে।

বেলায় পশ্চিমে বেড়াতে গিয়েছিলেন, যেথায় আকণ্ঠ আহার কোরে একঘটি জলখেলেই বস্—সব হজম, আবার ক্ষিধে,—সেখানে শ্যামাচরণের প্রাতিভদৃষ্টি এই সকল প্রাকৃতিক বিরাট্ ও সুন্দর ভাব উপলব্ধি করেচে। তবে একটু গোল যে, ঐ পশ্চিম—বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত নাকি শুন্‌তে পাই।

তবে একান্তই তোমাদের উপরোধ, আর আমিও যে একেবারে "ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস" নহি, সেটা প্রমাণ কর্‌বার জন্য শ্রীদুর্গা স্মরণ কোরে আরম্ভ করি; তোমরাও খোঁটা খুঁটি ছেড়ে দিয়ে শোনো—

বন্দর হ'তে নদীমুখ পর্য্যন্ত।

নদী মুখ বা বন্দর হোতে জাহাজ রাত্রে প্রায় ছাড়ে না,—বিশেষ কলিকাতার ন্যায় বাণিজ্যবহুল বন্দর, আর গঙ্গার ন্যায় নদী। যতক্ষণ না জাহাজ সমুদ্রে পৌঁছায়, ততক্ষণই আড়কাটির অধিকার, তিনিই কাপ্তেন; তাঁরই হুকুম, সমুদ্রে বা আস্‌বার সময় নদীমুখ হতে বন্দরে, পৌঁছে দিয়ে তিনি খালাস। আমাদের গঙ্গার মুখে দুটি প্রধান ভয়; একটি বজবজের কাছে জেম্‌স্ ও মেরি নামক চোরা বালি, দ্বিতীয়টি ডায়মণ্ড হারবারের মুখে চড়া। পুরো জোয়ারে, দিনের বেলায়, পাইলট * অতি সন্তর্পণে জাহাজ চালান; নতুবা

* আড়কাটি—বন্দর হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত জলের গভীরত্বাদি যিনি জানেন।

নয়। কাজেই গঙ্গা থেকে বেরুতে আমাদের দুদিন লাগ্‌লো।

হৃষীকেশের গঙ্গা মনে আছে? সেই নির্ম্মল নীলাভ জল—যার মধ্যে দশ হাত গভীরের মাছের পাখ্‌না গোণা যায়, সেই অপূর্ব্ব সুস্বাদু হিমশীতল "গাঙ্গং বারি মনোহারি" আর সেই অদ্ভুত "হর্ হর্ হর্" তরঙ্গোত্থ ধ্বনি, সাম্‌নে গিরিনির্ঝরের "হর্ হর্" প্রতিধ্বনি, সেই বিপিনে বাস, মাধুকরী ভিক্ষা, গঙ্গাগর্ভে ক্ষুদ্র দ্বীপাকার-শিলাখণ্ডে ভোজন, করপুটে অঞ্জলি অঞ্জলি সেই জল পান, চারিদিকে কণপ্রত্যাশী মৎস্যকুলের নির্ভয় বিচরণ? সে গঙ্গাজল-প্রীতি, গঙ্গার মহিমা, সে গাঙ্গ্যবারির বৈরাগ্যপ্রদ স্পর্শ, সে হিমালয়বাহিনী গঙ্গা, শ্রীনগর, টিহিরি, উত্তরকাশী, গঙ্গোত্রী, তোমাদের কেউ কেউ গোমুখী পর্য্যন্ত দেখেচ; কিন্তু আমাদের কর্দ্দমাবিলা, হরগাত্রবিঘর্ষণ-শুভ্রা, সহস্রপোতবক্ষা এ কলিকাতার গঙ্গায় কি এক টান আছে, তা ভোলবার নয়। সে কি স্বদেশপ্রিয়তা বা বাল্যসংস্কার—কে জানে? হিন্দুর সঙ্গে মায়ের সঙ্গে এ কি সম্বন্ধ।—কুসংস্কার কি?—হবে। গঙ্গা গঙ্গা কোরে জন্ম কাটায়, গঙ্গাজলে মরে, দূর দূরান্তরের লোক গঙ্গাজল নিয়ে যায়, তাম্রপাত্রে যত্ন কোরে রাখে,

হৃষীকেশ ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী গঙ্গার শোভা ও মাহাত্ম্য।

পালপার্ব্বণে বিন্দু বিন্দু পান করে। রাজারাজড়ারা ঘড়া পুরে রাখে, কত অর্থব্যয় কোরে গঙ্গোত্রীর জল রামেশ্বরের উপর নিয়ে গিয়ে চড়ায় ; হিন্দু বিদেশে যায়—রেঙ্গুন, জাভা, হংকং, জাঞ্জীবর, মাডাগাস্কর, সুয়েজ, এডেন, মাল্‌টা—সঙ্গে গঙ্গাজল, সঙ্গে গীতা। গীতা গঙ্গা—হিঁদুর হিঁদুয়ানি। গেলবারে আমিও একটু নিয়েছিলুম—কি জানি! বাগে পেলেই এক আধ বিন্দু পান কর্‌তাম। পান কল্লেই কিন্তু সে পাশ্চাত্যজন-স্রোতের মধ্যে, সভ্যতার কল্লোলের মধ্যে, সে কোটী কোটী মানবের উন্মত্তপ্রায় দ্রুতপদসঞ্চারের মধ্যে, মন যেন স্থির হয়ে যেত। সে জনস্রোত, সে রজোগুণের আস্ফালন, সে পদে পদে প্রতিদ্বন্দ্বিসংঘর্ষ, সে বিলাসক্ষেত্র, অমরাবতীসম পারিস, লণ্ডন, নিউইয়র্ক, বার্লিন, রোম, সব লোপ হয়ে যেত, আর শুন্‌তাম—সেই "হর্ হর্ হর্," দেখ্‌তাম—সেই হিমালয়ক্রোড়স্থ বিজন বিপিন, আর কল্লোলিনী সুরতরঙ্গিনী যেন হৃদয়ে মস্তকে শিরায় শিরায় সঞ্চার কর্‌চেন, আর গর্জ্জে গর্জ্জে ডাক্‌চেন—"হর্ হর্ হর্"॥

এবার তোমরাও পাঠিয়েছ দেখ্‌চি মাকে মান্দ্রাজের জন্য। কিন্তু একটা কি অদ্ভুত পাত্রের মধ্যে মাকে প্রবেশ করিয়েচ, ভায়া। তু—ভায়া বালব্রহ্মচারী "জ্বলন্নিব ব্রহ্মময়েন তেজসা"; ছিলেন "নমো ব্রহ্মণে",

হয়েচেন "নমো নারায়ণায়" (বাপ রক্ষা আছে), তাই বুঝি ভায়ার হস্তে ব্রহ্মার কমণ্ডলু ছেড়ে মায়ের বদ্‌নায় প্রবেশ। যা হোক্, খানিক রাত্রে উঠে দেখি, মায়ের সেই বৃহৎ বদ্‌নাকার কমণ্ডলুর মধ্যে অবস্থানটা অসহ্য হয়ে উঠেচে। সেটা ভেদ কোরে মা বেরুবার চেষ্টা কর্‌চেন। ভাবলুম সর্ব্বনাশ, এই খানেই যদি হিমাচল ভেদ, ঐরাবত ভাসান, জহ্নুর কুটীর ভাঙ্গা প্রভৃতি পর্ব্বাভিনয় হয় ত—গেচি। স্তব স্তুতি অনেক কর্‌লুম, মাকে অনেক বুঝিয়ে বল্লুম—মা। একটু থাক, কাল মান্দ্রাজে নেমে যা করবার হয় কোরো, সেদেশে হস্তী অপেক্ষাও সূক্ষ্মবুদ্ধি অনেক আছেন, সকলেরই প্রায় জহ্নুর কুটীর, আর ঐ যে চক্‌চকে কামান টিকিওয়ালা মাথাগুলি, ওগুলি সব প্রায় শিলাখণ্ডে তৈয়ারি, হিমাচল ত ওর কাছে মাখম, যত পার ভেঙ্গ, এখন একটু অপেক্ষা কর। উঁহু, মা কি শোনে। তখন এক বুদ্ধি ঠাওরালুম, বল্লুম—মা দেখ ঐ যে পাগ্‌ড়ী মাথায় জামাগায়ে চাকরগুলি জাহাজে এদিক্ ওদিক্ কর্‌চে, ওরা হচ্চে নেড়ে—আসল গরুখেকো নেড়ে, আর ঐ যারা ঘরদোর সাফ কোরে ফির্‌চে, ওরা হচ্চে আসল মেথর, লাল বেগের * চেলা। যদি কথা না শোনো ত

* ঐতিহাসিক ইলিয়টের মতে লালবেগীদের (ঝাড়ুদার মেথর সম্প্রদায়বিশেষ) উপাস্য আদিপুরুষ বা কুলদেবতা লালবেগ ও

ওদের ডেকে তোমায় ছুঁইযে দিইচি আর কি। তাতেও যদি না শান্ত হও, তোমায এক্ষুণি বাপের বাড়ী পাঠাব; ঐ যে ঘবটি দেখ্‌চ, ওর মধ্যে বন্ধ কবে দিলেই তুমি বাপেব বাড়ীব দশা পাবে, আর তোমার ডাক হাঁক সব যাবে, জমে একখানি পাথর হয়ে থাক্‌তে হবে। তখন বেটী শান্ত হয। বলি শুধু দেবতা কেন, মানুষেরও ঐ দশা—ভক্ত পেলেই ঘাড়ে চোড়ে বসেন।

কি বর্ণনা কব্‌তে কি বক্‌চি আবার দেখ! আগেই ত বোলে বেখেচি, আমার পক্ষে ওসব এক বকম অসম্ভব, তবে যদি সহ্য কর ত আবাব চেষ্টা করতে পারি।

বাঙ্গলা দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য।

আপনার লোকের একটি রূপ থাকে, তেমন আর কোথাও দেখা যায না। নিজেব খ্যাঁদা বোঁচা ভাই বোন ছেলে মেযেব চেযে গন্ধর্ব্ব লোকেও সুন্দব পাওযা যাবে না সত্য। কিন্তু গন্ধর্ব্ব লোক বেড়িযেও যদি আপনার লোককে যথার্থ সুন্দব পাওযা যায, সে অহ্লাদ বাখবার কি আর জাযগা থাকে? এই অনন্তশস্পশ্যামলা সহস্রস্রোতস্বতীমাল্যধারিণী বাঙ্গলা

উত্তবপশ্চিমেব লালগুরু (বাক্ষস অবণ্য কিবাত) অভিন্ন। বাবাণসীবাসী লালবেগীদের মতে পীব জহবই (চিস্তিয়া সাধু সৈযদ সাহ জুহর) লালবেগ।

দেশের একটি রূপ আছে। সে রূপ—কিছু আছে মলযালমে (মালাবার), আর কিছু কাশ্মীরে। জলে কি আর রূপ নাই? জলে জলময়, মুষলধারে বৃষ্টি কচুর পাতার উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্চে, রাশি রাশি তাল নারিকেল খেজুরের মাথা একটু অবনত হয়ে সে ধারাসম্পাত বইচে, চারিদিকে ভেকের ঘর্ঘর আওয়াজ,—এতে কি রূপ নাই? আর আমাদের গঙ্গার কিনারা বিদেশ থেকে না এলে, ডায়মণ্ডহারবারের মুখ দিয়ে গঙ্গায় প্রবেশ কর্‌লে, সে বোঝা যায় না। সে নীল আকাশ, তার কোলে কালো মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ, সোনালি কিনারাদার, তার নীচে ঝোপ ঝোপ তাল নারিকেল খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মত হেল্‌চে, তার নীচে ফিকে, ঘন, ঈষৎ পীতাভ একটু কাল মেশান, ইত্যাদি হরেক রকম সবুজের কাঁড়ী ঢালা আম নীচু জাম কাঁটাল—পাতাই পাতা—গাছ ডাল পালা আর দেখা যাচ্চে না, আশে পাশে ঝাড় ঝাড় বাঁশ হেল্‌চে, দুল্‌চে, আর সকলের নীচে—যার কাছে ইয়ারকান্দী ইরানি তুর্কিস্তানি গালচে দুলচে কোথায় হার মেনে যায়—সেই ঘাস, যতদূর চাও সেই শ্যাম শ্যাম ঘাস, কে যেন ছেঁটে ছুঁটে ঠিক কোরে রেখেচে; জলের কিনারা পর্য্যন্ত সেই ঘাস; গঙ্গার মৃদুমন্দ হিল্লোল যে অবধি জমিকে ঢেকেচে, যে অবধি অল্প অল্প লীলাময়

ধাক্কা দিচ্চে, সে অবধি ঘাসে আঁটা। আবার তার নীচে আমাদের গঙ্গাজল। আবার পায়ের নীচে থেকে দেখ ক্রমে উপরে যাও, উপর উপর মাথার উপর পর্য্যন্ত, একটি রেখার মধ্যে এত রঙ্গের খেলা, একটি রঙে এত রকমারি, আর কোথাও দেখেচ? বলি, রঙ্গের নেশা ধরেচে কখন কি—যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে? হুঁ, বলি—এই বেলা এ গঙ্গামার শোভা যা আশোর দেখে নাও, আর বড় একটা কিছু থাকচে না। রকম্য দানবের হাতে পড়ে এ সব যাবে। ঐ ঘাসের জায়গায় উঠবেন—ইটের পাঁজা, আর নাববেন ইট-খোলার গর্ত্তকুল! যেখানে গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগুলি ঘাসের সঙ্গে খেলা কর্‌চে, সেখানে দাঁড়াবেন পাট বোঝাই ফ্ল্যাট, আর সেই গাধা বোট; আর ঐ তাল তমাল আঁব নাচুর রঙ, ঐ নীল আকাশ, মেঘের বাহার, ওসব কি আর দেখতে পাবে? দেখ্‌বে—পাথুরে কয়লার ধোঁয়া আর তার মাঝে মাঝে ভূতের মত অস্পষ্ট দাঁড়িয়ে আছেন কলের চিমনি!!!

এইবার জাহাজ সমুদ্রে পড়্‌ল। ঐ যে "দূরাদয়শ্চক্র" ফক্র "তমালতালী বনরাজি" * ইত্যাদি ও

* দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী
তমালতালীবনরাজিনীলা।

সব কিছু কাজের কথা নয়। মহাকবিকে নমস্কার করি, কিন্তু তিনি বাপের জন্মে হিমালয়ও দেখেন নি, সমুদ্রও দেখেন নি, এই আমার ধারণা। *

এই খানে ধলায় কালোয় মেশামেশি, প্রয়াগের কিছু ভাব যেন। সর্ব্বত্র দুর্লভ হলেও "গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।" তবে এ জায়গা বলে—ঠিক গঙ্গার মুখ নয়। যা হোক আমি নমস্কার করি, "সর্ব্বতোক্ষিশিরোমুখং" বোলে।

সাগর সঙ্গম।

কি সুন্দর! সামনে যতদূর দৃষ্টি যায়, ঘন নীলজল তরঙ্গায়িত, ফেনিল, বায়ুর সঙ্গে তালে তালে নাচে। পেছনে আমাদের গঙ্গাজল, সেই বিভূতিভূষণা, সেই

আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশেঃ
ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥ —রঘুবংশ।

কাশ্মীর ভ্রমণ এবং ঐ দেশের পুরাবৃত্ত পাঠ করিয়া পরে স্বামিজীর এই বিষয়ে মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। মহাকবি কালিদাস অনেক দিন পর্য্যন্ত কাশ্মীর দেশের শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন—একথা ঐ দেশের ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়। রঘুবংশাদি বিবৃত হিমালয় বর্ণনা কাশ্মীর খণ্ডের হিমালয়ের দৃশ্যের সহিত অনেক স্থলে মিলে। কিন্তু কালিদাস কখন সমুদ্র দেখিয়াছিলেন কিনা সে বিষয়ে কোন প্রমাণ আমরা এ পর্য্যন্ত পাই নাই।

"গঙ্গাফেনসিতা জটা পশুপতেঃ।" * সে জল অপেক্ষাকৃত স্থির। সামনে মধ্যবর্ত্তী রেখা। জাহাজ একবার সাদা জলের একবার কালো জলেব উপর উঠ্‌চে। ঐ সাদা জল শেষ হযে গেল। এবার খালি নীলাম্বু, সামনে পেছনে আশে পাশে খালি নীল নীল নীল জল, খালি তবঙ্গভঙ্গ। নীলকেশ, নীলকান্ত অঙ্গ আভা, নীল পট্টবাস পবিধান। কোটী কোটী অসুব দেবভযে সমুদ্রের তলায লুকিযেছিল; আজ তাদেব সুযোগ, আজ তাদেব বরুণ সহায, পবনদেব সাথী; মহা গর্জ্জন, বিকট হুঙ্কার, ফেনময অট্টহাস দৈত্যকুল আজ মহোদধির উপর রণতাণ্ডবে মত্ত হযেচে! তাব মাঝে আমাদের অর্ণবপোত; পোতমধ্যে যে জাতি সসাগরা ধবাপতি, সেই জাতির নবনারী—বিচিত্র বেশভূষা, স্নিগ্ধ চন্দ্রের ন্যায বর্ণ, মূর্ত্তিমান্ আত্মনির্ভব, আত্মপ্রত্যয, কৃষ্ণবর্ণের নিকট দর্প ও দম্ভের ছবির ন্যায প্রতীযমান—সগর্ব্ব পাদচারণ করিতেছে। উপবে বর্ষাব মেঘাচ্ছন্ন আকাশের জীমূতমন্দ্র, চারিদিকে শুভ্রশির তরঙ্গকুলেব লম্ফ ঝম্ফ গুরুগর্জ্জন, পোতশ্রেষ্ঠের সমুদ্রবল উপেক্ষাকারী মহাযন্ত্রের হুহুঙ্কার—সে এক বিরাট্ সম্মিলন—তন্দ্রাচ্ছন্নের ন্যায বিস্ময়রসে আপ্লুত হইযা ইহাই শুনিতেছি; সহসা এ সমস্ত যেন ভেদ করিয়া বহু স্ত্রীপুরুষকণ্ঠের

* শিবাপরাধভঞ্জন স্তোত্র—শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য কৃত।

মিশ্রণোৎপন্ন গভীর নাদ ও তার-সম্মিলিত "রুল ব্রিটানিয়া রুল দি ওযেভস্" মহাগীতধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল! চমকিযা চাহিয়া দেখি—

সি-সিকনেস্। জাহাজ বেজায় দুলচে, আর তু—ভাযা দুহাত দিযে মাথাটি ধোবে অন্নপ্রাশনের অন্নের পুনরাবিষ্কারের চেষ্টায় আছেন।

সেকেণ্ড ক্লাসে দুটি বাঙ্গালীর ছেলে পড়্‌তে যাচ্চে। তাদের অবস্থা ভাযার চেযেও খারাপ। একটি ত এমনিই ভয পেযেচে যে, বোধ হয, তীরে নাম্‌তে পার্‌লে একছুটে চোঁচা দেশের দিকে দৌড়ায। যাত্রীদের মধ্যে তারা দুটি আর আমরা দুজন—ভারতবাসী, আধুনিক ভারতের প্রতিনিধি। যে দুদিন জাহাজ গঙ্গার মধ্যে ছিল, তু—ভাযা উদ্বোধন সম্পাদকের গুপ্ত উপদেশের ফলে "বর্ত্তমানভারত" প্রবন্ধ শীঘ্র শীঘ্র শেষ করবার জন্য দিক্ কোরে তুল্‌তেন। আজ আমিও সুযোগ পেযে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "ভাযা, বর্ত্তমান ভারতের অবস্থা কিরূপ?" ভাযা একবার সেকেণ্ড ক্লাসের দিকে চেযে, একবার নিজের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে জবাব দিলেন, "বড়ই শোচনীয—বেজায গুলিয়ে যাচ্চে"।

এতবড় পদ্মা ছেড়ে, গঙ্গার মাহাত্ম্য, হুগলি নামক

ধারায কেন বর্ত্তমান, তাহার কাবণ অনেকে বলেন যে, ভাগীরথী-মুখই গঙ্গার প্রধান এবং আদি জলধারা। পরে গঙ্গা পদ্মা-মুখ কোরে বেরিয়ে গেচেন। ঐ প্রকার "টলিস নালা" নামক খালও আদি গঙ্গা হয়ে, গঙ্গাব প্রাচীন স্রোত ছিল। কবিকঙ্কন পোতবণিক্-নাযককে ঐ পথেই সিংহল দ্বীপে নিয়ে গেচেন। পূর্ব্বে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত বড বড জাহাজ অনাযাসে প্রবেশ কর্‌ত। সপ্তগ্রাম নামক প্রাচীন বন্দব এই ত্রিবেণী ঘাটেব কিঞ্চিৎ দূরেই সরস্বতীব উপর ছিল। অতি প্রাচীন কাল হতেই এই সপ্তগ্রাম বঙ্গদেশেব বহির্বাণিজ্যেব প্রধান বন্দব। ক্রমে সবস্বতীর মুখ বন্ধ হতে লাগ্‌ল। ১৫৩৭ খৃঃ ঐ মুখ এত বুজে এসেচে যে, পর্ত্তুগিজেরা আপনাদের জাহাজ আস্‌বার জন্যে কতকদূর নীচে গিয়ে গঙ্গার উপব স্থান নিল। উহাই পরে বিখ্যাত হুগলি-নগব। ১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হতেই স্বদেশী বিদেশী সওদাগরেবা গঙ্গায চডা পড্‌বাব ভয়ে ব্যাকুল, কিন্তু হলে কি হবে; মনুষের বিদ্যাবুদ্ধি আজও বড একটা কিছু কোরে উঠ্‌তে পারে নি। মা গঙ্গা ক্রমশঃই বুজে আস্‌চেন। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে এক ফরাসী পাদরী লিখ্‌চেন, সূতির কাছে ভাগীরথী-মুখ সে সময় বুজে গিয়েছিল। অন্ধকূপের

হুগলি নদীর পূর্ব্বাপর অবস্থাভেদ।

হুগলী নদীর সম্বন্ধে লিখেছেন ... হলওয়েল, মুর্শিদাবাদ যাবার রাস্তায় শান্তিপুরে জল ছিল না বোলে, ছোট নৌকা নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৭৯৭ খৃঃ অব্দে কাপ্তেন কোলব্রুক সাহেব লিখ্‌চেন যে, গ্রীষ্মকালে ভাগীরথী আর জলাঙ্গী * নদীতে নৌকা চলে না। ১৮২২ থেকে ১৮৮৪ পর্য্যন্ত গরমিকালে ভাগীরথীতে নৌকার গমাগম বন্ধ ছিল। ইহার মধ্যে ২৪ বৎসর দুই বা তিন ফিট জল ছিল। খৃষ্টাব্দের ১৭ শতাব্দীতে ওলন্দাজেরা হুগলির ১ মাইল নীচে চুঁচড়ায় বাণিজ্যস্থান কর্‌লে; ফরাসীরা আরও পরে এসে তার আরও নীচে চন্দননগর স্থাপন কর্‌লে। জর্ম্মান অষ্টেণ্ড কোম্পানি ১৭২৩ খৃঃ অব্দে চন্দননগরের ৫ মাইল নীচে অপর পারে বাঁকীপুর নামক জায়গায় আড়ত খুল্‌লে। ১৬১৬ খৃঃ অব্দে দিনেমারেরা চন্দননগর হতে ৮ মাইল দূরে শ্রীরামপুরে আড়ত কর্‌লে। তার পর ইংরাজেরা কল্‌কেতা বসালেন আরও নীচে। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত জায়গাই আর জাহাজ যেতে পারে না। কল্‌কেতা এখনও খোলা, তবে "পরেই বা কি হয়" এই ভাবনা সকলের।

তবে শান্তিপুরের কাছাকাছি পর্য্যন্ত গঙ্গায় যে

* জলাঙ্গী নদী নবদ্বীপ হইতে কিছু দূরে ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই সঙ্গমের পর হইতেই ভাগীরথীর নাম হুগলি হইয়াছে।

গরমিকালেও এত জল থাকে, তার এক বিচিত্র কারণ আছে। উপরের ধারা বন্ধপ্রায় হলেও রাশীকৃত জল মাটীর মধ্য দিয়া চুইয়ে গঙ্গায় এসে পড়ে। গঙ্গার খাদ এখনও পারের জমী হতে অনেক নীচু। যদি ঐ খাদ ক্রমে মাটী বসে উঁচু হয়ে উঠে, তা হলেই মুস্কিল। আর এক ভয়ের কিংবদন্তী আছে, কল্‌কাতার কাছেও মা গঙ্গা ভূমিকম্প বা অন্য কারণে মধ্যে মধ্যে এমন শুকিয়ে গেচেন যে, মানুষে হেঁটে পার হয়েচে। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে নাকি ঐ রকম হয়েছিল। আর এক রিপোর্টে পাওয়া যায় যে, ১৭৩৪ খৃঃ অব্দের ৯ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার দুপুর বেলায় ভাঁটার সময় গঙ্গা একদম শুকিয়ে গেলেন। ঠিক বার বেলায় এইটে ঘট্‌লে কি হতো তোমরাই বিচার কর—গঙ্গা বোধ হয় আর ফির্‌তেন না।

জেম্‌স্ ও মেরী চড়া।

এই ত গেল উপরের কথা। নীচে মহাভয়—জেম্‌স্ আর মেরী চড়া। পূর্ব্বে দামোদর নদ কল্‌কেতার ৩০ মাইল উপরে গঙ্গায় এসে পড়তো, এখন কালের বিচিত্র গতিতে তিনি ৩১ মাইলের উপর দক্ষিণে এসে হাজির। তার প্রায় ৬ মাইল নীচে রূপনারায়ণ জল ঢাল্‌চেন, মণিকাঞ্চনযোগে তাঁরা ত হুড়মুড়িয়ে আসুন, কিন্তু এ কাদা ধোয় কে? কাজেই রাশীকৃত

বালি। সে স্তূপ কখন এখানে, কখন ওখানে, কখন একটু শক্ত, কখনও নরম হচ্চেন। সে ভয়ের সীমা কি! দিন রাত্র তাব মাপজোপ হচ্চে, একটু অন্যমনস্ক হলেই দিন কতক মাপজোপ ভুল্লেই, জাহাজের সর্ব্বনাশ। সে চড়ায ছুঁতে না ছুঁতেই অমনি উল্‌টে ফেলা, না হয, সোজাসুজিই গ্রাস।! এমনও হযেচে, মস্ত তিন-মাস্তুল জাহাজ লাগবার আধ ঘণ্টা বাদেই খালি একটু মাস্তুলমাত্র জেগে রইলেন। এ চড়া—দামোদর-রূপনারাযণেব মুখই বটেন। দামোদর এখন সাওতালি গাঁযে তত রাজি নন, জাহাজ ষ্টীমার প্রভৃতি চাট্‌নি রকমে নিচ্চেন। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে কল্‌কেতা থেকে কাউন্টি অফ ষ্টাবলিং নামক এক জাহাজে ১৪৪৪ টন গম বোঝাই নিযে যাচ্ছিল। ঐ বিকট চড়ায যেমন লাগা আর তার আট মিনিটের মধ্যেই "খোঁজ খবর নাহি পাই।" ১৮৭৪ সালে ২৪০০ টন বোঝাই একটি ষ্টীমাবের ২ মিনিটের মধ্যে ঐ দশা হয়। ধন্য মা তোমাব মুখ! আমরা যে ভালয় ভালয পেরিয়ে এসেচি, প্রণাম করি। তু—ভাযা বল্‌লেন, "মশায! পাঁটা মানা উচিত মাকে;" আমিও "তথাস্তু, একদিন কেন ভাযা, প্রত্যহ।" পরদিন তু—ভাযা আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "মশায় তার কি হল?" সেদিন আর জবাব দিলুম না। তার পরদিন আবার জিজ্ঞাসা কর্‌তেই

খাবার সময় তু—ভাযাকে দেখিযে দিলুম, পাঁটা মানার দৌড়টা কতদূর চল্‌চে। ভাযা কিছু বিস্মিত হয়ে বল্‌লেন, "ও তো আপনি খাচ্চেন।" তখন অনেক যত্ন কোরে বোঝাতে হলো যে, কোনও গঙ্গাহীন দেশে নাকি কল্‌কেতার এক ছেলে শ্বশুরবাড়ী যায; সেথায খাবার সময চারিদিকে ঢাকঢোল হাজির; আব শাশুড়ির বেজায জেদ, "আগে একটু দুধ খাও।" জামাই ঠাওবালে বুঝি দেশাচার; দুধের বাটীতে যেই চুমুকটি দেওযা—অমনি চারিদিকে ঢাক্‌ঢোল বেজে উঠা। তখন তার শাশুড়ি আনন্দাশ্রুপরিপ্লুতা হযে মাথায হাত দিযে আশীর্ব্বাদ কোরে বল্‌লে, "বাবা। তুমি আজ পুত্রের কাজ করলে, এই তোমার পেটে গঙ্গাজল আছে, আর দুধের মধ্যে ছিল তোমার শ্বশুরের অস্থি গুঁড়া করা,—শ্বশুর গঙ্গা পেলেন।" অতএব হে ভাই! আমি কল্‌কেতার মানুষ এবং জাহাজে পাঁটার ছডাছড়ি, ক্রমাগত মা গঙ্গায পাঁটা চড়্‌চে, তুমি কিছুমাত্র চিন্তিত হয়ো না। ভাযা যে গম্ভীরপ্রকৃতি, বক্তৃতাটা কোথায় দাঁড়াল, বোঝা গেল না।

এ জাহাজ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! যে সমুদ্র ডাঙ্গা থেকে চাইলে ভয় হয, যাঁর মাঝখানে আকাশটা নুয়ে এসে মিলে গেচে বোধ হয়, যাঁর গর্ভ হতে সূর্য্য মামা ধীরে ধীরে উঠেন আবার ডুবে যান, যাঁর একটু ভ্রূভঙ্গে

প্রাণ থরহরি, তিনি হয়ে দাঁড়ালেন রাজপথ, সকলের চেয়ে সস্তা পথ! এ জাহাজ কর্‌লে কে? কেউ করেনি। অর্থাৎ, মানুষের প্রধান সহায়স্বরূপ যে সকল কল কব্‌জা আছে, যা নইলে একদণ্ড চলে না, যার ওলট পালটে আর সব কল কারখানার সৃষ্টি, তাদের ন্যায়; সকলে মিলে করেচে। যেমন চাকা; চাকা নইলে কি কোন কাজ চলে? হ্যাকচ হোঁকচ গরুর গাড়ী থেকে জয় জগন্নাথের রথ পর্য্যন্ত, সূতো-কাটা চারকা থেকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কারখানার কল পর্য্যন্ত কিছু চলে? এ চাকা প্রথম কর্‌লে কে? কেউ করেনি; অর্থাৎ সকলে মিলে করেচে। প্রাথমিক মানুষ কুড়ুল দিয়ে কাঠ কাট্‌চে, বড় বড় গুঁড়ি ঢালু জায়গায় গড়িয়ে আন্‌চে, ক্রমে তাকে কেটে নিরেট চাকা তৈরি হলো, ক্রমে অরা নাভি ইত্যাদি ইত্যাদি—আমাদের চাকা। কত লাখ বৎসর লেগেছিল কে জানে? তবে, এ ভারতবর্ষে যা হয়, তা থেকে যায়। তার যত উন্নতি হোক না কেন, যত পরিবর্ত্তন হোক না কেন, নীচের ধাপগুলিতে ওঠবার লোক কোথা না কোথা থেকে এসে জোটে, আর সব ধাপগুলি রয়ে যায়। একটা বাঁশের গায়ে একটা তার বেঁধে বাজনা হলো; তার, ক্রমে একটা বালাঞ্চির ছড়ি দিয়ে প্রথম বেহালা

জাহাজের ক্রমোন্নতি—উহার আদিম ও বর্ত্তমান রূপাদি।

হলো, ক্রমে কত রূপ বদল হলো, কত তার হলো, তাঁত হলো, ছড়ির নাম রূপ বদ্‌লাল, এসরাজ সারঙ্গি হলেন। কিন্তু এখনও কি গাড়োযান মিঞারা ঘোড়াব গাছকতক বালাঞ্চি নিযে একটা ভাঁড়েব মধ্যে বাঁশের চোঙ্গ বসিযে কঁ্যাকোঁ কোবে, "মজওযাব কাহাবের" জাল বুনবাব বৃত্তান্ত * জাহির কবে না? মধ্যপ্রদেশে দেখগে, এখনও নিরেট চাকা গড়্‌গড়িযে যাচ্চে। তবে সেটা নিরেট বুদ্ধির পরিচয বটে, বিশেষ এ ববব-টাযারেব দিনে।

অনেক পুরাণকালের মানুষ অর্থাৎ সত্যযুগেব, যখন আপামব সাধাবণ এমনি সত্যনিষ্ঠ ছিলেন যে, পাছে ভেতরে একখান ও বাহিরে আব একখান হয় বোলে কাপড় পর্য্যন্ত পব্‌তেন না; পাছে স্বার্থপরতা আসে বোলে বিবাহ কর্‌তেন না; এবং ভেদবুদ্ধিরহিত হযে কোঁৎকা লোড়া লুড়ির সহাযে সর্ব্বদাই 'পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ' বোধ করতেন; তখন জলে বিচবণ করবার জন্য তাঁবা গাছেব মাঝখানটা পুড়িযে ফেলে অথবা দু চার খানা গুঁড়ি একত্রে বেঁধে সালতি ভেলা ইত্যাদিব সৃষ্টি

---

* "মজওযাব কাহবওযা জাল বিনুবে।
দিন্‌কো মারে মছ্‌লি বাতকো বিনু জাল।
এয়সা দিক্‌দারি কিযা জিউকা জঞ্জাল॥"
ইত্যাদি গানটি গাড়োয়ানরা প্রায়ই গাইয়া থাকে।

করেন। উড়িষ্যা হতে কলম্বো পর্য্যন্ত কট্টুমারণ দেখেচ ত? ভেলা কেমন সমুদ্রেও দূর দূর পর্য্যন্ত চলে যায় দেখেচ ত? উনিই হলেন—ঊর্দ্ধমূলম্।"

আর, ঐ যে বাঙ্গাল মাঝির নৌকা—যাতে চোড়ে দরিয়ার পাঁচ পীরকে ডাক্‌তে হয; ঐ যে চাটগেঁয়ে মাঝি অধিষ্ঠিত বজরা—যা একটু হাওয়া উঠলেই হালে পানি পায না এবং যাত্রীদের আপন আপন "ছাব্‌তার" নাম নিতে বলে; ঐ যে পশ্চিমে ভড—যার গায়ে নানা চিত্র বিচিত্র আঁকা পেতলের চোক দেওয়া দাঁড়ীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড় টানে, ঐ যে শ্রীমন্ত সদাগরের নৌকা (কবিকঙ্কনের মতে শ্রীমন্ত দাঁড়ের জোরেই বঙ্গোপসাগর পার হয়েছিলেন এবং গলদা চিঙড়ির গোঁপের মধ্যে পড়ে, কিস্তি বান্‌চাল হয়ে, ডুবে যাবার যোগাড় হয়েছিলেন; তথাহি কড়ি দেখে পুঁটিমাছ ঠাউরেছিলেন ইত্যাদি) ওরফে গঙ্গাসাগুরে ডিঙ্গি—উপরে সুন্দর ছাওয়া, নীচে বাঁশের পাটাতন, ভিতরে সারি সারি গঙ্গাজলের জালা (যাতে "মেতুয়া গঙ্গা-সাগর" খুড়ি, তোমরা গঙ্গাসাগর যাও আর কন্‌কনে উত্তুরে হাওয়ার গুঁতোয় "ডাব নারিকেল চিনির পানা" খাও না); ঐ যে পান্‌সি নৌকা, বাবুদের আপিস নিয়ে যায় আর বাড়ী আনে, বালির মাঝি যার নায়ক, বড় মজবুত, ভারি ওস্তাদ, কোন্নগুরে মেঘ দেখেচে কি

কিস্তি সামলাচ্চে—এক্ষণে যা জওয়ানপুরিয়া জওয়ানের দখলে চলে যাচ্চে (যাদের বুলি—"আইলা গাইলা বানে বানি," যাদের ওপর তোমাদের মোহন্ত মহারাজের "বকাস্থর" ধরে আন্‌তে হুকুম হযেছিল, যারা ভেবেই আকুল "এ স্বামিনাথ। এ বযাস্থব কঁহা মিলেব? ই ত হাম জানব না"); ঐ যে গাধাবোট—যিনি সোজা-স্নজি যেতে জানেনই না, ঐ যে হুড়ি, এক থেকে তিন মাস্তুল—লঙ্কা মালদ্বীপ বা আবব থেকে নারকেল, খেজুর, শুঁটকি মাছ ইত্যাদি বোঝাই হযে আসে; আর কত বল্‌ব, ওরা সব—হলেন "অধঃশাখা প্রশাখা।"

পাল-জাহাজ ষ্টিমার ও যুদ্ধজাহাজ।

পালভরে জাহাজ চালান একটি আশ্চর্য্য আবি-ষ্ক্রিযা। হাওযা যে দিকে হউক না কেন, জাহাজ আপনার গম্যস্থানে পৌঁছবেই পৌঁছবে। তবে হাওয়া বিপক্ষ হলে একটু দেরি। পালওয়ালা জাহাজ কেমন দেখ্‌তে স্নন্দর, দূরে বোধ হয, যেন বহু পক্ষ-বিশিষ্ট পক্ষিরাজ আকাশ থেকে নাম্‌চেন। পালের জাহাজ কিন্তু সোজা চলতে বড পারেন না; হাওয়া একটু বিপক্ষ হলেই একে বেঁকে চলতে হয়; তবে হাওয়া একেবারে বন্ধ হলেই মুস্কিল—পাখা গুটিয়ে বসে থাক্‌তে হয়। মহা-বিষুব-রেখার নিকটবর্ত্তী দেশসমূহে এখনও মাঝে মাঝে এইরূপ হয়। এখন

পাল-জাহাজেও কাঠ কাঠরা কম, তিনিও লৌহনির্ম্মিত। পাল-জাহাজের কাপ্তানি কবা বা মালাগির করা ষ্টিমার অপেক্ষা অনেক শক্ত, এবং পাল-জাহাজে অভিজ্ঞতা না থাক্‌লে, ভাল কাপ্তান কখনও হয না। প্রতি পদে হাওযা চেনা, অনেক দূর থেকে সঙ্কট জাযগার জন্য হুঁসিযাব হওযা, ষ্টিমার অপেক্ষা এ দুটি জিনিস পালজাহাজে অত্যাবশ্যক। ষ্টিমার অনেকটা হাতের মধ্যে, কল মূহূর্ত্ত মধ্যে বন্ধ কবা যায়। সামনে পেছনে আশে পাশে যেমন ইচ্ছা অল্প সমযের মধ্যে ফিরান যায়। পাল-জাহাজ হাওযার হাতে। পাল খুলতে বন্ধ কব্‌তে হাল ফেবাতে ফেরাতে হযত জাহাজ চডায লেগে যেতে পারে, ডুবো পাহাডের উপর চড়ে যেতে পাবে, অথবা অন্য জাহাজের সহিত ধাক্কা লাগ্‌তে পারে। এখন আর যাত্রী বড় পাল-জাহাজে যায না, কুলী ছাড়া। পাল-জাহাজ প্রায মাল নিয়ে যায, তাও নুন প্রভৃতি খেলো মাল। ছোট ছোট পাল-জাহাজ, যেমন হুড়ি প্রভৃতি, কিনারায বাণিজ্য করে। সুযেজ-খালের মধ্য দিযা টান্‌বার জন্য ষ্টিমার ভাড়া কোরে হাজার হাজার টাকা টেক্‌স দিযে পাল-জাহাজের পোষায় না। পাল-জাহাজ আফ্রিকা ঘুরে ছ মাসে ইংলণ্ডে যায়। পাল-জাহাজের এই সকল বাধার জন্য তখনকার জল-যুদ্ধ সঙ্কটের ছিল। একটু হাওয়ার

এদিক ওদিক, একটু সমুদ্র-স্রোতের এদিক্ ওদিকে হার জিত হয়ে যেত। আবার সে সকল জাহাজ কাঠের ছিল। যুদ্ধের সময় ক্রমাগত আগুন লাগ্‌ত। আর সে আগুন নিবুতে হোতো। সে জাহাজের গঠনও আর এক রকমের ছিল। একদিক্ ছিল চেপ্‌টা, আব অনেক উঁচু, পাঁচ-তলা ছ-তলা। যেদিক্‌টা চেপ্‌টা, তারই উপর তলায একটা কাঠেব বাবান্দা বার করা থাক্‌ত। তাবি সামনে কমাণ্ডারের ঘর বৈঠক। আশে পাশে অফিসাবদের। তার পর একটা মস্ত ছাত—উপর খোলা। ছাতের ওপাশে আবার দু চারটি ঘর। নীচের তলাযও ঐ রকম ঢাকা দালান, তাব নীচেও দালান; তাব নীচে দালান এবং মাল্লাদের শোবাব স্থান, খাবার স্থান ইত্যাদি। প্রত্যেক তলার দালানের দুপাশে তোপ বসান, সারি সাবি ছ্যালের গাযে কাটা, তার মধ্য দিযে তোপের মুখ—দু পাশে রাশীকৃত গোলা (আর যুদ্ধেব সময বারুদের থলে)। তখনকাব যুদ্ধ-জাহাজের প্রত্যেক তলাই বড নীচু ছিল, মাথা হেঁট কোরে চল্‌তে হোতো। তখন নৌ-যোদ্ধা যোগাড কব্‌তেও অনেক কষ্ট পেতে হোতো। সরকারের হুকুম ছিল যে, যেখান থেকে পার, ধবে, বেঁধে, ভুলিযে, লোক্ নিযে যাও। মাযেব কাছ থেকে ছেলে, স্ত্রীর কাছ থেকে স্বামী, জোর কোরে ছিনিযে নিযে যেতো। একবার

জাহাজে তুল্‌তে পার্‌লে হয়, তার পর—বেচারা কখন হয়ত জাহাজে চড়েনি—একেবারে হুকুম হোতো, মাস্তুলে ওঠ্‌। ভয় পেয়ে হুকুম না শুন্‌লেই চাবুক! কতক মরেও যেতো। আইন কর্‌লেন আমীরেরা, দেশ দেশান্তরের বাণিজ্য, লুটপাট, রাজত্বভোগ কর্‌বেন তাঁরা, আর গরীবদের খালি রক্তপাত, শরীরপাত, যা চিরকাল এ পৃথিবীতে হয়ে আস্‌চে!! এখন ওসব আইন নেই, এখন আর "প্রেস গ্যাঙ্গের" নামে চাষা ভূষোর হৃৎকম্প হয় না। এখন খুসীর সওদা; তবে অনেক গুলি চোর ছ্যাঁচড়, ছোঁড়াকে জেলে না দিয়ে এই যুদ্ধ-জাহাজে নাবিকের কর্ম্ম শেখানো হয়।

বাষ্পবল এ সমস্তই বদ্‌লে ফেলেচে। এখন 'পাল' —জাহাজে অনাবশ্যক বাহার। হাওয়ার সহায়তার উপর নির্ভর বড়ই অল্প। ঝড় ঝাপ্‌টার ভয়ও অনেক কম। কেবল, জাহাজ না পাহাড় পর্ব্বতে ধাক্কা খায়, এই বাঁচাতে হয়। যুদ্ধজাহাজ ত একেবারে পূর্ব্বের অবস্থার সঙ্গে বেল্‌কুল পৃথক্‌। দেখে ত জাহাজ বোলে মনেই হয় না। এক একটি, ছোট বড় ভাসন্ত লোহার কেল্লা। তোপও সংখ্যায় অনেক কমে গেচে। তবে এখানকার কলের তোপের কাছে সে প্রাচীন তোপ ছেলেখেলা বই ত নয়। আর এ যুদ্ধ-জাহাজের বেগই বা কি! সব চেয়ে ছোটগুলি "টরপিডো" ছুড়িবার

জন্য, তার চেয়ে একটু বড়গুলি শত্রুর বাণিজ্যপোত দখল কর্‌তে, আর বড় বড়গুলি হচ্চেন বিরাট্ যুদ্ধের আয়োজন।

যুদ্ধজাহাজের ক্রমোন্নতি।

আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের সিভিল ওয়ারের সময়, ঐক্যরাজ্যপক্ষেরা একখান কাঠের জঙ্গি জাহাজের গায় কতকগুলো লোহার রেল, সারি সারি বেঁধে ছেয়ে দিয়েছিল। বিপক্ষের গোলা, তার গায়ে লেগে, ফিরে যেতে লাগলো, জাহাজের কিছুই বড় কর্‌তে পাল্লে না। তখন মতলব করে, জাহাজের গা লোহা দিয়ে যোড়া হতে লাগলো, যাতে দুষমনের গোলা কাষ্ঠ-ভেদ না করে। এদিকে জাহাজি তোপেরও তালিম বাড়তে চল্‌লো—তা-বড় তা-বড় তোপ; তোপ যাতে আর হাতে সরাতে, হটাতে, ঠাস্‌তে, ছুঁড়তে হয় না—সব কলে হয়। পাঁচ শ লোকে যাকে একটুকুও হেলাতে পারে না, এমন তোপ, এখন একটা ছোটো ছেলে কল টিপে যে দিকে ইচ্ছে মুখ ফেরাচ্চে, নাবাচ্চে, ও ঠাস্‌চে, ভর্‌চে, আওয়াজ কর্‌চে—আবার তাও চকিতের ন্যায়! যেমন লোহার ছাল জাহাজের মোটা হতে লাগলো, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে বজ্রভেদী তোপেরও সৃষ্টি হতে চল্‌লো। এখন জাহাজখানি ইস্পাতের ছাল-ওয়ালা কেল্লা, আর তোপগুলি যমের ছোট ভাই।

এক গোলার ঘায়ে, যত বড় জাহাজই হন্ না, ফেটে চুটে চৌচাক্‌লা! তবে এই "লুয়ার বাসর ঘব," যা নকিন্দরেব বাবা স্বপ্নেও ভাবেনি; এবং যা, "সাতালী পর্ব্বতের" ওপর না দাঁড়িয়ে সত্তর হাজার পাহাড়ে ঢেউযেব মাথায নেচে নেচে বেড়ায়, ইনিও 'টরপিডোর' ভযে অস্থির। তিনি হচ্চেন কতকটা চুরুটের চেহারা একটি নল; তাঁকে তিগ্ করে ছেড়ে দিলে, তিনি জলের মধ্যে মাছেব মত ডুবে ডুবে চলে যান। তারপর, যেখানে লাগবাব, সেখানে ধাক্কা যেই লাগা, অমনি তার মধ্যের রাশীকৃত মহাবিস্তারশীল পদার্থ সকলের বিকট আওযাজ ও বিস্ফারণ, সঙ্গে সঙ্গে যে জাহাজের নীচে এই কীর্ত্তিটা হয, তাঁর 'পুনর্মূষিকো ভব', অর্থাৎ লৌহত্বে ও কাটকুটত্বে কতক এবং বাকীটা ধূমত্বে ও অগ্নিতে পরিণমন! মনিষ্যিগুলো, যারা এই টরপিডো ফাটবার মুখে পড়ে যায, তাদেরও যা খুঁজে পাওয়া যায, তা প্রায "কিমা"তে পরিণত অবস্থায়! এই সকল জঙ্গি জাহাজ তৈযার হওযা অবধি, জলযুদ্ধ আর বেশী হতে হয না। দু একটা লড়াই, আর একটা বড জঙ্গি ফতে বা একদম হার। তবে এই রকম জাহাজ নিয়ে, লডাই হবার পূর্ব্বে, লোকে যেমন ভাবতো যে, দু পক্ষের কেউ বাঁচবে না, আর একদম্ সব উড়ে পুড়ে যাবে, তত কিছু হয় না।

অধিক কল-কব্জার উপকারিতা।

ময়দানি জঙ্গের সময়, তোপ বন্দুক থেকে উভয় পক্ষের উপর যে মুষলধারা গোলাগুলি সম্পাত হয়, তার এক হিস্‌সে যদি লক্ষ্যে লাগে ত, উভয় পক্ষের ফৌজ মরে দু মিনিটে ধুন্‌ হয়ে যায়। সেই প্রকার, দরিয়াই জঙ্গের জাহাজের গোলা, যদি ৫০০ আওয়াজের একটা লাগতো ত, উভয় পক্ষের জাহাজের নাম নিসানাও থাক্‌তো না। আশ্চর্য্য এই যে, যত তোপ বন্দুক উৎকর্ষ লাভ কর্‌চে, বন্দুকের যত ওজন হাল্‌কা হচ্চে, যত নালের কিবকিরার পরিপাটী হচ্চে, যত পাল্লা বেড়ে যাচ্চে, যত ভরবার ঠাস্‌বার কল কব্জা হচ্চে, যত তাড়াতাড়ি আওয়াজ হচ্চে, ততই যেন গুলি ব্যর্থ হচ্চে! পুরাণো ঢঙ্গের পাঁচ হাত লম্বা তোড়াদার জজেল, যাকে দোঠেঙ্গো কাঠের উপর রেখে, তাগ করতে হয়, এবং ফুঁ ফাঁ দিয়ে আগুন দিতে হয়, তাই-সহায় বারাখজাই, আফ্রিদ আদ্‌মি, অব্যর্থসন্ধান—আর আধুনিক সুশিক্ষিত ফৌজ, নানা-কল-কারখানা বিশিষ্ট বন্দুক হাতে, মিনিটে ১৫০ আওয়াজ কোরে খালি হাওয়া গরম করে! অল্প স্বল্প কল কব্জা ভাল। মেলা কল কব্জা মানুষের বুদ্ধি শুদ্ধি লোপাপত্তি করে, জড়পিণ্ড তৈয়ার করে। কারখানায় লোকগুলো দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, বছরের পর বছর,

সেই একঘেয়ে কাজই কচ্চে—এক এক দলে এক একটা জিনিষের এক এক টুকরোই গড়চে। পিনের মাথাই গড়চে, সুতোর যোড়াই দিচ্চে, তাঁতের সঙ্গে এগুপেছুই কচ্চে, আজন্ম। ফল, ঐ কাজটিও খোয়ান, আর তার মরণ—খেতেই পায় না। জড়ের মত এক ঘেয়ে কাজ কোর্‌তে কোর্‌তে, জড়বৎ হয়ে যায়। স্কুলমাষ্টারি, কেরাণী-গিরি কোরে, ঐ জন্যই হস্তিমূর্খ জড়পিণ্ড তৈয়ারী হয়।

যাত্রী জাহাজ।

বাণিজ্য যাত্রী জাহাজের গড়ন অন্য ঢঙ্গের। যদিও কোন কোন বাণিজ্য-জাহাজ এমন ঢঙ্গে তৈয়ার যে, লড়ায়ের সময় অত্যল্প আয়াসেই দু চারটা তোপ বসিয়ে, অন্যান্য নিরস্ত্র পণ্যপোতকে তাড়া হুড়ো দিতে পারে এবং তজ্জন্য ভিন্ন ভিন্ন সরকার হতে সাহায্য পায়; তথাপি সাধারণতঃ সমস্তগুলিই যুদ্ধপোত হতে অনেক তফাৎ। এ সকল জাহাজ প্রায়ই এখন বাষ্পপোত এবং প্রায় এত বৃহৎ ও এত দাম লাগে যে, কোম্পানী ভিন্ন একলার জাহাজ নাই বল্‌লেই হয়। আমাদের দেশেরও ইউরোপের বাণিজ্যে পি এণ্ড ও কোম্পানি সকলের অপেক্ষা প্রাচীন ও ধনী; তারপর, বি, আই, এস, এন্‌ কোম্পানি; আরও অনেক কোম্পানি আছে। ভিন্ন সরকারের মধ্যে মেসাজারি মারিতীম ফরাসী, অষ্ট্রিয়া লয়েড, জর্ম্মান লয়েড এবং ইতালিয়ান রুবাটিনো

কোম্পানি প্রসিদ্ধ। এতন্মধ্যে পি এণ্ড ও কোম্পানি যাত্রী জাহাজ সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ ও ক্ষিপ্রগামী, লোকের এই ধারণা। মেসাজারির ভক্ষ্য ভোজ্যের বড়ই পারিপাট্য।

এবার আমরা যখন আসি, তখন ঐ দুই কোম্পানিই প্লেগের ভয়ে কালা আদ্‌মি নেওযা বন্ধ কোরে দিযে-ছিল। এবং আমাদের সরকারের একটা আইন আছে যে, যে কোন কালা আদমি এমিগ্রাণ্ট আফিসেব সার্টিফিকেট ভিন্ন বাহিরে না যায়। অর্থাৎ আমি যে স্ব-ইচ্ছায় বিদেশে যাচ্চি, কেউ আমায ভুলিযে ভালিয়ে কোথাও বেচবার জন্য বা কুলি কর্‌বার জন্য নিযে যাচ্চে না, এইটি তিনি লিখে দিলে তবে জাহাজে আমায নিলে। এই আইন এতদিন ভদ্র-লোকের বিদেশ যাওযাব পক্ষে নীরব ছিল, এক্ষণে প্লেগের ভযে জেগে উঠচে, অর্থাৎ যে কেউ "নেটিভ" বাহিরে যাচ্চে, তা যেন সরকার টের পান। তবে আমরা দেশে শুনি, আমাদের ভেতর অমুক ভদ্র জাত অমুক ছোট জাত। সরকারের কাছে সব নেটিভ। মহারাজা, রাজা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সব এক জাত—"নেটিভ"। কুলির আইন, কুলির যে পরীক্ষা, তা সকল "নেটিভের" জন্য—ধন্য ইংরেজ সরকার! একক্ষণের জন্যও তোমার

"নেটিভ্।"

কৃপায় সব "নেটিভের" সঙ্গে সমত্ব বোধ কল্লেম। বিশেষ, কায়স্থকুলে এ শরীরের পয়দা হওয়ায়, আমি ত চোরের দায়ে ধরা পড়েচি। এখন সকল জাতির মুখে শুনচি, তাঁরা নাকি পাকা আর্য্য! তবে পরস্পরের মধ্যে মতভেদ আছে,—কেউ চার পো আর্য্য, কেউ এক ছটাক কম, কেউ আধ কাঁচ্চা! তবে সকলেই আমাদের পোড়া জাতের চেয়ে বড়, এতে একবাক্য! আর শুনি, ওঁরা আর ইংরাজরা নাকি এক জাত, মাস্‌তুতো ভাই; ওঁরা কালা আদ্‌মি নন্। এ দেশে দয়া কোরে এসেচেন; ইংরাজের মত। আর বাল্য-বিবাহ, বহুবিবাহ, মূর্ত্তিপূজা, সতীদাহ, জেনানা পরদা ইত্যাদি ইত্যাদি ওসব ওঁদের ধর্ম্মে আদৌ নাই। ও সব ঐ কায়েৎ ফায়েতের বাপ দাদা করেচে। আর ওঁদের ধর্ম্মটা ঠিক ইংরেজদের ধর্ম্মের মত। ওঁদের বাপ দাদা ঠিক ইংরেজদের মত ছিল; কেবল রোদ্দুরে বেড়িয়ে বেড়িয়ে কালো হয়ে গেল! এখন এসনা এগিয়ে? সব "নেটিভ" সরকার বল্‌ছেন। ও কালোর মধ্যে আবার এক পোঁছ কম বেশী বোঝা যায় না; সরকার বল্‌ছেন,—সব "নেটিভ"। সেজে গুজে বসে থাক্‌লে কি হবে বল? ও টুপি টাপা মাথায় দিয়ে আর কি হবে বল? যত দোষ হিঁদুর ঘাড়ে ফেলে সাহেবের গা ঘেসে দাঁড়াতে গেলে, লাথি ঝাঁটার

চোট্‌টা বেশী বই কম পড়বে না। ধন্য ইংরাজরাজ! তোমার ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ ত হয়েছেই, আরও হোক, আরও হোক্। কপনি, ধুতির টুক্‌রো পোরে বাঁচি। তোমার কৃপায়, শুধু পায়ে শুধু মাথায় হিল্লি দিল্লি যাই, তোমার দয়ায় হাত চুবড়ে সপাসপ দাল ভাত খাই। দিশি সাহেবিত্ব লুভিয়েছিল আর কি, ভোগা দিয়েছিল আর কি। দিশি কাপড় ছাড়লেই, দিশি চাল ছাড়লেই, ইংরেজ রাজা মাথায় কোরে নাকি নাচবে শুনেছিলুম, কোর্‌তেও যাই আর কি, এমন সময় গোরা পায়ের সবুট লাথির হুড়োহুড়ি, চাবুকের সপাসপ,—পালা পালা, সাহেবিতে কাজ নেই, নেটিভ কাব্‌লা! "সাধ করে শিখেছিনু সাহেবানি কত, গোরার বুটের তলে সব হৈল হত"। ধন্য ইংরাজ সরকার! তোমার "তকৎ তাজ অচল রাজধানী" হউক। আর যা কিছু সাহেব হবার সাধ ছিল, মিটিয়ে দিলে মার্কিন ঠাকুর। দাড়ির জ্বালায় অস্থির, কিন্তু নাপিতের দোকানে ঢোক্‌বা মাত্রই বল্‌লে "ও চেহারা এখানে চল্‌বে না"। মনে কর্‌লুম, বুঝি পাগড়ি মাথায় গেরুয়া রঙ্গের বিচিত্র ধোকড়া মন্ত্র গায়, অপরূপ দেখে নাপি-তের পছন্দ হল না; তা একটা ইংরাজি কোট আর টোপা কিনে আনি। আনি আর কি—ভাগ্যিস্ একটি ভদ্র মার্কিনের সঙ্গে দেখা, সে বুঝিয়ে দিলে

যে, বরং ধোকড়া আছে ভাল, ভদ্রলোকে কিছু বল্‌বে না, কিন্তু ইউরোপি পোষাক পর্‌লেই মুস্কিল, সকলেই তাড়া দেবে। আরও দু একটা নাপিত ঐ প্রকার রাস্তা দেখিয়ে দিলে। তখন নিজের হাতে কামাতে ধর্‌লুম। ক্ষিধেয় পেট জ্বলে যায়, খাবার দোকানে গেলুম, "অমুক জিনিষটা দাও ;" বল্‌লে "নেই।" "ঐ যে রয়েচে"। "ওহে বাপু, সাদা ভাষা হচ্চে, তোমার এখানে বসে খাবার জায়গা নেই।" "কেন হে বাপু" ? "তোমার সঙ্গে যে খাবে, তার জাত যাবে।" তখন অনেকটা মার্কিন মুলুককে দেশের মত ভাল লাগতে লাগলো। যাক্ বাপ কালা আর ধলা, আর এই নেটিভের মধ্যে উনি পাঁচ পো আর্য্য রক্ত, উনি চার পো, উনি দেড় ছটাক কম, ইনি আধ ছটাক, আধ কাঁচ্চা বেশী ইত্যাদি—বলে "ছুঁচোর গোলাম চামচিকে। তার মাইনে চোদ্দ সিকে॥" একটা ডোম বল্‌ত, "আমাদের চেয়ে বড় জাত কি আর দুনিয়ায় আছে ? আমরা হচ্চি ডম্‌ম্‌ম্‌ম্!" কিন্তু মজাটি দেখচ ? জাতের বেশী বিট্‌লামিগুলো—যেখানে গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল সেইখানে !

বাষ্পপোত বায়ুপোত অপেক্ষা অনেক বড় হয়। যে সকল বাষ্পপোত আটলান্টিক পারাপার করে, তার

এক একখান আমাদেব এই "গোলকোণ্ডা" * জাহাজের ঠিক দেডা। যে জাহাজে কোরে জাপান হতে পাসিফিক্ পাব হওযা গিযেছিল, তাও ভাবি বড ছিল। খুব বড জাহাজেব মধ্যখানে প্রথম শ্রেণী, দুপাশে খানিকটা জাযগা, তারপব দ্বিতীয শ্রেণী ও "ষ্টীযাবেজ" এদিক ওদিকে। আব এক সীমায খালাসীদের ও চাকবদেব স্থান। 'ষ্টীযারেজ' যেন তৃতীয শ্রেণী; তাতে খুব গবীব লোকে যায, যারা আমেবিকা অষ্ট্রেলিযা প্রভৃতি দেশে উপনিবেশ কবতে যাচ্চে। তাদেব থাকবাব স্থান অতি সামান্য এবং হাতে হাতে আহাব দেয। যে সকল জাহাজ হিন্দুস্থান ও ইংলণ্ডেব মধ্যে যাতাযাত কবে, তাহাদেব ষ্টীযারেজ নাই, তবে ডেক্‌যাত্রী আছে। প্রথম ও দ্বিতীয শ্রেণীর মধ্যে খোলা জাযগা, সেই স্থানটায তাবা বসে শুযে যায। তা দূব দূবেব যাত্রায ত একটিও দেখ্‌লুম না। কেবল ১৮৯২ খৃঃ অব্দে চীন দেশে যাবাব সময বম্বে থেকে কতকগুলি চীনে লোক ববাবব হংকং পর্য্যন্ত ডেকে গিযেছিল।

ঝড ঝাপটু হলেই ডেকযাত্রীর বড কষ্ট, আর কতক

আরোহীদিগের শ্রেণীবিভাগ।

* বি, আই, এস্, এন্ কোংব একখানি জাহাজেব নাম। ঐ জাহাজে স্বামিজী দ্বিতীয়বাব বিলাত যাত্রা করেন।

কষ্ট যখন বন্দরে মাল নাবায়। এক উপরে "হরিকেন" ডেক ছাড়া সব ডেকের মধ্যে একটা করে মস্ত চৌকা কাটা আছে, তারই মধ্য দিয়ে মাল নাবায় এবং তোলে। সেই সময় ডেকযাত্রীদের একটু কষ্ট হয়। নতুবা কলিকাতা হতে সুয়েজ পর্য্যন্ত এবং গরমের দিন ইউরোপেও, ডেক বড় আরাম। যখন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা, তাঁদের সাজান গুজানো কামরার মধ্যে গরমের চোটে তরলমূর্ত্তি ধরবার চেষ্টা করছেন, তখন ডেক যেন স্বর্গ। দ্বিতীয় শ্রেণী এসব জাহাজের বড়ই খারাপ। কেবল এক নূতন জর্ম্মান লয়েড কোম্পানি হয়েছে, জর্ম্মানির বের্গেন নামক সহর হতে অষ্ট্রেলিয়ায় যায়, তাদের দ্বিতীয় শ্রেণী বড় সুন্দর, এমন কি হরিকেন ডেকে পর্য্যন্ত ঘর আছে এবং খাওয়া-দাওয়া প্রায় গোলকোণ্ডার প্রথম শ্রেণীর মত। সে লাইন কলম্বো ছুঁয়ে যায়। এ গোলকোণ্ডা জাহাজে হরিকেন ডেকের উপর কেবল দুটি ঘর আছে, একটি এ পাশে একটি ও পাশে। একটিতে থাকেন ডাক্তার, আর একটি আমাদের দিয়েছিল। কিন্তু গরমের ভয়ে আমরা নীচের তলায় পালিয়ে এলুম। ঐ ঘরটি জাহাজের ইঞ্জিনের উপর। জাহাজ লোহার হলেও যাত্রীদের কামরাগুলি কাঠের, ওপর নীচে, সে কাঠের

গোলকোণ্ডা জাহাজ।

দেযালে বাযুসঞ্চারের জন্য অনেকগুলি ছিদ্র থাকে। দেযালগুলিতে "আইভরি পেণ্ট" লাগান; এক একটি ঘরে তার জন্য প্রায পঁচিশ পাউণ্ড খরচ পডেছে। ঘরের মধ্যে একখানি ছোট কার্পেট পাতা। একটি দেযালের গায দুটি খুরোহীন লোহার খাটিয়ার মত এঁটে দেওযা, একটির উপব আর একটি। অপর দেওযালেও ঐ রকম একখানি। দবজার ঠিক উণ্টা দিকে মুখ হাত ধোবার জাযগা, তার উপর এক খান আরসি, দুটো বোতল, খাবার জলের দুটো গ্লাস। ফি বিছানার গাযের দিকে একটি কোরে জাল্‌তি পেতলের ফ্রেমে লাগান। ঐ জালতি ফ্রেম সহিত দেওযালের গায়ে লেগে যায আবার টানলে নেবে আসে। রাত্রে যাত্রীদের ঘডী প্রভৃতি অত্যাবশ্যক জিনিষ পত্র তাইতে রেখে শোয। নীচের বিছানার নীচে সিন্দুক প্যাঁটরা রাখ্‌বার জাযগা। সেকেণ্ড ক্লাসের ভাবও ঐ, তবে স্থান সংকীর্ণ ও জিনিষপত্র খেলো। জাহাজি কারবারটা প্রায ইংরেজের একচেটে। সে জন্য অন্যান্য জাতেরা যে সকল জাহাজ করেচে, তাতেও ইংরাজযাত্রী অনেক বোলে, খাওয়াদাওয়া অনেকটা ইংরেজদের মত করতে হয়। সমযও ইংরাজি-রকম কোরে আন্‌তে হয। ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, জর্ম্মানিতে, রুশিযাতে খাওযাদাওয়ায় এবং সময়ে, অনেক পার্থক্য আছে। যেমন আমাদের

ভারতবর্ষে বাঙ্গালায়, হিন্দুস্থানে, মহারাষ্ট্রে, গুজরাতে, মান্দ্রাজে তফাৎ। কিন্তু এ সকল পার্থক্য জাহাজেতে অল্প দেখা যায়। ইংরাজিভাষী যাত্রীর সংখ্যাধিক্যে ইংরেজি-ঢঙ্গে সব গড়ে যাচ্চে।

জাহাজের কর্ম্মচারিগণ।

বাষ্পপোতে সর্ব্বেসর্ব্বা—কর্ত্তা হচ্চেন "কাপ্তেন"। পূর্ব্বে "হাই সিতে" * কাপ্তেন জাহাজে রাজত্ব কর্‌তেন, কাউকে সাজা দিতেন, ডাকাত ধরে ফাঁসি দিতেন, ইত্যাদি। এখন অত নাই, তবে তাঁর হুকুমই আইন—জাহাজে। তাঁর নীচে চারজন "অফিসার" বা (দিশি নাম) "মালিম" তারপর চার পাঁচ জন ইঞ্জিনয়র। তাদের যে "চিফ" তার পদ অফিসারের সমান, সে প্রথম শ্রেণীতে খেতে পায়। আর আছে চার পাঁচ জন "সুকানি" যারা হাল ধরে থাকে পালাক্রমে; এরাও ইউরোপী। বাকী সমস্ত চাকর-বাকর, খালাসি, কয়লাওয়ালা—হচ্চে দেশী লোক, সকলেই মুসলমান। হিন্দু কেবল বোম্বায়ের তরফে দেখেছিলুম, পি এণ্ড ও কোম্পানির জাহাজে। চাকররা এবং খালাসিরা কলকাতার; কয়লাওয়ালারা পূর্ব্ব বঙ্গের; রাঁধুনিরাও পূর্ব্ব বঙ্গের ক্যাথলিক

* সমুদ্রের যেখানে কোন দিকের কূল কিনারা দেখা যায় না, অথবা যেখান হইতে নিকটবর্ত্তী উপকূল দুই তিন দিনের পথ।

ক্রিশ্চিযান। আব আছে চার জন মেথব। কামরা হতে মযলা জল সাফ প্রভৃতি মেথববা কবে, স্নানের বন্দোবস্ত করে, আব পাইখানা প্রভৃতি দুবস্ত রাখে। মুসলমান চাকর, খালাসিরা, ক্রিশ্চানেব রান্না খায না, তাতে আবাব জাহাজে প্রত্যহ শোর ত আছেই। তবে অনেকটা আডাল দিযে কাজ সাবে।

মুসলমান ও হিন্দুদিগেব আচার রক্ষা।

জাহাজেব রান্নাঘবে তৈযাবী রুটি প্রভৃতি স্বচ্ছন্দে খায, এবং যে সকল কলকেত্তাই চাকর নযা বোস্‌নি পোযেচে, তাবা আডালে খাওয়াদাওযা বিচার করে না। লোকজনদের তিনটা "মেস" আছে। একটা চাকরদেব, একটা খালাসিদেব, একটা কয়লাওযালাদেব, একজন কোরে "ভাণ্ডাবী" অর্থাৎ রাঁধুনী আব একটি চাকর কোম্পানি ফি মেসকে দেয। ফি মেসেব একটা রাঁধবাব স্থান আছে। কল্‌কাতা থেকে কতক হিঁদু ডেকযাত্রী কলম্বোয যাচ্ছিল; তারা ঐ ঘবে চাকরদেব রান্না হযে গেলে রেঁধে খেত। চাকরবাকবা জলও নিজেবা তুলে খায। ফি ডেকে দেযালেব গায দুপাশে দুটি "পম্প"; একটি নোনা, একটি মিঠে জলের, সেখান হতে মিঠে জল তুলে মুসলমানেরা ব্যবহার করে। যে সকল হিঁদুর কলের জলে আপত্তি নাই, খাওয়াদাওযার সম্পূর্ণ বিচার রক্ষা কোরে এই সকল

জাহাজে বিলাত প্রভৃতি দেশে যাওযা তাদেব অত্যন্ত সোজা। বান্নাঘব পাওযা যায, কারুব ছোঁযা জল খেতে হয না, স্নানেব পর্য্যন্ত জল অন্য কোন জাতেব ছোঁবার আবশ্যক নাই, চাল, ডাল, শাক, পাত, মাছ, দুধ, ঘি সমস্তই জাহাজে পাওযা যায, বিশেষ এই সকল জাহাজে দেশী লোক সমস্ত কাজ কবে বলে ডাল, চাল, মূলো, কপি, আলু প্রভৃতি রোজ রোজ তাদেব বাব কবে দিতে হয। এক কথা—"পযসা"। পযসা থাক্‌লে একলাই সম্পূর্ণ আচার বক্ষা কোরে যাওযা যায।

বাঙ্গালী খালাসি।

এই সকল বাঙ্গালা লোক জন প্রায আজ কাল সব জাহাজে—যেগুলি কল্‌কাতা হতে ইউবোপে যায। এদেব ক্রমে একটা জাত সৃষ্টি হচ্চে; কতকগুলি জাহাজী পাবিভাষিক শব্দেরও সৃষ্টি হচ্চে। কাপ্তেনকে এরা বলে—"বাডীওযালা", অফিসাব—"মালিম", মাস্তুল—"ডোল". পাল—"সড", নামাও—"আরিয়া", ওঠাও—"হাবিস" (heave) ইত্যাদি।

খালাসিদের এবং কলওযালাদের একজন কোরে সবদার আছে, তার নাম "সারঙ্গ", তার নীচে দুই তিন জন "টিণ্ডাল", তারপর খালাসি বা কযলাওরালা।

খানসামাদের (boy) কর্ত্তার নাম "বট্‌লার"

(butler) ; তার ওপর একজন গোরা—"ষ্টুয়ার্ড" খালাসিরা জাহাজ ধোওযা পোঁছা, কাছি ফেলা তোলা, নৌকা নামান ওঠান, পাল তোলা পালা নামান (যদিও বাষ্পপোতে ইহা কদাপি হয) ইত্যাদি কাজ করে। সারঙ্গ ও টিণ্ডেলরা সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে ফিব্‌চে, এবং কাজ কব্‌চে। কয়লাওযালা এঞ্জিন ঘরে আগুন ঠিক রাখ্‌চে ; তাদের কাজ দিন রাত আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ করা, আর এঞ্জিন ধুযে পুঁছে সাফ্ রাখা। সে বিবাট্ এঞ্জিন, আর তাব শাখা প্রশাখা সাফ বাখা কি সোজা কাজ ? "সারঙ্গ" এবং তাব "ভাই" আসিষ্টাণ্ট সারঙ্গ কল্‌কাতার লোক, বাঙ্গলা কয, অনেকটা ভদ্রলোকের মত ; লিখ্‌তে পড্‌তে পারে ; স্কুলে পডেছিল ; ইংরাজিও কয—কাজ চালানো। সারেঙ্গের তেব বছবের ছেলে কাপ্তেনের চাকব—দরজায থাকে—আরদালি। এই সকল বাঙ্গালী খালাসি, কযলাওযালা, খানসামা, প্রভৃতির কাজ দেখে, স্বজাতির উপর যে একটা হতাশ বুদ্ধি আছে, সেটা অনেকটা কমে গেল। এরা কেমন আস্তে আস্তে মানুষ হযে আস্‌চে, কেমন সবলশরীর হযেচে, কেমন নির্ভীক অথচ শান্ত। সে নেটিভি পা-চাটা ভাব মেথবগুলোরও নেই,—কি পরির্ত্তন !

দেশী মাল্লারা কাজ করে ভাল, মুখে কথাটি নাই, আবাব সিকি খানা গোরার মাইনে। বিলাতে অনেকে

অসন্তুষ্ট ; বিশেষ, অনেক গোবার অন্ন যাচ্চে দেখে, খুসী নয়। তাবা মাঝে মাঝে হাঙ্গাম তোলে। আব ত কিছু বল্‌বার নেই ; কাজে গোবার চেয়ে চট্‌পটে। তবে বলে, ঝড় ঝাপ্‌টা হলে, জাহাজ বিপদে পড়্‌লে, এদের সাহস থাকে না। হবিবোল হবি! কাজে দেখা যাচ্চে—ও অপবাদ মিথ্যা। বিপদের সময় গোরাগুলো ভয়ে, মদ খেয়ে, জড় হয়ে, নিষ্কর্ম্মা হয়ে যায়। দেশী খালাসি এক ফোঁটা মদ জন্মে খায় না, আর এ পর্য্যন্ত কোন মহা বিপদে একজনও কাপুরুষত্ব দেখায় নি।

গোরা খালাসি অপেক্ষা দক্ষ।

বলি, দেশী সেপাই কি কাপুরুষত্ব দেখায় ? তবে নেতা চাই। জেনেরেল ষ্ট্রঙ্‌ নামক এক ইংরাজ বন্ধু সিপাহী-হাঙ্গামার সময় এদেশে ছিলেন। তিনি গদরেব গল্প অনেক কব্‌তেন। একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করা গেল যে, সিপাহীদেব এত তোপ বারুদ বসদ হাতে ছিল, আবার তারা সুশিক্ষিত ও বহুদর্শী, তবে এমন কোরে হেরে মলো কেন ? জবাব দিলেন যে, তাদের মধ্যে যারা নেতা হয়েছিল, সেগুলো অনেক পেছনে থেকে "মারো বাহাদুর" "লড়ো বাহাদুর" কোরে চেঁচাচ্ছিল ; আফিসার এগিয়ে মৃত্যুমুখে না গেলে কি সিপাহী লড়ে ? সকল

নেতা বা সরদাব কে হতে পারে।

কাজেই এই। "শিবদাব ত সবদাব"; মাথা দিতে পার ত নেতা হবে। আমবা সকলেই ফাঁকি দিযে নেতা হতে চাই, তাইতে কিছু হয না, কেউ মানে না।

ভারতের উচ্চ বর্ণেরা মৃত, নীচ বর্ণেরাই যথার্থ জীবিত।

আর্য্যবাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভাবতের গৌবব ঘোষণা দিন বাতই কর, আব যতই কেন আমবা "ডম্ম্ম্" বলে ডম্ফই কব, তোমবা হচ্চ দশ হাজাব বচ্ছবেব মমি!! যাদেব "চলমান শ্মশান" বলে তোমাদেব পূর্ব্বপুরুষবা ঘৃণা কবেচেন, ভাবতে যা কিছু বর্ত্তমান জীবন আছে, তা তাদেবই মধ্যে। আব "চলমান শ্মশান" হচ্চ তোমবা। তোমাদের বাড়ী ঘর দুযার মিউসিযম, তোমাদেব আচাব, ব্যবহাব, চাল, চলন দেখ্‌লেও বোধ হয, যেন ঠানদিদিব মুখে গল্প শুনচি। তোমাদেব সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ কবেও, ঘবে এসে মনে হয, যেন চিত্রশালিকায ছবি দেখে এলুম্। এ মাযার সংসারেব আসল প্রহেলিকা, আসল মরু-মবীচিকা, তোমারা—ভাবতেব উচ্চ বর্ণেবা। তোমবা ভূত কাল, লঙ্ লুঙ্ লিট্ সব এক সঙ্গে। বর্ত্তমান কালে, তোমাদের দেখ্‌চি বলে, যে বোধ হচ্চে, ওটা অজীর্ণতা জনিত দুঃস্বপ্ন। ভবিষ্যতের তোমরা শূন্য, তোমরা ইৎ লোপ লুপ্। স্বপ্নরাজ্যেব লোক তোমরা, আর দেরী কচ্চ কেন? ভূত-ভারত-শরীরের রক্তমাংস--

হীন-কঙ্কালকুল তোমরা, কেন শীঘ্র শীঘ্র ধূলিতে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশে যাচ্চ না ? হুঁ, তোমাদের অস্থিময় অঙ্গুলিতে পূর্ব্বপুরুষদের সঞ্চিত কতকগুলি অমূল্য রত্নের অঙ্গুরীয়ক আছে, তোমাদের পূতিগন্ধ শরীরের আলিঙ্গনে পূর্ব্বকালের অনেকগুলি রত্নপেটিকা রক্ষিত রয়েচে। এতদিন দেবার সুবিধা হয় নাই। এখন ইংরাজরাজ্যে, অবাধ বিদ্যাচর্চ্চার দিনে, উত্তরাধিকারীদের দাও, যত শীঘ্র পার দাও। তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড়, পর্ব্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েচে, নীরবে সয়েচে,—তাতে পেয়েচে অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেচে,—তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুটো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে; আধখানা রুটী পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণ-সম্পন্ন। আর পেয়েচে অদ্ভুত সদাচার

ভবিষ্যৎ ভারতের জাতীয় জীবন কোথা হইতে আসিবে।

বল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ করে দিন রাত খাটা, এবং কার্য্যকালে সিংহের বিক্রম!! অতীতের কঙ্কালচয়! —এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার রত্নপেটিকা, তোমাব মাণিকের অংটি,— ফেলে দাও এদের মধ্যে, যত শীঘ্র পার ফেলে দাও; আর তুমি যাও, হাওযায বিলীন হযে, অদৃশ্য হয়ে যাও, কেবল কাণ খাড়া বেখো; তোমার যাই বিলীন হওযা, অমনি শুনবে কোটিজীমূতস্যন্দী ত্রৈলোক্যকম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতেব উদ্বোধন ধ্বনি "ওযাহ গুরু কি ফতে"।*

বঙ্গোপসাগর।

জাহাজ বঙ্গোপসাগরে যাচ্চে। এ সমুদ্র নাকি বড়ই গভীর। যেটুকু অল্প জল ছিল, সেটুকু মা গঙ্গা হিমালয় গুঁড়িযে পশ্চিম ধুযে এনে, বুজিযে জমি কবে নিযেচেন। সে জমি আমাদেব বাঙ্গলা দেশ। বাঙ্গলা দেশ আর বড এগুচ্চেন না, ঐ সোঁদরবন পর্য্যন্ত। কেউ বলেন সোঁদরবন পূর্ব্বে গ্রাম-নগর-ময ছিল, উচ্চ ছিল। অনেকে এখন ও কথা মানতে চায না। যাহোক ঐ সোঁদরবনেব মধ্যে আব বঙ্গোপসাগরের উত্তরভাগে

* গুরুই ধন্য হউন, গুরুই জয়যুক্ত হউন। উহা পঞ্জাব প্রদেশের শিখ সম্প্রদাযেব উৎসাহবাক্য এবং রণসঙ্কেত।

অনেক কারখানা হয়ে গেচে। এই সকল স্থানেই পর্ত্তুগিজ বম্বেটেদের আড্ডা হয়েছিল; আরাকান রাজের, এই সকল স্থান অধিকারের, বহু চেষ্টা, মোগল প্রতিনিধির, গঞ্জালেজ প্রমুখ পর্ত্তুগিজ বম্বেটেদের শাসিত করবার নানা উদ্যোগ; বারম্বার ক্রিশ্চিয়ান, মোগল, মগ, বাঙ্গালির যুদ্ধ।

একে বঙ্গোপসাগর স্বভাবচঞ্চল, তাতে আবার এই বর্ষাকালে, মৌসুমের সময়, জাহাজ খুব হেল্‌তে দুল্‌তে যাচ্চেন। তবে এইত আরম্ভ, পরে বা কি আছে। যাচ্চি মান্দ্রাজ। এই দাক্ষিণাত্যের বেশী ভাগই এখন মান্দ্রাজ। জমিতে কি হয়? ভাগ্যবানের হাতে পড়ে মরুভূমিও স্বর্গ হয়। নগণ্য ক্ষুদ্র মান্দ্রাজ সহর যার নাম চিন্নাপট্টনম্, অথবা মান্দ্রাসপট্টনম্, চন্দ্রগিরি রাজা একদল বণিককে বেচেছিল। তখন ইংরেজের ব্যবসা "জাভায়।" বাস্তাম সহর ইংরাজদিগের আসিয়ার বাণিজ্যের কেন্দ্র। "মান্দ্রাজ" প্রভৃতি ইংরাজি কোম্পানির ভারতবর্ষের সব বাণিজ্যস্থান "বান্তামের" দ্বারা পরিচালিত। সে বাস্তাম কোথায়? আর সে মান্দ্রাজ কি হয়ে দাঁড়াল! শুধু "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ" নয় হে ভায়া; পেছনে, "মায়ের বল"। তবে উদ্যোগী পুরুষকেই মা বল দেন—এ কথাও মানি। মান্দ্রাজ মনে পড়লে

দক্ষিণী ঢং।

খাঁটি দক্ষিণ দেশ মনে পড়ে। যদিও কল্‌কেতার জগন্নাথের ঘাটেই দক্ষিণ দেশের আমেজ পাওয়া যায় (সেই থর-কামান মাথা, ঝুঁটি বাঁধা, কপালে অনেক চিত্র বিচিত্র, শুঁড়-ওল্‌টানো চটীজুতো, যাতে কেবল পায়ের অঙ্গুলটি ঢোকে, আর নস্যদরবিগলিত নাসা, ছেলে পুলের সর্ব্বাঙ্গে চন্দনের ছাপা লাগাতে মজ্‌বুত) উড়ে বামন দেখে গুজ্‌রাতি বামন, কালো কুচ্‌কুচে দেশস্থ বামুন, ধপ্‌ধপে ফরসা বেড়ালচোখো চৌকা-মাথা কোকনস্থ বামুন, যদিও ইহাদের সকলের এক প্রকার বেশ, সকলেই দক্ষিণী বলে পরিচিত, কিন্তু ঠিক দক্ষিণী ঢং মান্দ্রাজিতে। সে রামানুজী তিলক-পরিব্যাপ্ত ললাট-মণ্ডল—দূর থেকে, যেন ক্ষেত চৌকি দেবার জন্য কেলে হাঁড়িতে চুণ মাখিয়ে পোড়া কাঠের ডগায় বসিয়েচে (যে রামানুজী তিলকের সাগ্‌রেদ রামানন্দী তিলকের মহিমা সম্বন্ধে লোকে বলে "তিলক তিলক সব্‌কোই কহে পর রামানন্দী তিলক, দিখত গঙ্গা-পারসে যম গৌদ্বারক খিড়ক্।" আমাদের দেশের চৈতন্যসম্প্রদায়ের সর্ব্বাঙ্গে ছাপ দেওয়া গোঁসাই দেখে, মাতাল চিতেবাঘ ঠাওরেছিল—এ মান্দ্রাজি তিলক দেখে চিতে বাঘ গাছে চড়ে!), সে তামিল তেলেগু মলয়ালম্ বুলি—যা ছয় বৎসর শুনেও এক বর্ণ বোঝবার যো নাই, যাতে দুনিয়ার রকমারি "ল"কার ও "ড"কারের

কারখানা, সেই "মডগ্‌তন্নির রসম্" * সহিত ভাত "সাপড়ন"—যার এক এক গরসে বুক্ ধড়্ ফড়্ কোরে ওঠে (এমনি ঝাল আর তেঁতুল।), সে "মিঠে নিমের পাতা, ছোলার দাল, মুগের দাল" ফোড়ন, দধ্যোদন ইত্যাদি ভোজন; আর সে রেড়ির তেল মেখে স্নান, রেড়ির তেলে মাছ ভাজা,—এ না হলে, কি দক্ষিণ মুলুক হয়?

আবার, এই দক্ষিণ মুলুক, মুসলমান রাজত্বের সময় এবং তার কত দিনের আগে থেকেও, হিন্দু ধর্ম্ম বাঁচিয়ে রেখেচে। এই দক্ষিণ মুলুকই —সামনে টিকি, নারকেল-তেল-খেকো জাতে,—শঙ্করাচার্য্যের জন্ম; এই দেশেই রামানুজ জন্মেছিলেন; এই—মধ্বমুনির জন্মভূমি। এঁদেরই পায়ের নীচে বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম। তোমাদের চৈতন্যসম্প্রদায় এই মধ্বসম্প্রদায়ের শাখা-মাত্র, ঐ শঙ্করের প্রতিধ্বনি কবীর, দাদু, নানক, রাম-সনেহী প্রভৃতি সকলেই, ঐ রামানুজের শিষ্যসম্প্রদায় অযোধ্যা প্রভৃতি দখল কোরে বসে আছে। এই দক্ষিণী ব্রাহ্মণরা হিন্দুস্থানের ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ বলে

দাক্ষিণাত্যের ধর্ম্মগৌরব।

* অতিরিক্ত ঝাল তেঁতুল সংযুক্ত অড়হর দালের ঝোলবিশেষ। উহা দক্ষিণীদের প্রিয় খাদ্য। মুড়ুগ অর্থে কাল মরিচ ও তন্নি অর্থে দাল।

স্বীকার করে না, শিষ্য করতে চায না, সে দিন পর্য্যন্ত সন্ন্যাস দিত না। এই মান্দ্রাজিরাই এখনও বড় বড তীর্থস্থান দখল কোরে বসে আছে। এই দক্ষিণ দেশেই,—যখন উত্তর ভারতবাসী, "আল্লা হু আক্‌বার, দীন্ দীন্" শব্দের সামনে ভযে ধন রত্ন ঠাকুর দেবতা স্ত্রী পুত্র ফেলে ঝোড়ে জঙ্গলে লুকুচ্ছিল,—রাজচক্রবর্ত্তী বিদ্যানগরাধিপের অচল সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই দক্ষিণ দেশেই সেই অদ্ভুত সাযনের জন্ম—যাঁর যবন-বিজয়ী বাহুবলে বুক্করাজের সিংহাসন, মন্ত্রণায বিদ্যানগর সাম্রাজ্য, নযমার্গে দাক্ষিণাত্যের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল—যাঁর অমানব প্রতিভা ও অলৌকিক পরিশ্রমের ফলস্বরূপ সমগ্র বেদরাশির টীকা—যাঁর আশ্চর্য্য ত্যাগ, বৈরাগ্য ও গবেষণার ফলস্বরূপ পঞ্চদশী গ্রন্থ—সেই সন্ন্যাসী বিদ্যারণ্যমুনি সায়নের * এই জন্মভূমি। এই মান্দ্রাজ সেই "তামিল" জাতির আবাস—যাদের সভ্যতা সর্ব্ব প্রাচীন—যাদের "সুমের" নামক শাখা "ইউফ্রেটিস" তীরে প্রকাণ্ড সভ্যতা-বিস্তার অতি প্রাচীনকালে করেছিল—যাদের জ্যোতিষ, ধর্ম্মকথা, নীতি, আচার প্রভৃতি আসিরি বাবিলি সভ্যতার ভিত্তি—যাদের পুরাণসংগ্রহ বাইবেলের মূল—যাদের আর এক শাখা মলবর উপকূল

* কাহারও কাহারও মতে বেদভাষ্যকার সায়ন বিদ্যারণ্যমুনির ভ্রাতা।

হয়ে অদ্ভুত মিসরি সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল—যাদের কাছে আর্য্যেরা অনেক বিষয়ে ঋণী। এদেরি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির দাক্ষিণাত্যে বীর শৈব বা বীর বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের জয় ঘোষণা কর্‌চে। এই যে এত বড় বৈষ্ণবধর্ম্ম—এও এই "তামিল" নীচবংশোদ্ভূত ষট্‌কোপ হতে উৎপন্ন, যিনি "বিক্রীয় সুর্পং স চচার যোগী"। এই তামিল আলওয়াড় বা ভক্তগণ এখনও সমগ্র বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পূজ্য হয়ে রয়েচেন। এখনও এদেশে বেদান্তের দ্বৈত, বিশিষ্ট বা অদ্বৈত, সমস্ত মতের যেমন চর্চ্চা, তেমন আর কুত্রাপি নাই। এখনও ধর্ম্মে অনুরাগ এদেশে যত প্রবল, তেমন আর কোথাও নাই।

মান্দ্রাজ ও বন্ধুগণের অভ্যর্থনা।

চব্বিশে জুন রাত্রে আমাদের জাহাজ মান্দ্রাজে পৌঁছিল। প্রাতঃকালে উঠে দেখি, সমুদ্রের মধ্যে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে নেওয়া মান্দ্রাজের বন্দরে রয়েচি। ভেতরে স্থির জল; আর বাহিরে উত্তাল তরঙ্গ গজরাচ্চে, আর এক এক বার বন্দরের ছ্যালে লেগে দশ বার হাত লাফিয়ে উঠ্‌চে আর ফেনময় হয়ে ছড়িয়ে পড়্‌চে। সামনে সুপরিচিত মান্দ্রাজের ষ্ট্র্যাণ্ড রোড্‌। দুজন পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টর, একজন মান্দ্রাজি জমাদার, এক ডজন পাহারাওয়ালা জাহাজে উঠ্‌লো। অতি ভদ্রতাসহকারে আমায় জানালে

যে, কালা আদমির কিনারায যাবার হুকুম নাই, গোরার আছে। কালা যেই হোক্ না কেন, সে যে রকম নোংরা থাকে, তাতে তার প্লেগবীজ নিয়ে বেডাবার বড়ই সম্ভাবনা—তবে আমার জন্য মান্দ্রাজিরা বিশেষ হুকুম পাবার দরখাস্ত কবেচে—বোধ হয পাবে। ক্রমে দুচারিটী কোবে মান্দ্রাজি বন্ধুরা নৌকায চডে, জাহাজের কাছে আস্‌তে লাগ্‌ল। ছোঁযাছুঁযি হবাব যো নাই, জাহাজ থেকে কথা কও। আলাসিঙ্গা, বিলিগিরি, নরসিমাচার্য্য, ডাক্তাব নঞ্জনবাও, কীডি প্রভৃতি সকল বন্ধুদেরই দেখতে পেলুম। আঁব, কলা, নাবিকেল, রাঁধা দধ্যোদন, বাশীকৃত গজা, নিম্‌কি ইত্যাদিব বোঝা আস্‌তে লাগ্‌ল। ক্রমে ভিড হতে লাগ্‌ল—ছেলে মেযে, বুডো, নৌকায় নৌকা। আমাব বিলাতি বন্ধু মিঃ শ্যামিএব, ব্যারিষ্টাব হযে মান্দ্রাজে এসেচেন, তাঁকেও দেখ্‌তে পেলেম। রামকৃষ্ণানন্দ আব নির্ভয বাবকতক আনাগোনা কব্‌লে। তাবা সাবাদিন সেই রৌদ্রে নৌকায থাক্‌বে—শেষে ধম্‌কাতে তবে যায। ক্রমে যত খবর হল যে আমাকে নাবতে হুকুম দেবে না, তত নৌকার ভিড আরও বাড়তে লাগ্‌ল। শবীবও ক্রমাগত জাহাজের বারাণ্ডায ঠেস দিযে দাঁডিযে দাঁড়িয়ে অবসন্ন হযে আস্‌তে লাগ্‌ল। তখন মান্দ্রাজি বন্ধুদের কাছে বিদায চাহিলাম, ক্যাবিনের মধ্যে প্রবেশ কর্‌লাম।

আলাসিঙ্গা, "ব্রহ্মবাদিন্" ও মান্দ্রাজি কাজ কর্ম্ম সম্বন্ধে পরামর্শ কর্‌বার অবসর পায় না; কাজেই সে কলম্বো পর্য্যন্ত জাহাজে চল্‌লো। সন্ধ্যার সময় জাহাজ ছাড়লে। তখন একটা রোল উঠলো। জান্‌লা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি, হাজারখানেক মান্দ্রাজি স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা, বন্দরের বাঁধের উপর বসেছিল—জাহাজ ছাড়তেই, তাদের এই বিদায়-সূচক রব। মান্দ্রাজিরা আনন্দ হলে বঙ্গদেশের মত হুলু দেয়।

ভারত মহা-সাগর।

মান্দ্রাজ হতে কলম্বো চারি দিন। যে তরঙ্গভঙ্গ গঙ্গাসাগর থেকে আরম্ভ হয়েছিল, তা ক্রমে বাড়তে লাগ্‌ল। মান্দ্রাজের পর আরও বেড়ে গেল। জাহাজ বেজায় দুল্‌তে লাগ্‌ল। যাত্রীরা মাথা ধরে ম্যাকার কোরে অস্থির। বাঙ্গালির ছেলে দুটিও ভারি "সিক্"। একটিত ঠাউরেচে মরে যাবে; তাকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেওয়া গেল যে কিছু ভয় নেই, অমন সকলেরই হয়, ওতে কেউ মরেও না, কিছুই না। সেকেণ্ড কেলাসটা আবার "স্ক্রু" ঠিক উপরে। ছেলে দুটিকে কালা আদমি বলে, একটা অন্ধকূপের মত ঘর ছিল, তারির মধ্যে পুরেছে। সেখানে পবনদেবেরও যাবার হুকুম নাই, সূর্য্যেরও প্রবেশ নিষেধ। ছেলে দুটির ঘরের মধ্যেও যাবার যো নেই;

আব ছাতের উপর—সে কি দোল। আবার যখন জাহাজের সামনেটা একটা ঢেউয়ের গহ্বরে বসে যাচ্চে, আব পেছনটা উঁচু হয়ে উঠ্‌চে, তখন স্ক্রুটা জল ছাড়া হয়ে শূন্যে ঘুর্‌চে, আর সমস্ত জাহাজটা ঢক্ ঢক্ ঢক ঢক্ কোরে নড়ে উঠ্‌চে। সেকেণ্ড কেলাসটা ঐ সময়, যেমন বেড়ালে ইঁদুর ধরে এক একবার ঝাড়া দেয়, তেমনি কোরে নড়্‌চে।

যাই হউক এখন মন্‌সুনের সময়। যত ভারত-মহাসাগরে জাহাজ পশ্চিমে চল্‌বে, ততই বাড়বে এই ঝড়ঝাপট। মান্দ্রাজিরা অনেক ফলপাকড় দিয়েছিল; তার অধিকাংশ, আর গজা, দধ্যোদন প্রভৃতি সমস্তই ছেলেদের দেওয়া গেল। আলাসিঙ্গা তাড়াতাড়ি একখানা টিকিট কিনে শুধু পাযে জাহাজে চড়ে বস্‌লো। আলাসিঙ্গা বলে, সে কখন কখন জুতো পাযে দেয়। দেশে দেশে রকমারি চাল। ইউরোপে মেয়েদের পা দেখান বড লজ্জা; কিন্তু আধখানা গা আদুড রাখ্‌তে লজ্জা নেই। আমাদের দেশে মাথাটা ঢাকৃতে হবেই হবে, তা পরনে কাপড থাক্ বা না থাক্। আলাসিঙ্গা পেরুমল, এডিটার ব্রহ্মবাদিন্, মাইসোরি রামানুজী "রসম"খেকো ব্রাহ্মণ, কামান মাথায় সমস্ত কপাল যুড়ে "তেংকলে" তিলক

জাহাজে মান্দ্রাজী যাত্রী।

"সঙ্গের সম্বল গোপনে অতি যতনে" এনেচেন কি দুটো পুঁটলি! একটায় চিঁড়া ভাজা, আর একটায় মুড়ি মটর। জাত বাঁচিয়ে, ঐ মুড়ি মটব চিবিয়ে, সিলোনে যেতে হবে! আলাসিঙ্গা আর একবার সিলোনে গিয়েছিল। তাতে বেরাদারি লোক একটু গোল কব্রার চেষ্টা করে; কিন্তু পেরে ওঠে নি। ভাবতবর্ষে ঐ টুকুই বাঁচোয়া। বেরাদারি যদি কিছু না বল্‌ল ত আর কাবো কিছু বলবার অধিকার নেই। আর সে দক্ষিণী বেরাদারি—কোনটায় আছেন সবশুদ্ধ পাঁচশ, কোনটায় সাতশ, কোনটায় হাজারটি প্রাণী—কনেব অভাবে ভাগ্‌নিকে বে কবে! যখন মাই-সোরে প্রথম রেল হয়, যে যে ব্রাহ্মণ দূর থেকে রেলগাড়ি দেখ্‌তে গিছল, তারা জাতচ্যুত হয! যাই হোক্, এই আলাসিঙ্গার মত মানুষ পৃথিবীতে অতি অল্প; অমন নিঃস্বার্থ, অমন প্রাণপণ খাটনি, অমন গুরু-ভক্ত, আজ্ঞাধীন শিষ্য, জগতে অল্প হে ভায়া! মাথা কামান, ঝুট বাঁধা, শুধু পায, ধুতি পরা মান্দ্রাজি ফাষ্ট ক্লাসে উঠ্‌লো; বেড়াচ্চে-চেড়াচ্চে, ক্ষিধে পেলে মুড়ি মটর চিবুচ্চে! চাকররা মান্দ্রাজিমাত্রকেই ঠাও-রায় "চেট্টি" আর "ওদের অনেক টাকা আছে, কিন্তু কাপড়ও পর্‌বে না আর খাবেও না!" তবে আমা-দের সঙ্গে পড়ে ওর জাতের দফা ঘোলা হচ্চে—

চাকররা বল্‌চে। বাস্তবিক কথা,—তোমাদের পাল্লায় পোড়ে মান্দ্রাজিদের জাতের দফা অনেকটা ঘোলা কেন থক্‌থকিয়ে এসেচে।

আলাসিঙ্গাব 'সি-সিক্‌নেস্‌' হল না। 'ভু'—ভায়া প্রথমে একটু আধটু গোল কোরে সামলে বসে আছেন। চাবি দিন কাজেই নানা বার্ত্তালাপে, "ইষ্ট গোষ্ঠী"তে

সিলোনী ঢং।

কাটলো। সামনে কলম্বো। এই—সিংহল, লঙ্কা। শ্রীরামচন্দ্র সেতু বেঁধে পার হয়ে লঙ্কার রাবণ-রাজকে জয় করেছিলেন। সেতু ত দেখ্‌চি; সেতুপতি মহা-বাজার বাড়ীতে, যে পাথবখানির উপর ভগবান্‌ রামচন্দ্র তাঁব পূর্ব্বপুরুষকে প্রথম সেতুপতি-বাজা করেন, তাও দেখ্‌চি। কিন্তু এ পাপ বৌদ্ধ সিলোনি লোকগুলো ত মানতে চায় না! বলে—আমাদেব দেশে ও কিংবদন্তী পর্য্যন্ত নাই। আব নাই বল্‌লে কি হবে?—"গোঁসাইজী পুঁথিতে লিখ্‌চেন যে।" তার ওপর ওরা নিজের দেশকে বলে—সিংহল। লঙ্কা বল্‌বে না, বল্‌বে কোত্থেকে? ওদের না কথায় ঝাল, না কাজে ঝাল, না প্রকৃতিতে ঝাল!! রাম বলো!—ঘাগরা পরা, খোঁপা বাঁধা, আবার খোঁপায় মস্ত একখানা চিরুনি দেওয়া মেয়েমানুষি চেহারা! আবার—রোগা রোগা, বেঁটে বঁটে, নরম নরম শরীর। এরা

রাবণ কুম্ভকর্ণের বাচ্ছা ? গেচি আর কি ! বলে—বাঙ্গলা দেশ থেকে এসেছিল—তা ভালই করেছিল। ঐ যে একদল দেশে উঠ্‌চে, মেয়েমানুষের মত বেশ-ভূষা, নরম নরম বুলি কাটেন, এঁকে বেঁকে চলেন, কারুর চোখের উপর চোখ রেখে কথা কইতে পারেন না, আর ভূমিষ্ঠি হয়ে অবধি পীরিতের কবিতা লেখেন, আর বিরহের জ্বালায় "হাঁসেন হোঁসেন" করেন—ওরা কেন যাক্ না বাপু সিলোনে। পোড়া গবর্ণমেণ্ট কি ঘুমুচ্চে গা ? সে দিন "পুরীতে" কাদের ধরা পাকড়া করতে গিয়ে হুলুস্থুল বাধালে ; বলি—রাজধানীতে পাকড়া কোরে প্যাক কববারও যে অনেক রয়েচে।

একটা ছিল মহা দুষ্টু বাঙ্গালী রাজার ছেলে—বিজয়সিংহ বলে। সেটা বাপের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ কোরে, নিজের মত আরও কতকগুলো সঙ্গী জুটিয়ে জাহাজে কোরে ভেসে ভেসে, লঙ্কা নামক টাপুতে হাজির। তখন ও দেশে বুনো জাতের আবাস, যাদের বংশধরেরা এক্ষণে "বেদ্দা" নামে বিখ্যাত। বুনো রাজা বড় খাতির কোরে রাখ্‌লে, মেয়ে বে দিলে। কিছু দিন ভাল মানুষের মত রইল, তারপর একদিন মাগের সঙ্গে যুক্তি কোরে, হঠাৎ রাত্রে সদলবলে উঠে, বুনো রাজাকে সরদারগণ সহিত কতল্ কোরে

সিংহলের ইতিহাস।

ফেল্‌লে। তারপর বিজয়সিংহ হলেন রাজা, তুষ্টুমির এই খানেই বড অন্ত হলেন না। তাবপব, আর তাঁর বুনোর মেযে রাণী ভাল লাগ্‌ল না। তখন ভাবতবর্ষ থেকে আবও লোকজন, আরও অনেক মেযে আনালেন। অনুবাধা বলে এক মেযে ত নিজে কল্‌লেন বিযে; আব সে বুনোব মেযেকে জলাঞ্জলি দিলেন, সে জাতকে জাত নিপাত কবতে লাগ্‌লেন। বেচাবিরা প্রায সব মাবা গেল। কিছু অংশ ঝোড জঙ্গলে আজও বাস কব্‌চে। এই বকম কোবে লঙ্কাব নাম হল সিংহল আর হল বাঙ্গালী বদমাযেসেব উপনিবেশ। ক্রমে অশোক মহাবাজাব আমলে, তাঁব ছেলে মাহিন্দো, আব মেযে সংঘমিত্তা, সন্ন্যাস নিযে, ধর্ম্ম প্রচার কব্‌তে, সিংহল টাপুতে উপস্থিত হলেন। এঁরা গিযে দেখ্‌লেন যে, লোকগুলো বড়ই আদাড়ে হযে গিযেচে। আজীবন পবিশ্রম কোরে, সেগুলোকে যথাসম্ভব সভ্য কব্‌লেন; উত্তম উত্তম নিযম কব্‌লেন; আর শাক্য-মুনিব সম্প্রদাযে আনলেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সিলোনিরা বেজায গোঁড়া বৌদ্ধ হযে উঠ্‌লো। লঙ্কাদ্বীপের মধ্যভাগে এক প্রকাণ্ড সহর বানালে, তার নাম দিলে অনুরাধাপুরম্‌, এখনও সে সহরের ভগ্নাবশেষ দেখ্‌লে আক্কেল হাযরান্‌ হয়ে যায। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তূপ,

সিংহলে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচার।

ক্রোশ ক্রোশ পাথরের ভাঙ্গা বাড়ী, দাঁড়িয়ে আছে। আরও কত জঙ্গল হয়ে রয়েচে, এখনও সাফ্ হয় নাই। সিলোনময় নেড়া মাথা, করোযাধারী, হল্‌দে চাদর মোড়া, ভিক্ষু ভিক্ষুণী ছড়িয়ে পোড়্‌লো। জায়গায় জায়গায় বড় বড় মন্দির উঠ্‌লো—মস্ত মস্ত ধ্যানমূর্ত্তি, জ্ঞান মুদ্রা কোরে প্রচারমূর্ত্তি, কাৎ হয়ে শুয়ে মহানির্ব্বাণ মূর্ত্তি—তার মধ্যে। আর দেয়ালের গায়ে সিলোনিরা দুষ্টুমি কর্‌লে—নরকে তাদের কি হাল হয়, তাই আঁকা; কোনটাকে ভূতে ঠেঙ্গাচ্চে, কোনটাকে করাতে চিরচে, কোনটাকে পোড়াচ্চে, কোনটাকে তপ্ত তেলে ভাজ্‌চে, কোনটার ছাল ছাড়িয়ে নিচ্চে—সে মহা বীভৎস কারখানা! এ 'অহিংসা পরমোধর্ম্মে'র ভেতরে যে এমন কারখানা কে জানে বাপু! চীনেও ঐ হাল; জাপানেও ঐ। এদিকে ত অহিংসা, আর সাজার পরিপাটি দেখ্‌লে আত্মাপুরুষ শুকিয়ে যায়। এক 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মে'র বাড়ীতে ঢুকেচে—চোর। কর্ত্তার ছেলেরা তাকে পাকড়া কোরে, বেদম পিট্‌চে। তখন কর্ত্তা দোতলার বারাণ্ডায় এসে, গোলমাল দেখে, খবর নিয়ে চেঁচাতে লাগ্‌লেন, "ওরে মারিস্ নি, মারিস্ নি; অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ।" বাচ্ছা-অহিংসারা, মার থামিয়ে, জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "তবে চোরকে কি করা যায়?"

বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি।

কর্ত্তা আদেশ করলেন, "ওকে থলিতে পুরে, জলে ফেলে দাও।" চোর যোড় হাত কোরে, আপ্যায়িত হয়ে, বললে, "আহা কর্ত্তার কি দয়া!" বৌদ্ধরা বড় শান্ত, সকল ধর্ম্মের উপর সমদৃষ্টি, এইত শুনেছিলুম। বৌদ্ধপ্রচারকেরা আমাদের কলকেতায় এসে, রঙ্গ বেরঙ্গের গাল ঝাড়ে, অথচ আমরা তাদের যথেষ্ট পূজো কোরে থাকি। অনুরাধাপুরে প্রচার করচি একবার, হিঁদুদের মধ্যে—বৌদ্ধদের নয়—তাও খোলা মাঠে, কারুর জমিতে নয়। ইতিমধ্যে দুনিয়ার বৌদ্ধ "ভিক্ষু," গৃহস্থ, মেয়ে, মদ্দ, ঢাক ঢোল কাঁসি নিয়ে এসে, সে যে বিট্‌কেল আওয়াজ আরম্ভ করলে, তা আর কি বলব! লেক্‌চার ত অলমিতি হল; রক্তারক্তি হয় আর কি। অনেক কোরে হিঁদুদের বুঝিয়ে দেওয়া গেল যে, আমরা নয় একটু অহিংসা করি এস—তখন শান্তি হয়।

বৌদ্ধাধিকারের পরবৃত্তান্ত।

ক্রমে উত্তর দিক্ থেকে হিঁদু তামিলকুল ধীরে ধীরে লঙ্কায় প্রবেশ করলে। বৌদ্ধরা বেগতিক দেখে রাজধানী ছেড়ে, কান্দি নামক পার্ব্বত্য সহর স্থাপন করলে। তামিলরা কিছু দিনে তাও ছিনিয়ে নিলে এবং হিন্দুরাজা খাড়া করলে। তারপর এলো ফিরিঙ্গির দল, স্পানিয়ার্ড, পোর্ত্তুগিজ, ওলন্দাজ। শেষ ইংরাজ

রাজা হয়েচেন। কান্দির রাজবংশ তাঞ্জোরে প্রেরিত হয়েচেন, পেন্‌সন্ আম মুড্‌গুত্তন্নি ভাত খাচ্চেন।

উত্তর-সিলোনে হিঁদুর ভাগ অনেক অধিক, দক্ষিণ ভাগে বৌদ্ধ, আর রঙ্গ বেরঙ্গের দোআঁসলা ফিরিঙ্গি।

বর্ত্তমান আচার ব্যবহার।

বৌদ্ধদের প্রধান স্থান, বর্ত্তমান রাজধানী কলম্বো, আর হিন্দুদের জাফনা। জাতের গোলমাল ভারতবর্ষ হতে এখানে অনেক কম। বৌদ্ধদের একটু আছে বে-থার সময়। খাওয়া দাওয়ায় বৌদ্ধদের আদতে নেই, হিঁদুদের কিছু কিছু। যত কসাই, সব বৌদ্ধ ছিল। আজকাল কমে যাচ্চে, ধর্ম্ম প্রচার হচ্চে। বৌদ্ধদের অধিকাংশ ইউরোপী নাম ইন্দ্রুম পিন্দ্রুম এখন বদ্‌লে নিচ্চে হিঁদু'দের সব রকম জাত মিলে একটা হিঁদু জাত হয়েচে; তাতে অনেকটা পাঞ্জাবী জাঠদের মত সব জাতের মেয়ে, মায় বিবি পর্য্যন্ত, বে করা চলে। ছেলে মন্দিরে গিয়ে ত্রিপুণ্ড্র কেটে 'শিব শিব বলে হিঁদু হয়! স্বামী হিঁদু, স্ত্রী ক্রিশ্চিয়ান। কপালে বিভূতি মেখে 'নমঃ পার্ব্বতীপতয়ে' বল্‌লেই ক্রিশ্চিয়ান সত্তঃ হিঁদু হয়ে যায়। তাতেই তোমাদের উপর এখানকার পাদরীরা এত চটা। তোমাদের আনাগোনা হয়ে অবধি, বহুৎ ক্রিশ্চিয়ান বিভূতি মেখে 'নমঃ পার্ব্বতীপতয়ে' বলে, হিঁদু হয়ে জাতে উঠেচে। অদ্বৈতবাদ, আর বীর শৈববাদ

এখানকাব ধর্ম্ম। হিন্দু শব্দের জাযগায শৈব বল্‌তে হয। চৈতন্যদেব যে নৃত্য কীর্ত্তন বঙ্গদেশে প্রচার করেন, তার জন্মভূমি দাক্ষিণাত্যে, এই তামিল জাতিব মধ্যে। সিলোনেব তামিল ভাষা, খাঁটি তামিল। সিলোনেব ধর্ম্ম খাঁটি তামিল ধর্ম্ম—সে লক্ষ লোকের উন্মাদ কীর্ত্তন, শিবের স্তব গান, সে হাজাবো মৃদঙ্গেব আওযাজ ও বড বড কত্তালেব ঝাঁজ আর এই বিভূতি মাখা, মোটা মোটা রুদ্রাক্ষ গলায, পাহলওযানি চেহারা, লাল চোখ, মহাবীরেব মত, তামিলদেব মাতওযারা নাচ না দেখ্‌লে, বুঝতে পাব্‌বে না।

কলম্বোব বন্ধুরা নাব্‌বার হুকুম আনিযে রেখেছিল, অতএব ডাঙ্গায নেবে বন্ধু বান্ধবদেব সঙ্গে দেখা শুনা হল। সাব কুমার স্বামী হিন্দুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; তাঁর স্ত্রী ইংবেজ, ছেলেটি শুধু পাযে, কপালে বিভূতি। শ্রীযুক্ত অরুণাচলম্‌ প্রমুখ বন্ধু বান্ধবেরা এলেন।

কলম্বোয বন্ধু সম্মিলন

অনেক দিনের পব মুড়ুগ্‌তন্নি খাওযা হল আব কিং ককোযানট। ডাব কতকগুলো জাহাজে তুলে দিলে। মিসেস্‌ হিগিন্সেব সঙ্গে দেখা হল—তাঁর বৌদ্ধ মেযের বোর্ডিং স্কুল দেখ্‌লাম। কাউণ্টেসের বাডিটি মিসেস্‌ হিগিন্সের অপেক্ষা প্রশস্ত ও সাজান। কাউণ্টেস্‌ ঘর থেকে টাকা এনেচেন, আর মিসেস্‌ হিগিন্স ভিক্ষে

কোরে কোরেচেন। কাউণ্টেস্ নিজে গেরুয়া কাপড বাঙ্গালার শাড়ীর মত পরেন। সিলোনের বৌদ্ধদের মধ্যে ঐ ঢঙ্গ খুব ধরে গেচে দেখ্‌লাম। গাড়ী গাড়ী মেয়ে দেখ্‌লাম সব ঐ বঙ্গের শাড়ী পরা।

বুদ্ধদন্তেতিহাস ও বর্ত্তমান বৌদ্ধধর্ম্ম।

বৌদ্ধদের প্রধান তীর্থ কান্দিতে দন্ত-মন্দির। ঐ মন্দিরে বুদ্ধ-ভগবানের একটি দাঁত আছে। সিলোনিরা বলে, ঐ দাঁত আগে পুরীতে জগন্নাথ মন্দিরে ছিল, পরে নানা হাঙ্গামা হয়ে সিলোনে উপস্থিত হয়। সেখানেও হাঙ্গামা কম হয় নাই। এখন নিরাপদে অবস্থান কর্‌চেন। সিলোনিরা আপনাদের ইতিহাস উত্তমরূপে লিখে রেখেচে। আমাদের মত নয়—খালি আষাড়ে গল্প। আর বৌদ্ধদের শাস্ত্র নাকি প্রাচীন মাগধী ভাষায়, এই দেশেই সুরক্ষিত আছে। এ স্থান হতেই ব্রহ্ম সায়াম প্রভৃতি দেশে ধর্ম্ম গেচে। সিলোনি বৌদ্ধরা তাদের শাস্ত্রোক্ত এক শাক্যমুনিকেই মানে, আর তাঁর উপদেশ মেনে চল্‌তে চেষ্টা করে। নেপালি, সিকিমি, ভূটানি, লাদাকি, চীনে, জাপানিদের মত শিবের পূজা করে না; আর "হ্রীং তারা" ও সব জানে না। তবে ভূতটুত নামানো আছে। বৌদ্ধরা এখন উত্তর আর দক্ষিণ দু আম্নায় হয়ে গেচে। উত্তর

আম্নায়েরা নিজেদের বলে মহাযান; আর দক্ষিণী অর্থাৎ সিংহলী ব্রহ্ম সায়ামি প্রভৃতিদের বলে হীনযান। মহাযানওয়ালারা বুদ্ধের পূজা নামমাত্র করে; আসল পূজো তারাদেবীর, আব অবলোকিতেশ্বরের (জাপানি, চীনে ও কোরিযানরা বলে ক্বানযন্), আব হ্রীং ক্লীং তন্ত্র মন্ত্রের বড ধূম। টিবেটিগুলো আসল শিবের ভূত। ওরা সব হিঁদুব দেবতা মানে, ডমরু বাজায, মডার খুলি বাখে, সাধুর হাডেব ভেঁপু বাজায, মদ মাংসের যম। আব খালি মন্ত্র আওড়ে বোগ, ভূত, প্রেত, তাডাচ্চে। চীন আর জাপানে সব মন্দিরের গাযে ওঁ হ্রীং ক্লীং—সব বড বড সোনালি অক্ষরে লেখা দেখেচি। সে অক্ষর বাঙ্গালার এত কাছাকাছি যে বেশ বোঝা যায।

আলাসিঙ্গা কলম্বো থেকে মান্দ্রাজ ফিবে গেল। আমবাও কুমাব স্বামীর (কার্ত্তিকের নাম—সুব্রহ্মণ্য, কুমাব স্বামী ইত্যাদি; দক্ষিণ দেশে কার্ত্তিকের ভারি পূজো, ভারি মান; কার্ত্তিককে ওঁ-কাবের অবতার বলে।) বাগানের নেবু, কতকগুলো ডাবের বাজা (কিং ককোয়ানাট), দু বোতল সরবত ইত্যাদি উপহার সহিত আবার জাহাজে উঠলাম।

পঁচিশে জুন প্রাতঃকাল জাহাজ কলম্বো ছাড়লো। এবার ভরা মন্‌সুনের মধ্য দিযা গমন। জাহাজ

যত এগিয়ে যাচ্চে, ঝড় ততই বাড়্চে, বাতাস ততই বিকট নিনাদ কব্‌চে—উভশ্রান্ত, বৃষ্টি অন্ধকার; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ গর্জ্জে গর্জ্জে জাহাজের উপর এসে পড়চে; ডেকের ওপর তিষ্ঠুন দায়। খাবাব টেবিলের উপর আড়ে লম্বায় কাট দিয়ে চৌকো চৌকো খুব্‌রি কোবে দিয়েছে, তাব নাম ফিড্‌ল। তার ওপর দিয়ে খাব দাবার লাফিয়ে উঠ্‌চে। জাহাজ ক্যাঁচ ক্যোঁচ শব্দ কো৷ উঠ্‌চে, যেন বা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। কাপ্তেন বল্‌চেন, "তাইত এবারকার মন্‌সুনটা ত ভারি বিট্‌কেল!" কাপ্তেনটি বেশ লোক; চীন ও ভারতবর্ষের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে অনেক দিন কাটিয়েছেন; আমুদে লোক; আষাড়ে গল্প কব্‌তে ভাবি মজবুত। কত রকম বোম্বেটের গল্প;—চীনে কুলি, জাহাজের অফিসারদের মেবে ফেলে কেমন কোরে জাহাজ শুদ্ধ লুটে নিয়ে পালাত—এই রকম বহুৎ গল্প কর্‌চেন। আর কি করা যায; লেখা পড়া এ ঢুলুনির চোটে মুস্কিল। ক্যাবিনের ভেতর বসা দায; জানালাটা এঁটে দিয়েচে—ঢেউয়ের ভযে। এক দিন 'তু—'ভাযা একটু খুলে রেখেছিলেন, একটা ঢেউয়ের এক টুক্‌রো এসে জলপ্লাবন কোরে গেল! উপরে সে ওছল পাছলের ধূম কি। তারি ভেতরে তোমার উদ্বোধনের কাজ অল্প স্বল্প চল্‌ছে মনে রেখো।

মন্‌সুন।

জাহাজে দুই পাদ্রী উঠেচেন। একটি আমেরিকান—সস্ত্রীক, বড ভাল মানুষ নাম বোগেশ। বোগেশের সাত বৎসব বিয়ে হয়েচে; ছেলে মেয়েতে ছটি সন্তান—চাকররা বলে খোদার বিশেষ মেহেব্বানি—ছেলেগুলোর সে অনুভব হয না বোধ হয। ভুকখানা কাঁথা পেতে বোগেশ-ঘবণী ছেলেপিলে গুলিকে মডকের উপর শুইযে, চলে যায। তারা নোংরা হযে কঁদেকেটে গডাগডি দেয। যাত্রীরা সদাই সভয। ডেকে বেডাবার যো নেই; পাছে বোগেশেব ছেলে মাডিযে ফেলে। খুব ছোটটিকে একটি কানাতোলা চৌকো চুবডিতে শুইযে, বোগেশ আব বোগেশের পাদ্রিণী জডাজডি হয়ে কোণে চাব ঘণ্টা বসে থাকে। তোমাব ইউবোপী সভ্যতা বোঝা দায! আমরা যদি বাইরে কুল্‌কুচো কবি কি দাঁত মাজি—বলে কি অসভ্য—ও কাজগুলো গোপনে করা উচিত আব জডামডিগুলো গোপনে কল্‌লে ভাল হয না কি? তোমরা আবার এই সভ্যতাব নকল কব্‌তে যাও! যাহক্, প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মে উত্তর-ইউবোপের যে কি উপকার করেচে, তা পাদ্রী পুরুষ না দেখ্‌লে তোমরা বুঝতে পার্‌বে না। যদি এই দশ ক্রোর ইংরেজ সব মরে যায়, খালি পুরোহিতকুল বেঁচে থাকে, বিশ বৎসরে আবার দশ ক্রোরের সৃষ্টি!

একটি পাদ্রী যাত্রী।

জাহাজের টালমাটালে অনেকেরই মাথা ধরে উঠেচে। টুটল্ বলে একটি ছোট মেয়ে বাপের সঙ্গে যাচ্চে; তার মা নেই। আমাদের নিবেদিতা টুটলের ও যোগেশের ছেলেপিলের 'মা হয়ে বসেচে। টুটল বাপের কাছে মাইসোরে মানুষ হয়েচে। বাপ প্লাণ্টার। টুটল্‌কে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "টুটল্! কেমন আছ?" টুটল্ বল্‌লে "এ বাঙ্গ্‌লাটা ভাল নয়, বড্ড দোলে, আর আমার অসুখ করে।" টুটলের কাছে ঘর দোর সব বাঙ্গ্‌লা। যোগেশের একটি এঁড়েলাগা ছেলের বড় অযত্ন; বেচারা সারাদিন ডেকের কাঠের ওপর গড়িয়ে বেড়াচ্চে! বুড়ো কাপ্তেন মাঝে মাঝে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাকে চাম্‌চে কোরে সুরুয়া খাইয়ে যায় আর তার পা-টি দেখিয়ে বলে, "কি রোগা ছেলে, কি অযত্ন!"

মনসুনের কেন্দ্র।

অনেকে অনন্ত সুখ চায়। সুখ অনন্ত হলে দুঃখও যে অনন্ত হোত—তার কি? তা হলে কি আর আমরা এডেন পৌঁচুতুম। ভাগ্যিস্ সুখ দুঃখ কিছুই অনন্ত নয়, তাই ছয় দিনের পথ চৌদ্দ দিন কোরে, দিনরাত বিষম ঝড় বাদলের মধ্য দিয়েও শেষটা এডেনে পৌঁছে গেলুম। কলম্বো থেকে যত এগুনো যায়, ততই ঝড় বাড়ে, ততই আকাশ—পুকুর, ততই

বৃষ্টি, ততই বাতাসের জোর, ততই ঢেউ—সে বাতাস, সে ঢেউ ঠেলে কি জাহাজ চলে? জাহাজের গতি আদ্ধেক হযে গেল—সকোত্রা দ্বীপের কাছাকাছি গিযে বেজায বাড়্লো। কাপ্তেন "বল্লেন, এইখানটা মন্‌শুনের কেন্দ্র; এইটা পেরুতে পাব্লেই ক্রমে ঠাণ্ডা সমুদ্র।" তাই হলো। এ দুঃস্বপ্নও কাট্লো।

এডেন।

৮ই সন্ধ্যাকালে এডেন। কাউকে নাম্তে দেবে না, কালা গোরা মানে না। কোনও জিনিষ ওঠাতে দেবে না। দেখবার জিনিষও বড নেই। কেবল ধূধূ বালি,—রাজপুতনার ভাব—বৃক্ষহীন তৃণহীন পাহাড়। পাহাড়ের ভেতবে ভেতরে কেল্লা; ওপরে পণ্টনের ব্যারাক। সামনে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি হোটেল; আর দোকানগুলি জাহাজ থেকে দেখা যাচ্চে। অনেকগুলি জাহাজ দাঁডিযে। একখানি ইংরাজি যুদ্ধ জাহাজ, একখানি জর্ম্মান, এলো; বাকিগুলি মালের বা যাত্রীর জাহাজ। গেলবারে এডেন দেখা আছে। পাহাডেব পেছনে দিশি পণ্টনের ছাউনি, বাজার। সেখান থেকে মাইল কতক গিযে পাহাডের গায বড বড গহ্বর তৈযারি করা, তাতে বৃষ্টির জল জমে। পূর্ব্বে ঐ জলই ছিল ভরসা। এখন যন্ত্রযোগে সমুদ্রজল বাষ্প কোরে, আবার জমিয়ে, পরিষ্কার জল হচ্চে। তা

কিন্তু মাগ্‌গি। এডেন—ভারতবর্ষেরই একটি সহর যেন—দিশি ফৌজ, দিশি লোক অনেক। পারসি দোকানদার সিন্ধি ব্যাপারী অনেক। এ এডেন বড় প্রাচীন স্থান—রোমান বাদ্‌সা কন্‌ষ্টান্‌ সিউস্‌ এখানে এক দল পাদ্রী পাঠিয়ে, ক্রিশ্চিযান ধর্ম্ম প্রচার করান। পরে আরাবেরা সে ক্রিশ্চিয়ানদের মেরে ফেলে। তাতে রোমি সুলতান প্রাচীন ক্রিশ্চিযান হাব্‌সি দেশের বাদ্‌সাকে তাদের সাজা দিতে অনুরোধ করেন। হাব্‌সি-রাজ ফৌজ পাঠিযে এডেনের আরাবদের খুব সাজা দেন। পরে এডেন ইরাণের সামা-নিডি বাদ্‌সাহদের হাতে যায়। তাঁরাই নাকি প্রথমে জলের জন্য ঐ সকল গহ্বর খোদান। তারপর, মুসলমান ধর্ম্মের অভ্যুদযের পব এডেন আরাবদের হাতে যায। কতক কাল পরে পোর্ত্তুগিজ-সেনাপতি ঐ স্থান দখলের বৃথা উদ্যম করেন। পরে তুরস্কেব সুলতান ঐ স্থানকে, পোর্ত্তুগিজদের ভারত মহাসাগব হতে তাড়াবার জন্যে দরিযাই জঙ্গের জাহাজের বন্দর করেন।

এডেনের ইতিবৃত্ত।

আবার উহা নিকটবর্ত্তী আরাব-মালিকের অধিকারে যায়। পরে ইংবাজেরা ক্রয কোরে বর্ত্তমান এডেন করেচেন। এখন প্রত্যেক শক্তিমান্‌ জাতির যুদ্ধ-পোতনিচয় পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াচ্চে।, কোথায় কি

গোলযোগ হচ্চে, তাতে সকলেই ছুকথা কইতে চায়। নিজেদের প্রাধান্য, স্বার্থ, বাণিজ্য বক্ষা কোব্‌তে চায়। কাজেই মাঝে মাঝে কয়লার দরকার। পবের জায়গায় কয়লা লওয়া যুদ্ধকালে চল্‌বে না বলে, আপন আপন কয়লা নেওয়াব স্থান কব্‌তে চায়। ভাল ভালগুলি ইংরেজ ত নিযে বসেচেন; তাবপব ফ্রান্স; তারপর যে যেথায় পায়—কেড়ে, কিনে, খোসামোদ কোরে—এক একটা জায়গা করেচে এবং কর্‌চে। সুয়েজ খাল হচ্চে এখন ইউরোপ-আসিয়ার সংযোগ স্থান। সেটা ফবাসিদের হাতে। কাজেই ইংরেজ এডেনে খুব চেপে বসেচে, আর অন্যান্য জাতও রেড্-সির ধারে ধারে এক একটা জায়গা করেচে। কখনও বা জায়গা নিযে উল্টো উৎপাত হয়ে বসে। সাত-শ বৎসরের পর-পদদলিত ইতালি কত কষ্টে পায়ের উপর খাড়া হলো, হয়েই ভাব্‌লে কি হলুম রে!—এখন দিগ্বিজয় কর্‌তে হবে। ইউরোপের এক টুক্‌রোও কারও নেবার যো নাই; সকলে মিলে তাকে মাব্‌বে। আসিযায়—বড় বড় বাঘা ভাল্‌কো—ইংরেজ, রুষ, ফ্রেঞ্চ, ডচ্,—এরা আব কি কিছু রেখেচে? এখন বাকী আছে ছুচার টুক্‌রো আফ্রিকার। ইতালি সেই দিকে চল্‌লো। প্রথমে উত্তর আফ্রিকায় চেষ্টা কর্‌লে। সেথায় ফ্রান্সের তাড়া খেয়ে,

পালিয়ে এল। তারপর ইংরেজরা রেড্‌সির ধারে একটা জমি দান কর্‌লে। মতলব,—সেই কেন্দ্র হতে, ইতালি হাব্‌সি রাজ্য উদরসাৎ করেন। ইতালিও সৈন্য সামন্ত নিয়ে এগুলেন। কিন্তু হাব্‌সি বাদ্‌সা মেনেলিক্ এমনি গোবেড়েন দিলে যে, এখন ইতালির আফ্রিকা ছেড়ে প্রাণ বাঁচান দায় হয়েচে। আবার, রুষের কৃশ্চানি এবং হাবসির কৃশ্চানি নাকি এক রকমের—তাই রুষের বাদ্‌সা ভেতরে ভেতরে হাব্‌সিদের সহায়।

পাদ্রী বোগেশ ও রেড্‌সি সম্বন্ধীয় পৌরাণিকী কথা।

জাহাজ ত রেডসির মধ্য দিয়ে যাচ্চে। পাদ্রী বল্‌লেন, "এই—এই রেড্‌সি,—যাহুদী নেতা মুসা সদল-বলে পদব্রজে পার হয়েছিলেন। আর তাদের ধরে নিয়ে যাবার জন্যে মিসরি বাদ্‌সা ফেরো যে ফৌজ পাঠিয়েছিলেন, তারা—কাদায় রথচক্র ডুবে, কর্ণের মত আট্‌কে—জলে ডুবে মারা গেল।" পাদ্রী আরও বল্‌লেন যে, একথা এখন আধুনিক বিজ্ঞান-যুক্তির দ্বারা প্রমাণ হতে পারে। এখন সব দেশে ধর্ম্মের আজগুবিগুলি বিজ্ঞানের যুক্তি দিয়ে প্রমাণ কর্‌বার, এক ঢেউ উঠেচে। মিঞা! যদি প্রাকৃতিক নিয়মে ঐ সবগুলি হয়ে থাকে, ত আর তোমার যাভে দেবতা মাঝখান থেকে আসেন কেন? বড়ই মুস্কিল!—যদি বিজ্ঞানবিরুদ্ধ হয় ত ও-কেরামত-

গুলি আজগুবি এবং তোমার ধর্ম্ম মিথ্যা। যদি বিজ্ঞান-সম্মত হয়, তা হলেও, তোমার দেবতার মহিমাটি বাড়ার ভাগ ও আর সব প্রাকৃতিক ঘটনার ন্যায় আপনা আপনি হয়েচে। পাদ্রী বোগেশ বল্‌লে, "আমি অত শত জানিনি, আমি বিশ্বাস করি।" একথা মন্দ নয়—এ সহ্যি হয়। তবে ঐ যে একদল আছে—পরের বেলা দোষটি দেখাতে, যুক্তিটি আন্‌তে, কেমন তৈযার; নিজের বেলায বলে, "আমি বিশ্বাস করি, আমার মন সাক্ষ্য দেয"—তাদেব কথাগুলো একদম অসহ্য। আ মরি!—ওঁদের আবার মন! ছটাকও নয আবার মণ—পবের বেলায সব কুসংস্কার, বিশেষ যেগুলো সাহেবে বলেচে; আর নিজে একটা কিম্ভূতকিমাকার কল্পনা কোরে কেঁদেই অস্থির!!

জাহাজ ক্রমেই উত্তরে চলেচে। এই রেডসির কিনার—প্রাচীন সভ্যতার এক মহা কেন্দ্র। ঐ—ওপারে, আরাবের মরুভূমি; এপারে—মিসর। এই—সেই প্রাচীন মিসর; এই মিসরিরা পন্‌ট দেশ (সম্ভবতঃ মালাবার) হতে, রেড্‌সি পার হয়ে, কত হাজার বৎসর আগে, ক্রমে ক্রমে রাজ্য বিস্তার কোরে উত্তরে পৌঁচেছিল। এদের আশ্চর্য্য শক্তি বিস্তার, রাজ্য

মিসরি সভ্যতার উৎপত্তিও (সম্ভবতঃ ভারতবর্ষ হইতে) বিস্তার।

বিস্তার, সভ্যতা বিস্তার। যবনেরা এদের শিষ্য। এদের বাদ্‌সাদের পিরামিড নামক আশ্চর্য্য সমাধি মন্দির, নারীসিংহী মূর্ত্তি। এদের মৃত দেহগুলি পর্য্যন্ত আজও বিদ্যমান। বাববিকাটা চুল, কাছাহীন ধপ্‌ধপে ধুতি পরা, কানে কুণ্ডল, মিসরি লোক সব, এই দেশে বাস কর্‌তো। এই—হিক্‌স বংশ, ফেরো বংশ, ইরাণি বাদসাহি, সিকন্দব, টলেমি বংশ এবং রোমক ও আরাব বীরদের রঙ্গভূমি—মিসর। সেই ততকাল আগে এরা আপনাদেব বৃত্তান্ত পাপিবস্‌ পত্রে, পাথরে, মাটীর বাসনেব গাযে, চিত্রাক্ষরে তন্নতন্ন কোরে লিখে গেচে।

মিসরিদের আধ্যাত্মিক মত। মুমি বা মিসরি রাজগণের মৃত দেহ।

এই ভূমিতে আইসিসের পূজা, হোবসের প্রাদুর্ভাব। এই প্রাচীন মিসরিদের মতে—মানুষ মলে তার সূক্ষ্ম শরীর বেড়িয়ে বেড়ায়, কিন্তু মৃত দেহের কোন অনিষ্ট হলেই সূক্ষ্ম শরীরে আঘাত লাগে, আর মৃত শরীরের ধ্বংস হলেই সূক্ষ্ম শরীরের একান্ত নাশ, তাই শরীর রাখ্‌বার এত যত্ন। তাই রাজা বাদ্‌সাদের পিরামিড। কত কৌশল! কি পরিশ্রম! সবই আহা বিফল!! ঐ পিরামিড খুঁড়ে, নানা কৌশলে রাস্তার রহস্য ভেদ কোরে রত্নলোভে দস্যুরা সে রাজ-শরীর চুরি করেচে।

আজ নয়, প্রাচীন মিসরিরা নিজেরাই করেচে। পাঁচ সাত-শ বৎসর আগে এই সকল শুক্‌নো মড়া, যাহুদি ও আরাব ডাক্তারেরা, মহৌষধি জ্ঞানে, ইউরোপ শুদ্ধ রোগীকে খাওয়াত। এখনও উহা বোধ হয় ইউনানি হাকিমির আসল "মুমিয়া"!!

রাজা অশোক ও মিসরদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার।

এই মিসরে, টলেমি বাদ্‌সার সময়ে সম্রাট্ ধর্ম্মাশোক ধর্ম্মপ্রচারক পাঠান। তারা ধর্ম্ম প্রচার কর্‌ত, রোগ ভাল কর্‌ত, নিরামিষ খেত, বিবাহ কর্‌তো না, সন্ন্যাসী শিষ্য কর্‌তো। তারা নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি কর্‌লে—থেরাপিউট্, অস্‌সিনি, মানিকি, ইত্যাদি;—যা হতে বর্ত্তমান কৃশ্চানি ধর্ম্মের সমুদ্ভব। এই মিসরই টলেমিদের রাজত্বকালে সর্ব্ববিদ্যার আকর হয়ে উঠেছিল। এই মিসরেই সে আলেকজেন্দ্রিয়া নগর,—যেখানকার বিদ্যালয়, পুস্তকাগার, বিদ্বজ্জন, জগৎপ্রসিদ্ধ হয়েছিল।

ক্রিশ্চিয়ানদের অত্যাচার।

যে আলেকজেন্দ্রিয়া মূর্খ গোঁড়া ইতর ক্রিশ্চিয়ানদের হাতে পড়ে, ধ্বংস হয়ে গেল—পুস্তকালয় ভস্মরাশি হল—বিদ্যার সর্ব্বনাশ হল। শেষ বিদুষী নারীকে * ক্রিশ্চিয়ানেরা নিহত কোরে, তাঁর নগ্নদেহ রাস্তায় রাস্তায় সকল প্রকার

* হাইপেশিয় (Hypatia)

বীভৎস অপমান কোরে টেনে বেড়িয়ে, অস্থি হতে টুক্‌রা টুক্‌রা মাংস আলাদা কোরে ফেলেছিল!

আর দক্ষিণে—বীরপ্রসূ আরাবের মরুভূমি। কখন আল্‌খাল্লা ঝোলান, পশমের গোছা দড়ি দিয়ে একখানা মস্ত রুমাল মাথায় আঁটা, বদ্দু আরাব দেখেচ?—সে চলন, সে দাঁড়াবার ভঙ্গি, সে চাউনি, আর কোনও দেশে নাই। আপাদমস্তক দিয়ে মরুভূমির অনবরুদ্ধ হাওয়ার স্বাধীনতা ফুটে বেরুচ্চে—সেই আরাব। যখন ক্রিশ্চিয়ানদের গোঁড়ামি আর জাঠদের বর্ব্বরতা প্রাচীন ইউনান ও রোমান সভ্যতালোককে নির্ব্বাণ কোরে দিলে, যখন ইরাণ অন্তরের পূতিগন্ধ ক্রমাগত সোণার পাত দিয়ে মোড়্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিল, যখন ভারতে—পাটলিপুত্র ও উজ্জয়িনীর গৌরবরবি অস্তাচলে, উপরে মূর্খ ক্রুর রাজবর্গ, ভিতরে ভীষণ অশ্লীলতা ও কামপূজার আবর্জ্জনারাশি—সেই সময়ে এই নগণ্য পশুপ্রায় আরাবজাতি বিদ্যুদ্বেগে ভূমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়্‌লো।

আরাবের অভ্যুদয়।

ঐ ষ্টিমার মক্কা হতে আস্‌চে, যাত্রী ভরা; ঐ দেখ—ইউরোপী পোষাকপরা তুর্ক, আধা ইউরোপীবেশে মিসরি, ঐ সুরিয়াবাসী মুসলমান ইরাণীবেশে, আর ঐ আসল আরাব ধুতিপরা—কাছা নেই। মহম্মদের

পূর্ব্বে কাবার মন্দিরে উলঙ্গ হয়ে প্রদক্ষিণ করতে হোত; তাঁর সময় থেকে একটা ধুতি জড়াতে হয়। তাই আমাদের মোসলমানেরা নমাজের সময় ইজারের দড়ি খোলে, ধুতির কাছা খুলে দেয়। আর আরাবদের সেকাল নেই। ক্রমাগত কাফরি, সিদি, হাব্‌সি রক্ত প্রবেশ কোরে, চেহারা উদ্যম সব বদ্‌লে দে'চে—মরুভূমির আরাব পুনর্মূষিক হয়েচেন। যারা উত্তরে, তারা তুরস্কের রাজ্যে বাস করে—চুপ্‌চাপ কোরে। কিন্তু সুলতানের ক্রিশ্চিয়ান প্রজারা তুরস্ককে ঘৃণা করে, আরাবকে ভালবাসে; "আরাবরা লেখাপড়া শেখে, ভদ্রলোক হয়, অত উৎপেতে নয়"—তারা বলে। আর খাঁটী তুর্করা ক্রিশ্চিয়ানদের উপর বড়ই অত্যাচার করে।

বর্ত্তমান আরাব।

মরুভূমি অত্যন্ত উত্তপ্ত হলেও, সে গরম দুর্ব্বল করে না। তাতে, কাপড়ে গা মাথা ঢেকে রাখলেই, আর গোল নেই। শুষ্ক গরমি,—দুর্ব্বল ত করেই না, বরং বিশেষ বলকারক। রাজপুতনার, আরাবের, আফ্রিকার লোকগুলি এর নিদর্শন। মারোয়ারের এক এক জেলায় মানুষ, গরু, ঘোড়া সবই সবল ও আকারে বৃহৎ। আরাবী মা[illegible] ও সিদিদের দেখলে

মরুভূমির গরমি।

আনন্দ হয়। যেখানে জোলো গরমি, যেমন বাঙ্গালা দেশ, সেখানে শরীর অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে পড়ে, আর সব দুর্ব্বল।

রেড্‌সির গরমি।

রেড্‌সির নামে যাত্রীদের হৃৎকম্প হয়—ভয়ানক গরম—তায়, এই গরমিকাল। ডেকে বসে যে যেমন পাব্‌চে, একটা ভীষণ দুর্ঘটনার গল্প শোনাচ্চে। কাপ্তেন, সকলের চেয়ে উঁচিয়ে বল্‌চেন। তিনি বল্‌লেন, "দিন কতক আগে একখানা চীনি যুদ্ধজাহাজ এই রেড্‌সি দিয়ে যাচ্ছিল, তার কাপ্তেন ও আট জন কয়লা-ওয়ালা খালাসি গরমে মরে গেচে।"

বাস্তবিক কয়লা-ওয়ালা একে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে, তায় রেড্‌সির নিদারুণ গরম।
কখন খেপে ওপরে দৌড়ে এসে ঝাঁপ দিয়ে। যে,
গড়ে, আর ডুবে মরে; কখনও না গরমে বেড়াচ্চে।
মারা যায়।
কখন

এই সকল গল্প শুনে হৃৎকম্প হবার ত যোগাড়। কিন্তু অদৃষ্ট ভাল, আমরা বিশেষ গরম কিছুই পেলুম না। হাওয়া দক্ষিণী না হয়ে উত্তর থেকে আসতে লাগল—সে ভূমধ্যসাগরের ঠাণ্ডা হাওয়া।

১৪ই জুলাই রেড্‌সি পার হয়ে জাহাজ সুয়েজ পৌঁছিল। সামনে—সুয়েজ খাল। জাহাজে, সুয়েজে

নাবাবার মাল আছে। তার উপর এসেচেন মিসরে প্লেগ, আর আমরা আন্‌চি প্লেগ, সম্ভবতঃ —কাজেই দোতরফা ছোঁয়াছুঁয়ির ভয়। এ ছুঁৎছাঁতের ন্যাটাব কাছে, আমাদের দিশী ছুঁৎছাঁত কোথায় লাগে। মাল নাব্‌বে, কিন্তু সুয়েজের কুলি জাহাজ ছুঁতে পাব্‌বে না। জাহাজে খালাসি বেচারাদেব আপদ্ আর কি! তারাই কুলি হযে ক্রেনে কোরে মাল তুলে, আলটপ্‌কা নীচে সুয়েজী নৌকায ফেল্‌চে— তারা নিযে ডাঙ্গায যাচ্চে। কোম্পানিব এজেণ্ট, ছোট লাঞ্চ কোবে জাহাজেব কাছে এসেচেন, ওঠ্‌বার হুকুম নেই। কাপ্তেনের সঙ্গে জাহাজে নৌকায বলে। স্চ। এ ত ভারতবর্ষ নয যে, গোরা আদমি অত্যাচ সাইনফাইন সকলের পার—এখানে ইউরোপের মরুভূ স্বর্গ ইঁদুর-বাহন প্লেগ পাছে ওঠে, তাই এত করে.জন। প্লেগ-বিষ, প্রবেশ থেকে দশ দিনের মধ্যে ফুটে বেরোন, তাই দশ দিনেব আটক। আমাদেব কিন্তু দশ দিন হযে গেচে—ফাঁড়া কেটে গেচে। কিন্তু মিসরি আদমিকে ছুঁলেই, আবার দশ দিন আটক—তা হলে আব নেপল্‌সেও লোক নাবান হবে না, মার্সাইতেও নয—কাজেই যা কিছু কাজ হচ্চে, সব আল্‌গোচে; কাজেই ধীরে ধীরে মাল নাবাতে সারাদিন লাগবে।

সুয়েজ বন্দর ও প্লেগের কার ়টীন।

রাত্রিতে জাহাজ অনায়াসেই খাল পার হতে পারে, যদি সামনে বিজলী-আলো পায়; কিন্তু সে আলো পরাতে গেলে, সুয়েজের লোককে জাহাজ ছুঁতে হবে, বস্—দশ দিন কারাঁটীন্। কাজে রাতেও যাওয়া হবে না, চব্বিশ ঘণ্টা এই খানে পড়ে থাক, সুয়েজ বন্দরে। এটি বড় সুন্দর প্রাকৃতিক বন্দর, প্রায় তিন দিকে বালির ঢিপি আর পাহাড়—জলও খুব গভীর। জলে অসংখ্য মাছ আর হাঙ্গর ভেসে ভেসে বেড়াচ্চে। এই বন্দরে, আর অষ্ট্রেলিয়ার সিড্নি বন্দরে, যত হাঙ্গর, এমন আর দুনিয়ার কোথাও নাই—বাগে পেলেই মানুষকে খেয়েচে! জলে নাবে কে? সাপ আর হাঙ্গরের ওপর মানুষেরও জাতক্রোধ; মানুষও বাগে পেলে ওঁদের ছাড়ে না।

সকাল বেলা খাবার-দাবার আগেই শোনা গেল যে, জাহাজের পেছনে বড় বড় হাঙ্গর ভেসে ভেসে বেড়াচ্চে।

হাঙ্গর ও বনিটো।

জল-জেন্ত হাঙ্গর পূর্ব্বে আর কখন দেখা যায়নি—গতবারে আসবার সময়ে সুয়েজে জাহাজ অল্পক্ষণই ছিল, তাও আবার সহরের গায়ে। হাঙ্গরের খবর শুনেই, আমরা তাড়াতাড়ি উপস্থিত। সেকেণ্ড কেলাসটি জাহাজের পাছার উপর—সেই ছাদ হতে, বারান্দা ধরে, কাতারে কাতারে স্ত্রী পুরুষ, ছেলে মেয়ে, ঝুঁকে হাঙ্গর

দেখ্‌চে। আমরা যখন হাজির হলুম, তখন হাঙ্গর মিঞারা একটু সরে গেচেন, মনটা বড়ই ক্ষুন্ন হল। কিন্তু দেখি যে, জলে গাঙ্‌ধাড়ার মত এক প্রকার মাছ ঝাঁকে ঝাঁকে ভাসচে। আর এক রকম খুব ছোট মাছ, জলে থিক্ থিক্ কর্‌চে। মাঝে মাঝে এক একটা বড় মাছ, অনেকটা ইলিস মাছের চেহারা, তীরের মত এদিক্ ওদিক্ কোরে দৌড়ুচ্চে। মনে হল, বুঝি উনি হাঙ্গরের বাচ্ছা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করে জানলুম—তা নয়। ওঁর নাম বনিটো। পূর্ব্বে ওঁর বিষয় পড়া গেছলো বটে; এবং মালদ্বীপ হতে উনি শুঁটকিরূপে আমদানি হন, হুড়ি চড়ে,—তাও পড়া ছিল। ওঁর মাংস লাল ও বড় সুস্বাদ—তাও শোনা আছে। এখন ওঁর তেজ আর বেগ দেখে খুসী হওয়া গেল। অত বড় মাছটা তীরের মত জলের ভিতর ছুট্‌চে, আর সে সমুদ্রের কাচের মত জল, তার প্রত্যেক অঙ্গ-ভঙ্গি দেখা যাচ্চে। বিশ মিনিট, আধ ঘণ্টাটাক, এই প্রকার বনিটোর ছুটোছুটী আর ছোট মাছের কিলিবিলি ত দেখা যাচ্চে। আধ ঘণ্টা, তিন কোয়াটার,—ক্রমে তিতিবিরক্ত হয়ে আসচি, এমন সময়ে একজন বল্‌লে—ঐ ঐ! দশ বার জনে বলে উঠ্‌লো, ঐ আসচে, ঐ আসচে!! চেয়ে দেখি, দূরে একটা প্রকাণ্ড কাল বস্তু ভেসে আসচে,

পাঁচ সাত ইঞ্চি জলের নীচে। ক্রমে বস্তুটা এগিয়ে আসতে লাগ্‌লো। প্রকাণ্ড থ্যাবড়া মাথা দেখা দিলে; সে গদাইলস্করি চাল, বনিটোর সোঁ সোঁ তাতে নেই; তবে একবার ঘাড ফেরালেই একটা মস্ত চক্কর হল। বিভীষণ মাছ; গম্ভীর চালে চলে আসচে—আর আগে আগে দুএকটা ছোট মাছ; আর কতকগুলো ছোট মাছ তার পিঠে, গাযে, পেটে, খেলে বেডাচ্চে। কোন কোনটা বা জেঁকে তার ঘাড়ে চড়ে বসচে। ইনিই সসাঙ্গোপাঙ্গ হাঙ্গর। যে মাছগুলি হাঙ্গরের আগে আগে যাচ্চে, তাদের নাম "আডকাটি মাছ—পাইলট ফিস্।" তারা হাঙ্গরকে শিকার দেখিযে দেয়, আর বোধ হয প্রসাদটা-আসটা পায। কিন্তু হাঙ্গরের সে মুখ-ব্যাদান দেখ্‌লে তারা যে বেশী সফল হয, তা বোধ হয় না। যে মাছগুলি আশেপাশে ঘুরচে, পিঠে চডে বসচে, তারা হাঙ্গর-"চোষক"। তাদের বুকের কাছে প্রায চার ইঞ্চি লম্বা ও দুই ইঞ্চি চওডা, চেপ্‌টা গোলপানা একটি স্থান আছে। তার মাঝে, রবারের তলা অনেক ইংরাজী জুতাব নীচে যেমন লম্বা লম্বা জুলি কাটা কির্‌কিরে থাকে, তেমনি জুলি কাটা কাটা। সেই জাযগাটা ঐ মাছ, হাঙ্গরের গাযে দিয়ে চিপ্সে ধরে; তাই হাঙ্গরের গায়ে, পিঠে, চডে চলচে দেখায়। এরা নাকি হাঙ্গরের গায়ের পোকা মাকড খেয়ে বাঁচে।

এই দুই প্রকাব মাছ পরিবেষ্টিত না হযে হাঙ্গর চলেনই না। আব এদের, নিজের সহায় পারিষদ জ্ঞানে কিছু বলেনও না। এই মাছ একটা ছোট হাতসুতোয ধরা পডলো। তার বুকে জুতোব তলা একটু চেপে দিযে পা তুল্‌তেই সেটা পাযের সঙ্গে চিপ্‌সে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। ঐ রকম কোরে সে হাঙ্গরের গাযে লেগে যায।

সেকেণ্ড ক্লাসের লোকগুলির বড়ই উৎসাহ। তাদের মধ্যে একজন ফৌজি লোক—তার ত উৎসাহের সীমা নেই। কোথা থেকে জাহাজ খুঁজে একট ভীষণ বঁডসির যোগাড কব্‌লে। সে "কোর ঘটি তোলার" ঠাকুরদাদা। তাতে সেরখানেক মাংস আচ্ছা-দড়ি দিয়ে জোর কোরে জডিযে বাঁধলে। তাতে এক মোটা কাছি বাঁধা হল। হাত চার বাদ দিযে, একখানা মস্ত কাঠ, ফাতার জন্য লাগান হল। তারপর, ফাতা শুদ্ধ বঁডসি, ঝুপ্‌ কোরে জলে ফেলে দেওযা হল। জাহাজের নীচে, একখান পুলিসের নৌকা, আমরা আসা পর্য্যন্ত, চৌকি দিচ্ছিল—পাছে ডাঙ্গার সঙ্গে আমাদের কোন রকম ছোঁযাছুঁয়ি হয়। সেই নৌকার উপর আবার দুজন দিব্বি ঘুমুচ্ছিল, আর যাত্রীদের যথেষ্ট ঘৃণার কারণ হচ্ছিল। এক্ষণে তারা বড় বন্ধু হযে উঠ্‌লো। হাঁকাহাঁকির চোটে আরাব

হাঙ্গর ধরা।

মিঞা চোখ মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়ালেন। কি একটা হাঙ্গামা উপস্থিত বলে, কোমর আঁটবার যোগাড় কর্‌চেন, এমন সময়ে বুঝতে পারলেন যে অত হাঁকাহাঁকি, কেবল তাঁকে কড়িকাষ্ঠরূপ হাঙ্গর ধরবার ফাতাটিকে টোপ সহিত কিঞ্চিৎ দূরে সরাইয়া দিবার অনুরোধ-ধ্বনি। তখন তিনি নিঃশ্বাস ছেড়ে, আকর্ণ-বিস্তার হাঁসি হেঁসে একটা বল্লির ডগায় কোরে ঠেলেঠুলে ফাতাটাকে ত দূরে ফেল্‌লেন; আর আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে, পায়ের ডগায় দাঁড়িয়ে বারাণ্ডায় ঝুঁকে, ঐ আসে ঐ আসে —শ্রীহাঙ্গরের জন্য 'সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানং' হয়ে রইলাম; এবং যার জন্যে মানুষ ঐ প্রকার ধড়্‌ফড়্‌ করে, সে চিরকাল যা করে, তাই হতে লাগ্‌লো।— অর্থাৎ 'সখি শ্যাম না এলো'। কিন্তু সকল দুঃখেরই একটা পার আছে। তখন সহসা জাহাজ হতে প্রায় দুশ হাত দূরে, বৃহৎ ভিস্তির মুষকের আকার কি একটা ভেসে উঠ্‌লো; সঙ্গে সঙ্গে, ঐ হাঙ্গর ঐ হাঙ্গর রব। চুপ্‌ চুপ্‌—ছেলের দল!—হাঙ্গর পালাবে। বলি, ওহে! সাদা টুপিগুলো একবার নাবাও না, হাঙ্গরটা যে ভড়কে যাবে—ইত্যাকার আওয়াজ যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করচে, তাবৎ সেই হাঙ্গর লবণসমুদ্রজন্মা, বঁড়সি-সংলগ্ন শোরের মাংসের তালটি উদরাগ্নিতে ভস্মাবশেষ কর্‌বার জন্যে, পালভরে নৌকার মত সোঁ করে সামনে

এসে পড়লেন। আর পাঁচ হাত এলেই হাঙ্গরের মুখ টোপে ঠেকে। কিন্তু সে ভীম পুচ্ছ একটু হেল্‌লো—সোজা গতি চক্রাকারে পরিণত হল। যাঃ, হাঙ্গর চলে গেল যে হে। আবার পুচ্ছ একটু বাঁকলো, আর সেই প্রকাণ্ড শরীর ঘুরে, বঁড়সিমুখো দাঁড়ালো। আবার সোঁ কোরে আস্‌চে—ঐ হাঁ কোরে, বঁড়সি ধরে ধরে! আবার সেই পাপ লেজ নড়্‌লো, আর হাঙ্গর শরীর ঘুরিয়ে দূরে চল্‌লো। আবার ঐ চক্র দিয়ে আস্‌চে, আবার হাঁ কর্‌চে, ঐ—টোপটা মুখে নিয়েচে, এইবার—ঐ ঐ চিতিয়ে পড়্‌লো; হয়েচে, টোপ খেয়েচে—টান্ টান্ টান্, ৪০।৫০ জনে টান্, প্রাণপণে টান্। কি জোর মাছের! কি ঝটাপট—কি হাঁ। টান্ টান্। জল থেকে এই উঠ্‌লো, ঐ জলে ঘুর্‌চে, আবার চিতুচ্চে, টান্ টান্। যাঃ টোপ খুলে গেল! হাঙ্গর পালাল। তাইত হে, তোমাদের কি তাড়াতাড়ি বাপু! একটু সময় দিলে না টোপ খেতে! যেই চিতিয়েচে অমনিই কি টান্‌তে হয়? আর—"গতস্য শোচনা নাস্তি"; হাঙ্গর ত বঁড়সি ছাড়িয়ে চোঁচা দৌড়। আড়কাটি মাছকে, উপযুক্ত শিক্ষা দিলে কিনা তা খবর পাইনি—মোদ্দা হাঙ্গর ত চোঁচা। আবার সেটা ছিল "বাঘা"—বাঘের মত কালো কালো ডোরা কাটা। যা হোক "বাঘা" বঁড়সি-সন্নিধ পরিত্যাগ করিবার জন্য, স-"আড়কাটি"-"রক্তচোষা" অন্তর্দধে।

কিন্তু নেহাত হতাশ হবার প্রয়োজন নেই,—ঐ যে পলায়মান "বাঘাব" গা ঘেঁসে আর একটা প্রকাণ্ড "থ্যাব্ড়া মুখো" চলে আস্চে! আহা হাঙ্গরদের ভাষা নেই! নইলে "বাঘা" নিশ্চিত পেটের খবর তাকে দিয়ে সাবধান কোরে দিতো। নিশ্চিত বল্‌তো, "দেখ হে সাবধান, ওখানে একটা নূতন জানোয়ার এসেচে, বড় সুস্বাদ সুগন্ধ মাংস তার, কি শক্ত হাড়! এতকাল হাঙ্গর-গিরি কর্‌চি, কত রকম জানোয়ার—জেন্ত, মরা, আধমরা—উদরস্থ করেচি, কত রকম হাড়-গোড়, ইট-পাথর, কাঠ-কুটরো, পেটে পুরেচি, কিন্তু এ হাড়ের কাছে আর সব মাখম হে—মাখম।! এই দেখ না—আমার দাঁতের দশা, চোয়ালের দশা কি হয়েচে" বলে, একবার সেই আকটিদেশ-বিস্তৃত মুখ ব্যাদান কোরে আগন্তুক হাঙ্গরকে অবশ্যই দেখাতো। সেও প্রাচীনবয়স-সুলভ অভিজ্ঞতা সহকারে—চ্যাঙ্গ মাছের পিত্তি, কুঁজো ভেটকির পিলে, ঝিনুকের ঠাণ্ডা সুরুয়া ইত্যাদি সমুদ্রজ মহৌষধির কোন না কোনটা ব্যবহারের উপদেশ দিতই দিতো। কিন্তু যখন ওসব কিছুই হল না, তখন হয় হাঙ্গরদের অত্যন্ত ভাষার অভাব, নতুবা ভাষা আছে, কিন্তু জলের মধ্যে কথা কওয়া চলে না! অতএব যতদিন না কোনও প্রকার হাঙ্গুরে অক্ষর আবিষ্কার হচ্চে, ততদিন সে ভাষার ব্যবহার কেমন

কোরে হয় ?—অথবা, "বাঘা" মানুষঘেঁসা হয়ে, মানুষের ধাত পেয়েচে, তাই "থ্যাব্ড়া"কে আসল খবর কিছু না বলে, মুচ্‌কে হেঁসে, 'ভাল আছ ত হে' বলে সরে গেল।—"আমি একাই ঠক্‌বো ?"

"আগে যান ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়ে পাছু পাছু যান গঙ্গা .. "—শঙ্খধ্বনি ত শোনা যায় না, কিন্তু আগে আগে চলেচেন "পাইলট ফিস্", আর পাছু পাছু প্রকাণ্ড শরীর নাড়িয়ে আস্‌চেন "থ্যাব্ড়া"; তাঁর আশেপাশে নেত্য করচেন "হাঙ্গর-চোষা" মাছ। আহা, ও-লোভ কি ছাড়া যায় ? দশ হাত দরিয়ার উপর ঝিক্ ঝিক্ কোরে তেল ভাস্‌চে, আর খোস্‌বু কত দূর ছুটেচে, তা "থ্যাব্ড়াই" বল্‌তে পারে। তার উপর সে দৃশ্য কি—সাদা, লাল, জরদা,—এক জায়গায় ! আসল ইংরেজি শুয়ারের মাংস, কালো প্রকাণ্ড বঁড়সির চারি ধারে বাঁধা, জলের মধ্যে, রং-বেরঙ্গের গোপীমণ্ডল-মধ্যস্থ কৃষ্ণের ন্যায় দোল খাচ্চে !!

এবার সব চুপ্—নোড়ো চোড়ো না , আর দেখ —তাড়াতাড়ি কোরো না। মোদ্দা—কাছির কাছে কাছে থেকো। ঐ,—বঁড়সির কাছে কাছে ঘুরচে; টোপটা মুখে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখ্‌চে ! দেখুক। চুপ্ চুপ্— এইবার চিৎ হল—ঐ যে আড়ে গিল্‌চে , চুপ্—গিল্‌তে দাও। তখন "থ্যাব্ড়া" অবসরক্রমে, আড় হয়ে,

টোপ উদরস্থ কোরে যেমন চলে যাবে, অমনি পড়লো টান্! বিস্মিত "থ্যাব্ড়া", মুখ ঝেড়ে, চাইলে সেটাকে ফেলে দিতে—উল্‌টো উৎপত্তি!! বঁড়সি গেল বিঁধে, আর ওপরে ছেলে, বুড়ো, জোয়ান, দে টান্—কাছি ধরে দে টান্। ঐ হাঙ্গরের মাথাটা জল ছাড়িয়ে উঠ্‌লো—টান্ ভাই টান্। ঐ যে—প্রায় আধখানা হাঙ্গর জলের ওপর! বাপ্ কি মুখ! ওযে সবটাই মুখ আর গলা হে! টান্—ঐ সবটা জল ছাড়িয়েচে। ঐ যে বঁড়সিটা বিঁধেচে—ঠোট এফোঁড় ওফোঁড়—টান্। থাম্ থাম্—ও আবার পুলিস মাঝি। ওর ল্যাজের দিকে একটা দড়ি বেঁধে দাও ত—নইলে যে এত বড় জানোয়ার টেনে তোলা দায়। সাবধান হয়ে ভাই, ও-ল্যাজের ঝাপটায় ঘোঁড়ার ঠ্যাং ভেঙ্গে যায়। আবার টান্—কি ভারি হে? ও মা, ও কি? তাইত হে, হাঙ্গরের পেটের নীচে দিয়ে, ও ঝুল্‌চে কি? ও যে—নাড়ি ভুঁড়ি! নিজের ভারে নিজের নাড়ি ভুঁড়ি বেরুল যে! যাক্, ওটা কেটে দাও, জলে পড়ুক, বোঝা কমুক; টান্ ভাই টান্। এ যে রক্তের ফোয়ারা হে! আর কাপড়ের মায়া কর্‌লে চল্‌বে না। টান্—এই এলো। এইবার জাহাজের ওপর ফেল; ভাই হুঁসিয়ার, খুব হুঁসিয়ার, তেড়ে এক কামড়ে একটা হাত ওয়ার—আর ঐ ল্যাজ সাবধান। এইবার, এইবার

দড়ি ছাড—ধূপ্! বাবা, কি হাঙ্গর! কি ধপাৎ কোবেই জাহাজেব উপর পডলো! সাবধানের মার নেই—ঐ কড়ি কাঠখানা দিয়ে ওর মাথায মাব—ওহে ফৌজি-ম্যান, তুমি সেপাই লোক, এ তোমারি কাজ।—"বটে ত"। বক্ত মাখা গায, কাপড়ে, ফৌজি যাত্রী, কড়ি কাঠ উঠিযে, দুম্ দুম্ দিতে লাগ্‌লো হাঙ্গবের মাথায। আর মেযেরা—আহা কি নিষ্ঠুব, মেব না ইত্যাদি চীৎকার কর্‌তে লাগ্‌লো—অথচ দেখ্‌তেও ছাডবে না। তারপব সে বীভৎস কাণ্ড এই খানেই বিবাম হোক্। কেমন কোবে সে হাঙ্গবেব পেট চেবা হল, কেমন রক্তেব নদী বইতে লাগ্‌লো, কেমন সে হাঙ্গব ছিন্ন অন্ত্র, ভিন্ন দেহ, ছিন্ন হৃদয হযেও কতক্ষণ কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো, নডতে লাগ্‌লো; কেমন কোবে তাব পেট থেকে অস্থি, চর্ম্ম, মাংস, কাঠ-কুটবো, এক বাশ বেকলো—সে সব কথা থাক্। এই পর্য্যন্ত যে, সে দিন আমাব খাওযা দাওযাব দফা প্রায মাটি হযে গিযেছিলো। সব জিনিষেই সেই হাঙ্গবের গন্ধ বোধ হতে লাগ্‌লো।

এ সুযেজ খাল খাতস্থাপত্যেব এক অদ্ভুত নিদর্শন।

সুযেজ খাল।

ফর্ডিনেণ্ড লেসেপ্স নামক এক ফবাসী স্থপতি এই খাল খনন কবেন। ভূমধ্য-সাগর আর লোহিতসাগরের সংযোগ হয়ে, ইউরোপ আর ভারতবর্ষের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের

অত্যন্ত সুবিধা হয়েছে। মানব জাতির উন্নতির বর্ত্তমান অবস্থার জন্যে যতগুলি কারণ প্রাচীন কাল থেকে কাজ করছে, তার মধ্যে বোধ হয়, ভারতের বাণিজ্য সর্বপ্রধান। অনাদি কাল হতে, উর্বরতায় আর বাণিজ্য-শিল্পে, ভারতের মত দেশ কি আর আছে? দুনিয়ার যত সূতি কাপড়, তুলা, পাঠ, নীল, লাক্ষা, চাল, হীরে, মতি, ইত্যাদির ব্যবহার ১০০ বৎসর আগে পর্য্যন্ত ছিল, তা সমস্তই ভারতবর্ষ হতে যেতো। তা ছাড়া উৎকৃষ্ট রেশমি পশমিনা কিংখব ইত্যাদি এদেশের মত কোথাও হোত না। আবার লবঙ্গ এলাচ মরিচ জায়ফল জয়িত্রি প্রভৃতি নানাবিধ মসলার স্থান, ভারতবর্ষ। কাজেই অতি প্রাচীনকাল হতেই, যে দেশ যখন সভ্য হোত, তখনই ঐ সকল জিনিষের জন্য ভারতের উপর নির্ভর। এই বাণিজ্য দুটি প্রধান ধারায় চলতো; একটি ডাঙ্গাপথে আফগানি ইরাণী দেশ হয়ে, আর একটি জলপথে রেড্-সি হয়ে। সিকন্দর সা, ইরাণ-বিজয়ের পর, নিয়ার্কস্ নামক সেনাপতিকে জলপথে সিন্ধুনদের মুখ হয়ে সমুদ্র পার হয়ে লোহিতসাদ দিয়ে, রাস্তা দেখতে পাঠান। বাবিল ইরাণ গ্রীস রোম প্রভৃতি প্রাচীন দেশের ঐশ্বর্য্য যে কত পরিমাণে ভারতের

ভারতের বাণিজ্যই সকল জাতির উন্নতির কারণ।

ভারতের পথ।

বাণিজ্যের উপর নির্ভর করতো, তা অনেকে জানে না। রোম ধ্বংসের পর মুসলমানি বোগদাদ ও ইতালীয় ভিনিস্ ও জেনোয়া, ভারতীয় বাণিজ্যের প্রধান পাশ্চাত্য কেন্দ্র হয়েছিল। যখন তুর্কেরা রোম সাম্রাজ্য দখল কোরে ইতালীয়দের ভারতবাণিজ্যের রাস্তা বন্ধ কোরে দিলে, তখন জেনোয়া নিবাসী কলম্বুস (ক্রিস্টোফোরো কলম্বো), আটলান্টিক পার হয়ে ভারতে আসবার নূতন রাস্তা বার করবার চেষ্টা করেন, ফল—আমেরিকা মহাদ্বীপের আবিষ্ক্রিয়া। আমেরিকায় পৌঁছেও কলম্বুসের ভ্রম যায়নি যে, এ ভারতবর্ষ নয়। সেই জন্যেই আমেরিকার আদিম-নিবাসীরা এখনও ইণ্ডিয়ান নামে অভিহিত। বেদে সিন্ধু নদের "সিন্ধু" "ইন্দু" দুই নামই পাওয়া যায়, ইরাণীরা তাকে "হিন্দু", গ্রীকরা "ইণ্ডুস" কোরে তুললে, তাই থেকে ইণ্ডিয়া—ইণ্ডিয়ান। মুসলমানি ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে হিন্দু দাঁড়াল—কালা (খারাপ), যেমন এখন—নেটিভ।

এদিকে পোর্ত্তুগীসরা ভারতের নূতন পথ, আফ্রিকা বেড়ে, আবিষ্কার করলে। ভারতের লক্ষ্মী পর্ত্তুগালের উপর সদয়া হলেন; পরে ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ। ইংরেজের ঘরে, ভারতের বাণিজ্য রাজস্ব সমস্তই; তাই ইংরেজ এখন সকলের

উপর বড জাত। তবে এখন আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ভাবতেব জিনিষপত্র অনেক স্থলে ভাবত অপেক্ষাও উত্তম উৎপন্ন হচ্চে, তাই ভাবতেব আব তত কদব নাই। একথা ইউবোপীযেবা স্বীকাব কোব্‌তে চায না। ভাবত—নেটিভ্‌পূর্ণ, ভাবত যে তাঁদেব ধন সভ্যতাব প্রধান সহায ও সম্বল, সে কথা মান্‌তে চায না, বুঝতেও চায না। আমবাও বোঝাতে কি ছাড়্‌বো? ভেবে দেখ কথাটা কি। ঐ যাবা চাযাভুষা তাঁতি জোলা ভাবতেব নগণ্য মনুষ্য বিজাতিবিজিত স্বজাতিনিন্দিত ছোট জাত, তাবাই আবহমান কাল নীববে কাজ কোরে যাচ্চে, তাদেব পবিশ্রমফলও তাবা পাচ্চে না! কিন্তু ধীরে ধীবে প্রাকৃতিক নিযমে দুনিযাময় কত পবিবর্ত্তন হযে যাচ্চে। দেশ, সভ্যতা, প্রাধান্য, ওলটপালট হযে যাচ্চে। হে ভাবতের শ্রমজীবী! তোমাব নীবব, অনবরত নিন্দিত পবিশ্রমেব ফলস্বরূপ বাবিল, ইবাণ, আলকসন্দ্রিযা, গ্রীস, বোম, ভিনিস, জেনোযা, বোগদাদ, সমবকন্দ, স্পেন, পোর্ত্তুগাল, ফরাসী, দিনেমাব, ওলন্দাজ ও ইংবেজেব ক্রমান্বযে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য্য। আব তুমি?—কে ভাবে একথা। স্বামিজী! তোমাদের পিতৃপুরুষ দুখানা দর্শন লিখেচেন,

ইউরোপ ভারতের সভ্যতার নিকট সম্পূর্ণ ঋণী।

ভারতের ছোট জাত পূজার্হ।

দশখানা কাব্য বানিয়েচেন, দশটা মন্দিব করেচেন—তোমাদেব ডাকেব চোটে গগন ফাটচে, আর যাদেব রুধিবস্রাবে মনুষ্যজাতিব যা কিছু উন্নতি—তাদের গুণগান কে করে? লোকজয়ী ধর্ম্মবীর বণবীব কাব্যবীব সকলেব চোখেব উপব, সকলের পূজ্য; কিন্তু কেউ যেখানে দেখেনা, কেউ যেখানে একটা বাহবা দেয় না, যেখানে সকলে ঘৃণা কবে, সেখানে বাস কবে, অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত প্রীতি, ও নির্ভীক কার্য্যকাবিতা;—আমাদেব গবীবেরা ঘর দুযাবে দিন বাত যে মুখ বুজে কর্ত্তব্য কোবে যাচ্চে, তাতে কি বীবত্ব নাই? বড কাজ হাতে এলে অনেকেই বীব হয়, ১০ হাজাব লোকেব বাহবাব সামনে কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়, ঘোব স্বার্থপবও নিষ্কাম হয়, কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কার্য্যে সকলেব অজান্তেও যিনি সেই নিঃস্বার্থতা, কর্ত্তব্যপবাযণতা দেখান, তিনিই ধন্য,—সে তোমবা, ভাবতেব চিবপদদলিত শ্রমজীবী।—তোমাদেব প্রণাম কবি।

স্বযেজ খালের ইতিহাস।

এ স্বযেজ খালও অতি প্রাচীন জিনিষ। প্রাচীন মিসবেব ফেবো বাদসাহের সময় কতকগুলি লবণাম্বু জলা, খাতেব দ্বাবা সংযুক্ত কোরে, উভযসমুদ্রস্পর্শী এক খাত তৈযার হয়। মিসরে রোমবাজ্যের শাসন কালেও মধ্যে মধ্যে ঐ খাত মুক্ত রাখবার চেষ্টা হয়।

পরে মুসলমান সেনাপতি অমরু, মিসর বিজয় কোরে ঐ খাতের বালুকা উদ্ধার ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বদ্‌লে এক প্রকার নূতন কোরে তোলেন।

তারপর বড় কেউ কিছু করেন নি। তুরস্ক সুলতানের প্রতিনিধি, মিসরখেদিব ইস্মায়েল, ফরাসীদের পরামর্শে, অধিকাংশ ফরাসী অর্থে, এই খাত খনন করান। এ খালের মুস্কিল হচ্চে যে, মরুভূমির মধ্য দিয়ে যাবার দরুণ পুনঃ পুনঃ বালিতে ভরে যায়। এই খাতের মধ্যে বড় বাণিজ্য-জাহাজ একখানি একবারে যেতে পারে। শুনেছি যে, অতি বৃহৎ রণতরী বা বাণিজ্য-জাহাজ একেবারেই যেতে পারে না। এখন, একখানি জাহাজ যাচ্চে আর একখানি আসচে, এ দুয়ের মধ্যে সংঘাত উপস্থিত হতে পারে—এই জন্যে সমস্ত খালটি কতকগুলি ভাগে বিভক্ত করা হয়েচে এবং প্রত্যেক ভাগের দুই মুখে কতকটা স্থান এমন ভাবে প্রশস্ত করে দেওয়া আছে, যাতে দুই তিন খানি জাহাজ একত্রে থাক্‌তে পারে। ভূমধ্যসাগরমুখে প্রধান আফিস, আর প্রত্যেক বিভাগেই রেল ষ্টেসনের মত ষ্টেসন। সেই প্রধান আফিসে জাহাজটি খালে প্রবেশ কর্‌বামাত্রই ক্রমাগত তারে খবর যেতে থাকে। কখানি আসচে, কখানি যাচ্চে এবং প্রতি মুহূর্ত্তে তারা কে

সুয়েজ জাহাজ যাতায়াতের বন্দোবস্ত।

কোথায় তা খবর যাচ্চে এবং একটি বড় নক্সার উপর চিহ্নিত হচ্চে। একখানির সামনে যদি আর একখানি আসে, এইজন্য এক ষ্টেসনের হুকুম না পেলে আর এক ষ্টেসন পর্য্যন্ত জাহাজ যেতে পায় না।

এই সুয়েজ খাল ফরাসীদের হাতে। যদিও খাল-কোম্পানীর অধিকাংশ শেয়ার এখন ইংরাজদের তথাপিও সমস্ত কার্য্য ফরাসীরা করে—এটি রাজনৈতিক মীমাংসা।

এবার ভূমধ্যসাগর। ভারতবর্ষের বাহিরে এমন স্মৃতিপূর্ণ স্থান আর নেই—এসিয়া আফ্রিকা, প্রাচীন সভ্যতার অবশেষ। একজাতীয় রীতি-নীতি খাওয়াদাওয়া শেষ হল, আর এক প্রকার আকৃতি প্রকৃতি, আহার বিহার, পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার, আরম্ভ হল—ইউরোপ এল। শুধু তাই নয়—নানা

ভূমধ্যসাগর-তীরে বর্ত্তমান সভ্যতার জন্ম।

বর্ণ, জাতি, সভ্যতা, বিদ্যা ও আচারের বহু শতাব্দী ব্যাপী যে মহা-সংমিশ্রণের ফলস্বরূপ এই আধুনিক সভ্যতা, সে সংমিশ্রণের মহাকেন্দ্র এই খানে। যে ধর্ম্ম যে বিদ্যা যে সভ্যতা যে মহাবীর্য্য আজ ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হয়েচে, এই ভূমধ্যসাগরের চতুষ্পার্শ্বই তার জন্মভূমি। ঐ দক্ষিণে—ভাস্কর্য্যবিদ্যার আকর, বহুধনধান্যপ্রসূ, অতি প্রাচীন, মিসর; পূর্ব্বে—ফিনিসিয়ান, ফিলিষ্টিন, যাহুদী,

মহাবল বাবিল, আসীব ও ইরাণী সভ্যতার প্রাচীন রঙ্গভূমি—আসিয়া মাইনব; উত্তবে—সর্ব্বাশ্চর্য্যময় গ্রীক-জাতির প্রাচীন লীলাক্ষেত্র।

স্বামিজী! দেশ নদী পাহাড় সমুদ্রেব কথা ত অনেক শুনলে, এখন প্রাচীন কাহিনী কিছু শোন। এ প্রাচীন কাহিনী বড অদ্ভুত। গল্প নয—সত্য; মানবজাতিব যথার্থ ইতিহাস। এই সকল প্রাচীন দেশ কালসাগবে প্রায লয হযেছিল। যা কিছু লোকে জানতো, তা প্রায প্রাচীন যবন ঐতিহাসিকের অদ্ভুত গল্পপূর্ণ প্রবন্ধ অথবা বাইবল নামক যাহুদী পুবাণেব অত্যদ্ভুত বর্ণনা মাত্র। এখন পুবাণো পাথব, বাডী, ঘর, টালিতে লেখা পুঁথি, আর ভাষাবিশ্লেষ শত মুখে গল্প কোবচে। এ গল্প এখন সবে আবম্ভ হযেচে, এখনই কত আশ্চর্য্য কথা বেবিযে পডেচে, পরে কি বেরুবে কে জানে? দেশ দেশান্তবেব মহা মহা পণ্ডিত দিন বাত এক টুকরো শিলালেখ বা ভাঙ্গা বাসন বা একটা বাডী বা একখান টালি নিযে মাথা ঘামাচ্চেন, আর সেকালেব লুপ্ত বার্ত্তা বাব কোবচেন।

জগতের প্রাচীন কাহিনী।

যখন মুসলমান নেতা ওস্মান্, কনষ্টান্টিনোপল দখল কোবলে, সমস্ত পূর্ব্ব ইউবোপে ইসলামের ধ্বজা সগর্ব্বে উড়িতে লাগলো, তখন প্রাচীন গ্রীকদিগের যে সকল

পুস্তক, বিদ্যাবুদ্ধি তাদের নির্ব্বীর্য্য বংশধরদের কাছে লুকান ছিল, তা পশ্চিম-ইউরোপে পলায়মান গ্রীক্‌দের সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়লো। গ্রীকেরা রোমের বহুকাল পদানত হয়েও বিদ্যা বুদ্ধিতে রোমক-দের গুরু ছিল। এমন কি, গ্রীক্‌রা কৃশ্চান হওয়ায় এবং গ্রীক্ ভাষায় কৃশ্চানদের ধর্ম্ম-গ্রন্থ লিখিত হওয়ায়, সমগ্র রোমক সাম্রাজ্যে কৃশ্চান ধর্ম্মের বিজয় হয়। কিন্তু প্রাচীন গ্রীক্, যাদের আমরা যবন বলি, যারা ইউরোপী সভ্যতার আদ্‌গুরু, তাদের সভ্যতার চরম উত্থান কৃশ্চানদের অনেক পূর্ব্বে। কৃশ্চান হয়ে পর্য্যন্ত তাদের বিদ্যা বুদ্ধি সমস্ত লোপ পেয়ে গেল, কিন্তু যেমন হিন্দুদের ঘরে পূর্ব্ব-পুরুষদের বিদ্যা বুদ্ধি কিছু কিছু রক্ষিত আছে, তেমনি কৃশ্চান গ্রীক্‌দের কাছে ছিল; সেই সকল পুস্তক চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। তাতেই ইংরাজ, জর্ম্মান, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি জাতির মধ্যে প্রথম সভ্যতার উন্মেষ। গ্রীক্‌ভাষা, গ্রীকবিদ্যা শেখ্‌বার একটা ধূম পড়ে গেল। প্রথমে যা কিছু ঐ সকল পুস্তকে ছিল, তা হাড়-শুদ্ধ গেলা হল। তারপর যখন নিজেদের বুদ্ধি মার্জ্জিত

প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সম্বন্ধ।

গ্রীক বিদ্যার চর্চ্চা হইতে ইউরোপী সভ্যতার জন্ম ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্যার উৎপত্তি।

হয়ে আসতে লাগ্‌লো এবং ক্রমে ক্রমে পদার্থ-বিদ্যার অভ্যুত্থান হতে লাগ্‌লো, তখন ঐ সকল গ্রন্থের সময় প্রণেতা, বিষয়, যাথাতথ্য ইত্যাদির গবেষণা চল্‌তে লাগ্‌লো। কৃশ্চানদের ধর্ম্ম-গ্রন্থগুলি ছাড়া প্রাচীন অকৃশ্চান গ্রীকদের সমস্ত গ্রন্থের উপর মতামত প্রকাশ কোর্‌তে ত আর কোনও বাধা ছিল না, কাজেই বাহ্য এবং আভ্যন্তর সমালোচনার এক বিদ্যা বেরিয়ে পড়লো।

প্রত্নতত্ত্ব আলোচনায় সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের উপায়।

মনে কর, একখানা পুস্তকে লিখেচে যে অমুক সময়ে অমুক ঘটনা ঘটেছিল। কেউ দয়া কোরে একটা পুস্তকে যা হয় লিখেচেন বল্‌লেই কি সেটা সত্য হল? লোকে, বিশেষ সে কালের, অনেক কথাই কল্পনা থেকে লিখ্‌তো, আবার প্রকৃতি, এমন কি, আমাদের পৃথিবী সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান অল্প ছিল, এই সকল কারণ গ্রন্থোক্ত বিষয়ের সত্যাসত্যের নির্দ্ধারণে বিষম সন্দেহ জন্মাতে লাগ্‌লো;

১ম উপায়।

মনে কর, এক জন গ্রীক ঐতিহাসিক লিখেচেন যে, অমুক সময়ে ভারতবর্ষে চন্দ্রগুপ্ত বলে একজন রাজা ছিলেন। যদি ভারতবর্ষের গ্রন্থেও ঐ সময়ে ঐ রাজার উল্লেখ দেখা যায়, তা হলে বিষয়টা অনেক প্রমাণ হল বৈ কি। যদি চন্দ্রগুপ্তের কতকগুলো টাকা

পাওয়া যায় বা তাঁর সময়ের একটা বাড়ী পাওয়া যায়, যাতে তাঁর উল্লেখ আছে, তাহলে আর কোন গোলই রইলো না।

মনে কর, আবার একটা পুস্তকে লেখা আছে যে, একটা ঘটনা সিকন্দর বাদসার সময়ের, কিন্তু তার মধ্যে দুএকজন রোমক বাদসার উল্লেখ
২য় উপায়। রয়েচে, এমন ভাবে রয়েচে যে, প্রক্ষিপ্ত হওয়া সম্ভব নয়—তা হলে সে পুস্তকটি সিকন্দর বাদসার সময়ের নয় বলে প্রমাণ হল।

অথবা ভাষা—সময়ে সময়ে সকল ভাষারই পরিবর্ত্তন হচ্চে, আবার এক-এক লেখকের এক একটা ঢঙ্ থাকে। যদি একটা পুস্তকে খামকা একটা
৩য় উপায়। অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনা লেখকের বিপরীত ঢঙ্গে থাকে, তা হলেই সেটা প্রক্ষিপ্ত বলে সন্দেহ হবে। এই প্রকার নানা প্রকারে সন্দেহ, সংশয়, প্রমাণ প্রয়োগ কোরে গ্রন্থতত্ত্ব নির্ণয়ের এক বিদ্যা বেরিয়ে পড়্লো।

তার উপর আধুনিক বিজ্ঞান দ্রুতপদসঞ্চারে নানা দিক্ হতে রশ্মিবিকীরণ কর্‌তে লাগ্‌লো;
৪র্থ উপায়। ফল—যে পুস্তকে কোনও অলৌকিক ঘটনা লিখিত আছে, তা একেবারেই অবিশ্বাস্য হয়ে পড়্লো।

সকলের উপব—মহাতরঙ্গরূপ সংস্কৃত ভাষার ইউ-রোপে প্রবেশ এবং ভাবতবর্ষে, ইউফ্রেটিস্ নদীতটে ও মিসরদেশে, প্রাচীন শিলালেখের পুনঃ পঠন; আব বহুকাল ভূগর্ভে বা পর্ব্বতপার্শ্বে লুকাযিত মন্দিরাদির আবিষ্কিযা ও তাহাদের যথার্থ ইতিহাসের জ্ঞান। পূর্ব্বে বলেচি যে, এ নূতন গবেষণা বিদ্যা "বাইবল" বা "নিউটেষ্টামেণ্ট" গ্রন্থগুলিকে আলাদা রেখেছিল। এখন মার-ধোব, জেন্ত পোডান ত আর নেই, কেবল সমাজেব ভয়; তা উপেক্ষা কোরে অনেকগুলি পণ্ডিত উক্ত পুস্তকগুলিকেও বেজায বিশ্লেষ করেচেন। আশা করি, হিন্দু প্রভৃতি ধর্ম্মপুস্তককে ওঁরা যেমন বেপরোয়া হযে টুক্রো টুক্রো কবেন, কালে সেই প্রকার সৎ-সাহসের সহিত য়াহুদী ও কৃশ্চান পুস্তকাদিকেও করবেন। একথা বলি কেন, তাব একটা উদাহরণ দিই —মাস্পেরো বলে এক মহাপণ্ডিত, মিসর প্রত্নতত্ত্বের অতি প্রতিষ্ঠ লেখক, 'ইস্তোযার আসিএন ওরিআঁতাল' বলে মিসর ও বাবিলদিগের এক প্রকাণ্ড ইতিহাস লিখেচেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে উক্ত গ্রন্থের এক ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদের ইংরাজীতে তর্জ্জমা পড়ি। এবার ব্রিটিশ মিউজিয়মের (British

৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম উপায।

ফরাসী প্রত্ন-তত্ত্ববিৎ মাস-পেরো।

Museum) এক অধ্যক্ষকে কয়েকখানি মিসর ও বাবিল সম্বন্ধী গ্রন্থের বিষয় জিজ্ঞাসা করায় মাসপেরোর গ্রন্থের কথা উল্লেখ হয়। তাতে আমার কাছে উক্ত গ্রন্থের তর্জ্জমা আছে শুনে তিনি বল্‌লেন যে, ওতে হবে না, অনুবাদক কিছু গোঁড়া কৃশ্চান; এজন্য যেখানে যেখানে মাসপেরোর অনুসন্ধান খ্রীষ্টধর্ম্মকে আঘাত করে, সে সব গোলমাল কোরে দেওয়া আছে! মূল ফরাসী ভাষায় গ্রন্থ পড়্‌তে বল্‌লেন। পড়ে দেখি তাইত—এ যে বিষম সমস্যা। ধর্ম্মগোড়ামিটুকু কেমন জিনিষ জান ত?—সত্যাসত্য সব তাল পাকিয়ে যায়। সেই অবধি ওসব গবেষণাগ্রন্থের তর্জ্জমার ওপর অনেকটা শ্রদ্ধা কমে গেচে।

ইংরেজ অনুবাদকের গোঁড়ামি।

আর এক নূতন বিদ্যা জন্মেচে, যার নাম জাতিবিদ্যা অর্থাৎ মানুষের রঙ্গ, চুল, চেহারা, মাথার গঠন, ভাষা প্রভৃতি দেখে, শ্রেণীবদ্ধ করা।

জাতিবিদ্যা।

জর্ম্মানরা সর্ব্ববিদ্যায় বিশারদ হলেও সংস্কৃত আর প্রাচীন আসিরীয় বিদ্যায় বিশেষ পটু; বর্গস্ প্রভৃতি জর্ম্মান পণ্ডিত ইহার নিদর্শন। ফরাসীরা প্রাচীন মিসরের তত্ত্ব উদ্ধারে বিশেষ সফল—মাস্‌পেরোপ্রমুখ মণ্ডলী

ভিন্ন জাতীয় পণ্ডিতমণ্ডলী।

ফরাসী। ওলন্দাজেরা য়াহুদী ও প্রাচীন খ্রীষ্টধর্ম্মের বিশ্লেষণে বিশেষ প্রতিষ্ঠ—কূনা প্রভৃতি লেখক জগৎপ্রসিদ্ধ।

ইংরেজরা অনেক বিদ্যার আরম্ভ কোরে দিয়ে, তারপর সরে পড়ে।

এই সকল পণ্ডিতদের মত কিছু বলি। যদি ভাল না লাগে, তাদের সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি করো, আমায় দোষ দিও না।

হিঁদু, য়াহুদী, প্রাচীন বাবিলি, মিসরি প্রভৃতি প্রাচীন জাতিদের মতে, সমস্ত মানুষ এক আদিম পিতা-মাতা হতে অবতীর্ণ হয়েচে। একথা এখন বড় লোকে মান্‌তে চায না।

কালো কুচ্‌কুচে, নাকহীন, ঠোঁটপুরু, গড়ানে কপাল, আর কোঁকড়া চুল কাফ্রী দেখেচ? প্রায় ঐ ঢঙ্গের গড়ন তবে আকারে ছোট, চুল অত কোঁকড়া নয়, সাওতালি, আণ্ডামানি, ভিল, দেখেচ? প্রথম শ্রেণীর নাম নিগ্রো (Negro)। ইহাদের বাসভূমি আফ্রিকা। দ্বিতীয জাতির নাম নেগ্রিটো (Negrito)—ছোট নিগ্রো; ইহারা প্রাচীন কালে আরাবের কতক অংশে, ইউফ্রেটিস্ তটের অংশে, পারস্যের দক্ষিণভাগে ভারতবর্ষময, আণ্ডামান প্রভৃতি দ্বীপে, মায় অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত বাস করত। আধুনিক

নিগ্রো ও নেগ্রিটো জাতির চেহারা।

সময়ে ভারতের কোন কোন ঝোড জঙ্গলে, আণ্ডামানে এবং অষ্ট্রেলিয়ায় ইহারা বর্ত্তমান।

লেপ্‌চা, ভুটিয়া, চীনি প্রভৃতি দেখেচ?—সাদা রঙ্গ বা হল্‌দে, সোজা কালো চুল? কালো চোক, কিন্তু চোক কোনাকুনি বসান, দাঁড়ি গোঁফ অল্প, চেপ্টা মুখ, চোকের নীচের হাড দুটো ভারি উঁচু।

মোগল ও মোগলইড্ বা তুরাণি জাতি।

নেপালি, বর্ম্মি, সায়েমি, মালাই, জাপানি দেখেচ? এরা ঐ গডন, তবে আকারে ছোট।

এ শ্রেণীর দুই জাতির নাম মোগল আর মোগলইড্ (ছোট মোগল)। 'মোগল' জাতি এক্ষণে অধিকাংশ আসিয়াখণ্ড দখল কোরে বসেচে। এরাই মোগল, কাল মুখ হুন, চীন, তাতার, তুর্ক, মানচু, কির্‌গিজ প্রভৃতি বিবিধ শাখায় বিভক্ত হয়ে, এক চীন ও তিব্বতি সওযায, তাঁবু নিয়ে আজ এদেশ, কাল ওদেশ করে, ভেডা ছাগল গরু ঘোডা চরিয়ে বেডায, আর বাগে পেলেই পঙ্গপালের মত এসে দুনিয়া ওলট-পালট কোরে দেয়। এদের আর একটি নাম তুরাণি। ইরাণ তুরাণ—সেই তুরাণ।

রঙ্গ কালো কিন্তু সোজা চুল, সোজা নাক, সোজা কালো চোক—প্রাচীন মিসর, প্রাচীন বাবিলোনিয়ায বাস করত এবং অধুনা ভারতময,—বিশেষ, দক্ষিণদেশে

বাস করে, ইউরোপেও এক আধ জায়গায় চিহ্ন পাওয়া যায়,—এ এক জাতি। ইহাদের পারিভাষিক নাম দ্রাবিড়ি।

দ্রাবিড়ি জাতি।

সাদা রঙ্গ, সোজা চোক কিন্তু কান নাক—রামছাগলের মুখের মত বাঁকা আর ডগা মোটা, কপাল গড়ান, ঠোঁট পুরু—যেমন উত্তর আরাবের লোক, বর্ত্তমান য়াহুদী, প্রাচীন বাবিল, আসিরী, ফিনিস্ প্রভৃতি; ইহাদের ভাষাও এক প্রকারের; ইহাদের নাম সেমিটিক্।

সেমিটিক্ জাতি।

আর যারা সংস্কৃতের সদৃশ ভাষা কয়, সোজা নাক মুখ চোখ, রঙ্গ সাদা, চুল কালো বা কটা, চোক কাল বা নীল, এদের নাম আরিয়ান্।

আরিয়ান বা আর্য্য।

বর্ত্তমান সমস্ত জাতিই এই সকল জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন। উহাদের মধ্যে যে জাতির ভাগ অধিক যে দেশে, সে দেশের ভাষা ও আকৃতি অধিকাংশই সেই জাতির ন্যায়।

বর্ত্তমান সকল জাতিই মিশ্র।

উষ্ণদেশ হলেই যে রঙ্গ কালো হয় এবং শীতল দেশ হইলেই যে বর্ণ সাদা হয়, একথা এখানকার অনেকেই মানেন না। কালো এবং সাদার মধ্যে যে বর্ণগুলি সেগুলি অনেকের মতে, জাতি-মিশ্রণে উৎপন্ন হয়েচে।

মিশ্রনেই রঙ্গ বদল হয়।

মিসর ও প্রাচীন বাবিলের সভ্যতা পণ্ডিতদেব মতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এ সকল দেশে, খ্রীঃ পূঃ ৬০০০ বৎসর বা ততোধিক সময়ের বাড়ী-ঘর-দোর পাওযা যায। ভারতবর্ষে জোর চন্দ্রগুপ্তেব সময়ের যদি কিছু পাওযা গিযা থাকে,—খ্রীঃ পূঃ ৩০০ বৎসর মাত্র। তার পূর্ব্বের বাডী ঘর এখনও পাওযা যায নাই। * তবে তাব বহু পূর্ব্বের পুস্তকাদি আছে, যা অন্য কোনও দেশে পাওযা যায না। পণ্ডিত বালগঙ্গাধর তিলক প্রমাণ করেচেন যে, হিন্দুদের "বেদ" অন্ততঃ খ্রীঃ পূঃ পাঁচ হাজার (৫০০০) বৎসর আগে বর্ত্তমান আকারে ছিল।

বর্ত্তমান ইউ-রোপী সভ্যতা।

এই ভূমধ্যসাগর প্রান্ত,—যে ইউবোপী সভ্যতা এখন বিশ্বজযী, তাহার জন্মভূমি। এই তটভূমিতে মিসরি, বাবিলি, ফিনিক্, যাহুদী প্রভৃতি সেমিটিক্ জাতিবর্গ ও ইরাণি, যবন, রোমক প্রভৃতি আর্য্যজাতির সংমিশ্রনে—বর্ত্তমান ইউরোপী সভ্যতা।

মিসর-তত্ত্ব।

"রোজেট্টা ষ্টোন" নামক একখণ্ড বৃহৎ শিলালেখ মিশরে পাওযা যায। তাহার উপর জীবজন্তুর লাঙ্গুল ইত্যাদি রূপ চিত্রলিপিতে লিখিত এক লেখ আছে, তাহার নীচে আর এক প্রকার লেখ,

---

* কিন্তু কিছু দিন পূর্ব্বে, পাঞ্জাবের মণ্টগোমেরি জেলায় হবপ্পা গ্রামের ভূগর্ভে খ্রীঃ পূঃ ৫০০০ বৎসবেব পূর্ব্বেকার সভ্যতাব গৃহাদি সকল নিদর্শনই পাওয়া গিয়াছে।

সকলের নিম্নে গ্রীক ভাষার অনুযায়ী লেখ। একজন পণ্ডিত ঐ তিন লেখ-কে এক অনুমান করেন। কপ্ত নামক যে ক্রিশ্চিযান জাতি এখনও মিসরে বর্ত্তমান এবং যাহারা প্রাচীন মিসরিদের বংশধর বলে বিদিত, তাদের লেখের সাহায্যে, তিনি এই প্রাচীন মিসরি লিপির উদ্ধার করেন। ঐরূপ বাবিলিদের ইট এবং টালিতে খোদিত ভল্লাগ্রের ন্যায লিপিও ক্রমে উদ্ধার হয। এদিকে ভারতবর্ষেব লাঙ্গলাকৃতি কতকগুলি লেখ মহাবাজা অশোকেব সমসামযিক লিপি বলিযা আবিষ্কৃত হয। এতদপেক্ষা প্রাচীন লিপি ভারতবর্ষে পাওযা যায নাই। মিসরময নানা প্রকার মন্দির, স্তম্ভ, শবাধার ইত্যাদিতে যে সকল চিত্রলিপি লিখিত ছিল, ক্রমে ক্রমে সেগুলি পঠিত হযে, প্রাচীন মিসর-তত্ত্ব বিশদ কোবে ফেল্‌চে।

ভারতবর্ষ হইতে মিসরে আগমন।

মিসরিরা সমুদ্রপার "পন্‌ট" নামক দক্ষিণ দেশ হতে মিসরে প্রবেশ করেছিল। কেউ কেউ বলেন যে, ঐ "পন্‌ট"-ই বর্ত্তমান মালাবার, এবং মিসরিরা ও দ্রাবিড়িরা এক জাতি। ইহাদের প্রথম রাজার নাম "মেন্সুস্।" ইহাদের প্রাচীন ধর্ম্মও কোনও কোনও অংশে আমাদের পৌরাণিক কথার ন্যায। "শিবু" দেবতা "নুই" দেবীর দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে-

ছিলেন, পরে আর এক দেবতা "শু" এসে, বলপূর্ব্বক "নুই"কে তুলে ফেললেন। "নুই"র শরীর আকাশ হল, দুহাত আর দুপা হল সেই আকাশেব চাব স্তম্ভ। আর "শিবু" হলেন পৃথিবী। "নুই"ব পুত্র কন্যা "অসিরিস্" আর "ইসিস্," মিসবেব প্রধান দেব দেবী, এবং তাঁহাদেব পুত্র "হোরস্" সর্ব্বোপাস্য। এই তিনজন এক সঙ্গে উপাসিত হতেন। "ইসিস্" আবার গো-মাতা রূপে পূজিত।

হিন্দুদের ন্যায় দেব দেবী ও গো-পূজা।

পৃথিবীতে "নীল" নদের ন্যায়, আকাশে ঐ প্রকার নীলনদ আছেন—পৃথিবীর নীলনদ তাহার অংশ মাত্র। সূর্য্যদেব, ইহাদের মতে নৌকায কোরে পৃথিবী পরিভ্রমণ করেন; মধ্যে মধ্যে "অহি" নামক সর্প তাঁহাকে গ্রাস করে, তখন গ্রহণ হয়।

নীল নদ ও সূর্য্যদেব।

চন্দ্রদেবকে এক শূকর মধ্যে মধ্যে আক্রমণ করে এবং খণ্ড খণ্ড কোরে ফেলে, পরে ১৫ দিন তাঁর সারতে লাগে। মিসরের দেবতা-সকল কেউ "শৃগালমুখ" কেউ "বাজের" মুখযুক্ত, কেউ "গোমুখ" ইত্যাদি।

চন্দ্রদেব।

সঙ্গে সঙ্গেই ইউফ্রেটিস্ তীরে আর এক সভ্যতার উত্থান হযেছিল। তাদের মধ্যে "বাল", "মোলখ",

"ইস্তারত" ও "দমুজি" প্রধান। "ইস্তারত," "দমুজি" নামক মেষপালকের প্রণয়ে আবদ্ধ হলেন। এক বরাহ দমুজিকে মেরে ফেল্‌লে। পৃথিবীর নীচে, পরলোকে, "ইস্তারত," "দমুজির" অন্বেষণে গেলেন। সেথায় "আলাৎ" নামক ভয়ঙ্করী দেবী, তাঁকে বহু যন্ত্রণা দিলে। শেষে "ইস্তারত" বল্‌লেন যে, আমি "দমুজিকে" না পেলে মর্ত্ত্যলোকে আর যাব না। মহা মুস্কিল;—উনি হলেন কামদেবী, উনি না এলে মানুষ জন্তু, গাছপালা আর কিছুই জন্মাবে না। তখন দেবতারা সিদ্ধান্ত করলেন যে, প্রতি বৎসর "দমুজি" চার মাস থাক্‌বেন পরলোকে—পাতালে, আর আট মাস থাকবেন মর্ত্ত্যলোকে। তখন "ইস্তার" ফিরে এলেন,—বসন্তের আগমন হল, শস্যাদি জন্মাল।

বাবিলদিগের দেব দেবী—মোলখ, ইস্তারত ইত্যাদি।

এই "দমুজি" আবার "আদুনোই" বা আদুনিস্ নামে বিখ্যাত। সমস্ত সেমিটিক্ জাতিদের ধর্ম্ম কিঞ্চিৎ অবান্তর ভেদে প্রায় একরকমই ছিল। বাবিলি, যাহুদী, ফিনিক্ ও পরবর্ত্তী আরাবদের একই প্রকার উপাসনা ছিল। প্রায় সকল দেবতারই নাম "মোলখ" (যে শব্দটি বাঙ্গলা ভাষাতে মালিক্, মুল্লুক ইত্যাদি রূপে এখনও রয়েচে) অথবা "বাল", তবে অবান্তরভেদ ছিল। কারুর কারুর মত —এ "আলাৎ"দেবতা পরে আরাবদিগের "আল্লা" হলেন

এই সকল দেবতার পূজার মধ্যে কতকগুলি ভয়ানক ও জঘন্য ব্যাপারও ছিল। "মোলখ" বা "বালে"র নিকট পুত্রকন্যাকে জীবন্ত পোড়ান হোত। "ইস্তাবতে"র মন্দিরে স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক কামসেবা প্রধান অঙ্গ ছিল।

বাইবলের সময়।

যাহুদী জাতির ইতিহাস বাবিল অপেক্ষা অনেক আধুনিক। পণ্ডিতদের মতে "বাইবল" নামক ধর্ম্মগ্রন্থ খ্রীঃ পূঃ ৫০০ শতাব্দী হতে আরম্ভ হয়ে খ্রীঃ পর পর্য্যন্ত লিখিত হয়। বাইবলের অনেক অংশ যা পূর্ব্বের বলে প্রথিত, তাহা অনেক পরের। এই বাইবলের মধ্যে স্থূল কথাগুলি "বাবিল" জাতির। বাবিলদের সৃষ্টিবর্ণনা, জলপ্লাবন বর্ণনা অনেক স্থলে বাইবল গ্রন্থে সমগ্র গৃহীত। তার

বাবিল ও পারসী ধর্ম্মমত গ্রহণ।

উপর পারসী বাদসারা যখন আসিয়া-মাইনরের উপর রাজত্ব কর্ত্তেন, সেই সময়ে অনেক "পারসী" মত য়াহুদীদের মধ্যে প্রবেশ করে। বাইবলের প্রাচীন ভাগের মতে এই জগৎই সব; আত্মা বা পরলোক নাই। নবীন ভাগে "পারসীদেব" পরলোকবাদ, মৃতের পুনরুত্থান ইত্যাদি দৃষ্ট হয়; এবং সয়তান-বাদটি একেবারে "পারসীদের"।

য়াহুদীদের ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ "যাভে" নামক

"মোলখের" পূজা। এই নামটি কিন্তু য়াহুদী ভাষার নয়, কারুর কারুর মতে ঐটি মিসরী

যাহুদী ধর্ম।

শব্দ। কিন্তু কোথা থেকে এল কেউ জানে না। বাইবলে বর্ণনা আছে যে, যাহুদীরা মিসরে আবদ্ধ হয়ে অনেক দিন ছিল,—সে সব এখন কেউ বড় মানে না এবং "ইব্রাহিম", "ইসহাক", "ইয়ুস্থক" প্রভৃতি গোত্রপিতাদের রূপক বলে প্রমাণ করে।

য়াহুদীরা "যাভে" এ নাম উচ্চারণ কর্‌ত না, তার স্থানে "আদুনোই" বল্‌ত। যখন যাহুদীরা, ইস্রেল আর ইফ্রেম দুই শাখায় বিভক্ত হল, তখন দুই দেশে দুটি প্রধান মন্দির নির্ম্মিত হল। জিরুসালেমে ইস্রেল-দের যে মন্দিব নির্ম্মিত হল, তাতে "যাভে" দেবতার একটি নর-নারী সংযোগ মূর্ত্তি একটি সিন্দুকের মধ্যে রক্ষিত হোত। দ্বারদেশে একটি বৃহৎ পুংচিহ্ন স্তম্ভ ছিল। ইফ্রেমে "যাভে" দেবতা, সোণামোড়া বৃষের মূর্ত্তিতে পূজিত হতেন।

উভয় স্থানেই, জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দেবতাব নিকট জীবন্ত অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হোত এবং একদল স্ত্রীলোক ঐ দুই মন্দিরে বাস কর্‌ত,—তারা মন্দিরের মধ্যেই বেশ্যাবৃত্তি কোরে যা উপার্জ্জন কর্‌ত, তা মন্দিরের ব্যয়ে লাগ্‌ত।

ক্রমে য়াহুদীদের মধ্যে একদল লোকের প্রাদুর্ভাব হল; তাঁরা গীত বা নৃত্যের দ্বারা আপনাদের মধ্যে দেবতার আবেশ করতেন। এঁদের নাম নবী বা Prophet (ভাববাদী)। এঁদের মধ্যে অনেকে ইরাণীদের সংসর্গে মূর্ত্তিপূজা, পুত্রবলি, বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদির বিপক্ষ হয়ে পড়্‌ল। ক্রমে, বলির যায়গায়, হল "সুন্নত্"। বেশ্যাবৃত্তি, মূর্ত্তি আদি ক্রমে উঠে গেল; ক্রমে ঐ নবী-সম্প্রদায়ের, মধ্য হতে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের সৃষ্টি হল।

নবী ও পারসী ধর্ম্ম।

"ঈশা" নামক কোনও পুরুষ কখনও জন্মেছিলেন কিনা এ নিয়ে বিষম বিতণ্ডা। "নিউ টেষ্টামেণ্টের" যে চার পুস্তক, তার মধ্যে সেণ্ট্ জন নামক পুস্তক ত একেবারে অগ্রাহ্য হয়েচে। বাকি তিনখানি, কোনও এক প্রাচীন পুস্তক দেখে লেখা—এই সিদ্ধান্ত; তাও "ঈশা," হজরতের যে সময় নির্দ্দিষ্ট আছে তার অনেক পরে।

ঈশা কি ঐতিহাসিক ? Higehr criticism.

তার উপর যে সময় "ঈশা" জন্মেছিলেন বলে প্রসিদ্ধি, সে সময় ঐ যাহুদীদের মধ্যে দুজন ঐতিহাসিক জন্মেছিলেন, "জোসিফুস্" আর "সিলো"। এঁরা য়াহুদীদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়েরও উল্লেখ

করেচেন, কিন্তু ঈশা বা কৃশ্চীযানদের নামও নাই; অথবা রোমান জজ্ তাঁকে ক্রুশে মার্তে হুকুম দিযেছিল, এর কোনও কথাই নাই। জ্যোসিফুসেব পুস্তকে এক ছত্র ছিল, তা এখন প্রক্ষিপ্ত বলে প্রমাণ হযেচে।

রোমকরা ঐ সমযে যাহুদীদের উপর বাজত্ব কর্ত, গ্রীকেরা সকল বিদ্যা শিখাত। ইহারা সকলেই যাহুদীদের সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখেচেন, কিন্তু "ঈশা" বা কৃশ্চীযানদের কোনও কথাই নাই।

আবার মুস্কিল যে, যে সকল কথা, উপদেশ, বা মত, নিউটেষ্টামেণ্ট গ্রন্থে প্রচার আছে, ও সমস্তই নানা দিক্‌দেশ হতে এসে খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই, যাহুদীদের মধ্যে বর্ত্তমান ছিল এবং "হিলেল্" প্রভৃতি রাব্বিগণ (উপদেশক) প্রচার কবছিলেন। পণ্ডিতরা ত এই সব বল্‌চেন; তবে অন্যের ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেমন সাঁ কোরে এক কথা বলে ফেলেন, নিজেদের দেশের ধর্ম্ম সম্বন্ধে তা বল্‌লে কি আর জাঁক থাকে? কাজেই শনৈঃ শনৈঃ যাচ্চেন। এর নাম "হাইযার ক্রিটিসিস্‌ম্" (Higher criticism)।

ভারতে প্রত্ন-তত্ত্ব বিদ্যা-চর্চ্চার বিঘ্ন।

পাশ্চাত্য বুধমণ্ডলী, এই প্রকার, দেশ দেশান্তরের ধর্ম্ম, নীতি, জাতি ইত্যাদির আলোচনা করচেন। আমাদের বাঙ্গলা ভাষায কিছুই নাই। হবে কি কোরে—এক বেচারা, ১০ বৎসর হাডগোড় ভাঙ্গা পরিশ্রম কোরে,

যদি এই রকম একখানা বই তর্জ্জমা করে, ত সে নিজেই বা খায় কি, আর বই বা ছাপায় কি দিযে ?

একে দেশ অতি দবিদ্র, তাতে বিদ্যা একেবারে নেই বল্‌লেই হয। এমন দিন কি হবে যে, আমরা নানা প্রকার বিদ্যার চর্চ্চা করবো ?—"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘযতে গিরিং—যৎ কৃপা" !—মা জগদম্বাই জানেন।

জাহাজ নেপল্‌সে লাগ্‌ল—আমরা ইতালীতে পৌঁছুলাম। এই ইতালীর রাজধানী, রোম। এই রোম, সেই প্রাচীন মহাবীর্য্য রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী—যাহার রাজনীতি, যুদ্ধবিদ্যা, উপনিবেশ সংস্থাপন, পরদেশ-বিজয, এখনও সমগ্র পৃথিবীর আদর্শ।

ইউরোপ—ইতালী।

নেপল্‌স্ ত্যাগ কোরে জাহাজ মার্সাইলে লেগেছিল, তারপর একেবারে লণ্ডন।

ইউরোপ সম্বন্ধে তোমাদের ত নানা কথা শোনা আছে,—তারা কি খায, কি পরে, কি রীতি-নীতি আচার ইত্যাদি—তা আর আমি কি বল্‌বো। তবে—ইউরোপী সভ্যতা কি, এর উৎপত্তি কোথায, আমাদের সঙ্গে ইহার কি সন্ধন্ধ, এ সভ্যতার কতটুকু আমাদের লওযা উচিত —এ সব সম্বন্ধে অনেক কথা বল্‌বার রইল। শরীর

কাউকে ছাড়েনা ভাযা, অতএব বারান্তরে সে সব কথা বল্‌তে চেষ্টা করবো। অথবা বল কি হবে? বকা-বকি বলা-কওযাতে আমাদেব (বিশেষ বাঙ্গালীর) মত কে বা মজবুত? যদি পার ত কোরে দেখাও। কাজ কথা কউক, মুখকে বিরাম দাও। তবে একটা কথা ব'লে রাখি,—গরীব নিম্নজাতিদের মধ্যে বিদ্যা ও শক্তির প্রবেশ যখন থেকে হতে লাগ্‌লো তখন থেকেই ইউরোপ উঠতে লাগ্‌লো। বাশি রাশি অন্য দেশের আবর্জ্জনার ন্যায পরিত্যক্ত দুঃখী গরীব আমেরিকায স্থান পায, আশ্রয পায; এরাই আমে-রিকার মেরুদণ্ড। বড়মানুষ, পণ্ডিত, ধনী, এরা শুন্‌লে বা না-শুন্‌লে, বুঝ্‌লে বা না-বুঝলে, তোমাদের গাল দিলে বা প্রশংসা কব্‌লে, কিছুই এসে যায় না, এঁরা হচ্চেন শোভামাত্র, দেশের বাহার।—কোটি কোটি গরীব নীচ যারা, তারাই হচ্চে প্রাণ। সংখ্যায় আসে যায না, ধন বা দারিদ্র্যে আসে যায না; কায়-মন-বাক্য যদি এক হয, একমুষ্টি লোক পৃথিবী উল্টে দিতে পাবে,—এই বিশ্বাসটি ভুলো না। বাধা যত হবে, ততই ভাল। বাধা না পেলে কি নদীর বেগ হয? যে জিনিষ যত নূতন হবে, যত উত্তম হবে, সে জিনিষ

গরীবদের উন্নতিতে দেশের উন্নতি।

বাধা বিঘ্নে শক্তি বৃদ্ধি।

প্রথম তত অধিক বাধা পাবে। বাধাই ত সিদ্ধির পূর্ব্ব লক্ষণ। বাধাও নাই সিদ্ধিও নাই। অলমিতি।

* * * * *

আমাদের দেশে বলে, পাযে চক্কর থাক্‌লে, সে লোক ভবঘুরে হয়। আমার পাযে বোধ হয সমস্তই চক্কর। বোধ হয বলি কেন? পা নিরীক্ষণ কোরে, চক্কর আবিষ্কার করবার অনেক চেষ্টা করেচি, কিন্তু সে চেষ্টা একেবারে বিফল—সে শীতের চোটে পা ফেটে খালি চৌ-চাক্‌লা, তায চক্কর ফক্কর বড দেখা গেল না। যা হক্—যখন কিম্বদন্তী রযেচে, তখন মেনে নিলুম যে, আমার পা চক্কবময। ফল কিন্তু সাক্ষাৎ—এত মনে কর্‌লুম যে, পারিতে বসে কিছুদিন ফরাসী ভাষা, সভ্যতা আলোচনা করা যাবে, পুরাণ বন্ধু বান্ধব ত্যাগ কোবে, এক গরীব ফরাসী নবীন বন্ধুর বাসায গিযে বাস করলুম,—(তিনি জানেন না ইংরাজী, আমার ফরাসী—সে এক অদ্ভুত ব্যাপার!) বাসনা যে, বোবা হযে বসে থাকার না-পারকতায, কাজে কাজেই ফরাসী বল্‌বার উদ্যোগ হবে আর গড় গড়িযে ফরাসী ভাষা এসে পড়বে;—কোথায় চল্লুম ভিয়েনা, তুরকি, গ্রীস, ইজিপ্ত, জেরুসালেম, পর্য্যটন কর্ত্তে! ভবিতব্য কে

ইউরোপ ভ্রমণ—কন্‌ষ্টাণ্টি-নোপ্‌ল।

ঘোচায বল। তোমায পত্র লিখ্‌চি, মুসলমান প্রভুত্বের অবশিষ্ট রাজধানী কন্‌ষ্টান্টিনোপ্‌ল হতে।

সঙ্গের সঙ্গী।

সঙ্গের সঙ্গী তিন জন—দুজন ফবাসী, একজন আমেরিক। আমেবিক তোমাদেব পরিচিতা মিস্ ম্যাক্‌লউড, ফরাসী পুরুষ বন্ধু মস্যিয জুল্‌বোওযা, ফ্রান্সের একজন সুপ্রতিষ্ঠিত দার্শনিক ও সাহিত্যলেখক; আর ফবাসিনী বন্ধু, জগদ্বিখ্যাত গায়িকা মাদ্‌মোযাজেল্ কাল্‌ভে। ফরাসী ভাষায "মিষ্টর" হচ্চেন "মস্যিয," আর "মিস্" হচ্চেন "মাদ্‌মোযাজেল্"—'জ'টা পূর্ব্ব-বাঙ্গালার জ। মাদ্‌মোযাজেল্ কাল্‌ভে আধুনিক কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা গাযিকা—অপেরা গাযিকা। এঁর গীতের এত সমাদর যে,

প্রসিদ্ধ গাযিকা কাল্‌ভে ও নটী সারা।

এঁর তিন লক্ষ, চার লক্ষ টাকা বাৎসরিক আয, খালি গান গেযে। এঁর সহিত আমার পবিচয পূর্ব্ব হতে। পাশ্চাত্য দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী মাদাম্ সারা বার্‌নহার্ড, আব সর্ব্বশ্রেষ্ঠা গাযিকা কাল্‌ভে, দুই জনেই ফরাসী, দুজনেই ইংরাজী ভাষায সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা, কিন্তু ইংলণ্ড ও আমেরিকায মধ্যে মধ্যে যান, ও অভিনয আর গীত গেযে লক্ষ লক্ষ ডলার (Dollar) সংগ্রহ করেন। ফরাসী ভাষা—সভ্যতার ভাষা, পাশ্চাত্য জগতের ভদ্রলোকের চিহ্ন, সকলেই

জানে; কাজেই এঁদের ইংরাজী শেখ্‌বার অবকাশ এবং প্রবৃত্তি নাই। মাদাম্ বারন্‌হার্ড বর্ষীয়সী; কিন্তু সেজে মঞ্চে যখন ওঠেন তখন যে বয়স, যে লিঙ্গ, অভিনয় করেন, তার হুবহু নকল। বালিকা, বালক, যা বল তাই —হুবহু—আর সে আশ্চর্য্য আওয়াজ। এরা বলে, তাঁর কণ্ঠে রূপার তার বাজে। বারন্‌হার্ডের অনুরাগ, বিশেষ —ভারতবর্ষের উপর; আমায় বারম্বার বলেন, তোমাদের দেশ "ত্রেজাঁসিএন, ত্রেসিভিলিজে"—অতি প্রাচীন অতি সুসভ্য। এক বৎসর ভারতবর্ষ সংক্রান্ত এক নাটক অভিনয় করেন; তাতে মঞ্চের উপর বেলকুল এক ভারতবর্ষের রাস্তা খাড়া কোরে দিয়েছিলেন—মেয়ে, ছেলে, পুরুষ, সাধু, নাগা, বেলকুল ভারতবর্ষ!! আমায় অভিনয়ান্তে বলেন যে "আজি মাসাবধি প্রত্যেক মিউ-সিয়ম বেড়িয়ে, ভারতের পুরুষ, মেয়ে, পোষাক, রাস্তা, ঘাট, পরিচয় করেচি।" বারন্‌হার্ডের ভারত দেখ্‌বার ইচ্ছা বড়ই প্রবল—"সে মঁ র‍্যাভ" (ce mon rave) "সে ম র‍্যাভ"—সে আমার জীবনস্বপ্ন। আবার প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্ তাঁকে বাঘ, হাতী শিকার করাবেন প্রতি-শ্রুত আছেন। তবে বারন্‌হার্ড বল্‌লেন—সে দেশে যেতে গেলে, দেড় লাখ দু'লাখ টাকা খরচ না করলে কি হয়? টাকার অভাব তাঁর নাই—"লা দিভিন সারা!!" (La divine sara)—"দৈবী সারা"—তাঁর আবার টাকার

অভাব কি ?—যাঁর স্পেসাল ট্রেণ ভিন্ন গতাযাত নেই !—সে ধুম বিলাস, ইউরোপের অনেক রাজারাজড়া পারে না ; যাঁর থিয়েটারে মাসাবধি আগে থেকে দুনো দামে টিকিট কিনে রাখ্‌লে তবে স্থান হয, তাঁর টাকার বড অভাব নেই, তবে, সাবা বারন্‌হার্ড বেজায খরচে। তাঁর ভারত ভ্রমণ কাজেই এখন রইল।

মাদ্‌মোযাজেল্‌ কাল্‌ভে এ শীতে গাইবেন না, বিশ্রাম কর্‌বেন,—ইজিপ্ত প্রভৃতি নাতিশীত দেশে চলেচেন। আমি যাচ্চি—এঁর অতিথি হযে।

কাল্‌ভের পাণ্ডিত্য ও পূর্ব্বাবস্থা।

কাল্‌ভে যে শুধু সঙ্গীতের চর্চ্চা করেন, তা নয, বিদ্যা যথেষ্ট, দর্শনশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রের বিশেষ সমাদর করেন। অতি দরিদ্র অবস্থায জন্ম হয, ক্রমে নিজের প্রতিভাবলে, বহু পরিশ্রমে, বহু কষ্ট সযে, এখন প্রভূত ধন !—রাজা, বাদসার সম্মানের ঈশ্বরী।

মাদাম্‌ মেল্‌বা, মাদাম্‌ এমা এমস্‌, প্রভৃতি বিখ্যাত গাযিকা সকল আছেন, জাঁদরেজ কি, প্লাঁস প্রভৃতি অতি বিখ্যাত গাযক সকল আছেন—এঁরা সকলেই দুই তিন লক্ষ টাকা বাৎসরিক রোজগার করেন !—কিন্তু কাল্‌ভের বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে এক অভিনব প্রতিভা ! অসাধারণ রূপ, যৌবন, প্রতিভা, আর দৈবী কণ্ঠ—এ সব একত্র সংযোগে কাল্‌ভেকে গাযিকামণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয়

করেচে। কিন্তু দুঃখ দাবিদ্র্য অপেক্ষা শিক্ষক আর নেই। সে শৈশবের অতি কঠিন দারিদ্র্য, দুঃখ কষ্ট—যার সঙ্গে দিন রাত যুদ্ধ কোরে কাল্‌ভের এই বিজয লাভ, সে সংগ্রাম তাঁর জীবনে এক অপূর্ব্ব সহানুভূতি, এক গভীর ভাব এনে দিয়েচে। আবার এদেশে উদ্যোগ যেমন, উপাযও তেমন। আমাদেব দেশে উদ্যোগ থাকলেও উপাযেব একান্ত অভাব। বাঙ্গালীর মেযের বিদ্যা শেখবাব সমধিক ইচ্ছা থাকিলেও উপাযাভাবে বিফল ;—বাঙ্গলা ভাষায আছে কি শেখবাব ? বড জোড পচা নভেল নাটক !! আবার বিদেশী ভাষায বা সংস্কৃত ভাষায আবদ্ধ বিদ্যা, দুচার জনের জন্য মাত্র। এ সব দেশে নিজের ভাষায অসংখ্য পুস্তক ; তাব উপর যখন যে ভাষায একটা নূতন কিছু বেরুচ্চে, তৎক্ষণাৎ তার অনুবাদ কোরে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করচে।

জুল্ বোওযা।

মসিয জুল্ বোওয়া প্রসিদ্ধ লেখক ; ধর্ম্ম সকলের, কুসংস্কার সকলের ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কারে বিশেষ নিপুণ। মধ্যযুগে ইউবোপে যে সকল সযতানপূজা, জাতু, মারণ, উচাটন, ছিটে ফোঁটা, মন্ত্র তন্ত্র ছিল এবং এবং এখনও যা কিছু আছে, সে সকল ইতিহাসবদ্ধ কোরে এর এক প্রসিদ্ধ পুস্তক। ইনি সুকবি এবং ভিক্তর

হ্যুগো, লা মার্টিন প্রভৃতি ফরাসী মহাকবি এবং গেটে, সিলাব প্রভৃতি জর্ম্মান মহাকবিদের ভেতর যে ভারতের বেদান্ত-ভাব প্রবেশ করেচে, সেই ভাবেব পোষক। বেদান্তের প্রভাব ইউরোপে কাব্য এবং দর্শনশাস্ত্রে সমধিক। ভাল কবি মাত্রই দেখ্‌চি বেদান্তী; দার্শনিক তত্ত্ব লিখতে গেলেই ঘুরিযে ফিরিযে বেদান্ত। তবে কেউ কেউ স্বীকাব কর্‌তে চায না, নিজের সম্পূর্ণ নূতনত্ব বাহাল রাখতে চায—যেমন হারবার্ট স্পেনসার প্রভৃতি, কিন্তু অধিকাংশবাই স্পষ্ট স্বীকার করে। এবং না কোবে যায কোথা—এ তার, রেলওযের, খবরকাগজের দিনে? ইনি অতি নিরভিমানী, শান্তপ্রকৃতি, এবং সাধাবণ অবস্থার লোক হলেও, অতি যত্ন কোরে আমায নিজেব বাসায পারিসে রেখেছিলেন। এখন একসঙ্গে ভ্রমণে চলেচেন।

ইউরোপে বেদান্তের প্রভাব।

কন্‌ষ্টান্টিনোপল পর্য্যন্ত পথের সঙ্গী আর এক দম্পতি—পেযর্ হিয়াসান্থ এবং তাঁর সহধর্ম্মিণী। পেয়র, অর্থাৎ পিতা হিযাসান্থ ছিলেন—ক্যাথলিক সম্প্রদাযের, এক কঠোর তপস্বী-শাখাভুক্ত সন্ন্যাসী। পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ বাগ্মিত্বা-গুণে, এবং তপস্যার প্রভাবে, ফরাসী দেশে এবং সমগ্র ক্যাথলিক সম্প্রদায়ে,

পেয়র হিয়াসান্থ।

ইঁহার অতিশয় প্রতিষ্ঠা ছিল। মহাকবি ভিক্তর হ্যুগো দুজন লোকের ফরাসী ভাষার প্রশংসা কর্‌তেন—তার মধ্যে পেয়র হিয়াসান্থ একজন। চল্লিশ বৎসর বয়ক্রমকালে পেয়র হিয়াসান্থ এক আমেরিক নারীর প্রণয়াবদ্ধ হয়ে, তাকে কোরে ফেল্লেন বে—মহা হুলস্থূল পড়ে গেল ;—অবশ্য ক্যাথলিক সমাজ তৎক্ষণাৎ তাঁকে ত্যাগ কর্‌লে। শুধু পা, আলখেল্লা-পরা-তপস্বী-বেশ ফেলে, পেয়র হিয়াসান্থ গৃহস্থের হ্যাট্ কোট্ বুট্ পোরে হলেন—মস্যিয় লয়জন্—আমি কিন্তু তাঁকে তাঁর পূর্ব্বের নামেই ডাকি—সে অনেক দিনের কথা, ইউরোপ-প্রসিদ্ধ হাঙ্গাম! প্রেটেষ্টাণ্টরা তাঁকে সমাদরে গ্রহণ করলে, ক্যাথলিকরা ঘৃণা করতে লাগলো। পোপ লোকটার গুণাতিশয্যে তাঁকে ত্যাগ করতে না চেয়ে, বল্‌লেন যে, "তুমি গ্রীক ক্যাথলিক পাদ্রী হয়ে থাক, (সে শাখার পাদ্রী একবার মাত্র বে করতে পায়, কিন্তু বড় পদ পায় না) কিন্তু রোমান চার্চ্চ ত্যাগ কোরো না ;" কিন্তু লয়জন-গেহিনী, তাঁকে টেনে হিঁচড়ে পোপের ঘর থেকে বার কর্‌লে। ক্রমে পুত্র পৌত্র হল; এখন অতি স্থবির লয়জন্ জেরুসালমে চলেচেন—ক্রিশ্চান আর মুসলমানের মধ্যে যাতে সদ্ভাব হয়, সে চেষ্টায়। তাঁর গেহিনী বোধ হয়, অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, লয়জন্ বা দ্বিতীয় মার্টিন্ লুথার হয়, পোপের সিংহাসন উল্টে

বা ফেলে দেয়—ভূমধ্যসাগরে। সে সব ত কিছুই হল না, হল—ফরাসীরা বলে, "ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ"। কিন্তু মাদাম্ লযজনের সে নানা দিবাস্বপ্ন চলেচে!! বৃদ্ধ লযজন্ অতি মিষ্টভাষী, নম্র, ভক্ত প্রকৃতির লোক। আমাদের সঙ্গে দেখা হলেই কত কথা—নানা ধর্ম্মের, নানা মতের। তবে ভক্ত মানুষ—অদ্বৈতবাদে একটু ভয খাওয়া আছে। গিন্নির ভাবটা বোধ হয আমার উপর কিছু বিরূপ। বৃদ্ধের সঙ্গে যখন আমার ত্যাগ, বৈরাগ্য, সন্ন্যাসের চর্চ্চা হয, স্থবিরের প্রাণে সে চিরদিনের ভাব জেগে ওঠে, আর গিন্নির বোধ হয় গা কস্ কস্ করে। তার উপর মেযে মদ্দ সমস্ত ফরাসীরা, যত দোষ গিন্নির উপর ফেলে, বলে, "ও মাগী, আমাদের এক মহাতপস্বী সাধুকে নষ্ট কোরে দিযেচে।!" গিন্নির কিছু বিপদ্ বই কি,—আবার বাস হচ্চে পারিসে, ক্যাথলিকের দেশে। বে করা পাদ্রিকে ওরা দেখলে ঘৃণা করে, মাগ ছেলে নিযে ধর্ম্মপ্রচার, এ ক্যাথলিক আদতে সহ্য করবে না। গিন্নির আবার একটু ঝাঁজ্ আছে কিনা। একবার গিন্নি এক অভিনেত্রীর উপর ঘৃণা প্রকাশ কোরে বল্লেন, "তুমি বিবাহ না করে অমুকের সঙ্গে বাস করচো, তুমি বড় খারাপ"। সে অভিনেত্রী ঝট্ জবাব দিলে যে, "আমি তোমার চেযে লক্ষ গুণে ভাল। আমি একজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে বাস

করি, আইন মত বে না হয় নাই করেচি; আর তুমি মহাপাপী—এত বড একটা সাধুর ধর্ম্ম নষ্ট করলে!! যদি তোমার প্রেমের ঢেউ এতই উঠেছিলো, তা না হয় সাধুর সেবা-দাসী হয়ে থাকতে; তাকে বে কোরে, গৃহস্থ কোরে, তাকে উৎসন্ন কেন দিলে?” “পচা-কুম্‌ড়ো শরীরের” কথা যে, দেশে শুনে হাঁসতুম, তার আর এক দিক্ দিয়ে মানে হয়;—দেখচো?

যাক্, আমি সমস্ত শুনি, চুপ কোরে থাকি। মোদ্দা বৃদ্ধ পেয়র হিয়াসান্থ বড়ই প্রেমিক, আর শান্ত; সে খুসি আছে, তার মাগ ছেলে নিয়ে;—দেশ শুদ্ধ লোকের তাতে কি? তবে গিন্নিটি একটু শান্ত হলেই বোধ হয় সব মিটে যায়। তবে কি জান ভায়া, আমি দেখচি যে, পুরুষ আর মেয়ের মধ্যে সব দেশেই বোঝবার, বিচার করবার, রাস্তা আলাদা। পুরুষ এক দিক্ দিয়ে বুঝবে, মেয়ে-মানুষ আর একদিক দিয়ে বুঝবে; পুরুষের যুক্তি এক রকম, মেয়ে-মানুষের আর এক রকম। পুরুষে মেয়েকে মাফ্ করে, আর পুরুষের ঘাড়ে দোষ দেয়; মেয়েতে পুরুষকে মাফ্ করে, আর সব দোষ মেয়ের ঘাড়ে দেয়।

স্ত্রী-পুরুষের বোঝবার পথ পৃথক।

এদের সঙ্গে আমার বিশেষ লাভ এই যে, ঐ এক আমেরিকা ছাড়া এরা কেউ ইংরাজী জানে না; ইংরাজী

ভাষায কথা একদম বন্ধ, * কাজেই কোনও রকম কোরে, আমায কইতে হচ্চে ফরাসী এবং শুনতে হচ্চে ফরাসী।

পাবিস নগবী হইতে বন্ধুবর ম্যাক্‌সিম, নানা স্থানে চিঠি পত্র যোগাড় কোরে দিযেচেন, যাতে দেশগুলো যথাযথ রকমে দেখা হয। ম্যাক্‌সিম্—বিখ্যাত "ম্যাক্‌সিম্ গনে"র নির্ম্মাতা; যে তোপে ক্রমাগত গোলা চলতে থাকে,—আপনি ঠাসে, আপনি ছোঁড়ে,—বিরাম নাই। ম্যাক্‌সিম্ আদতে আমেবিকান্, এখন ইংলণ্ডে বাস, তোপেব কারখানা ইত্যাদি। ম্যাক্‌সিম্, তোপের কথা বেশী কইলে বিরক্ত হয, বলে "আবে বাপু, আমি কি আর কিছুই করিনি—ঐ মানুষমারা কলটা ছাড়া?" ম্যাক্‌সিম্ চীন-ভক্ত, ভাবত-ভক্ত, ধর্ম্ম ও দর্শনাদি সম্বন্ধে সুলেখক। আমার বই পত্র পোড়ে অনেক দিন হতে আমাব উপর বিশেষ অনুরাগ,—বেজায় অনুবাগ। আর ম্যাক্‌সিম্ সব রাজা-রাজড়াকে তোপ বেচে, সব দেশে জানাশুনা, কিন্তু তাঁব বিশেষ বন্ধু লি হুং চাঙ্গ, বিশেষ শ্রদ্ধা চীনের

বিখ্যাত তোপ-নির্ম্মাতা ম্যাক্‌সিম্।

* পাশ্চাত্য জাতিব মধ্যে একটি বীতি এই—একটি দ মধ্যে সকলেই যে ভাষা জানেন একত্রে অবস্থানকালীন সেই ভাষায় কথা না কওয়া অসভ্যতার পরিচায়ক।

উপর, ধর্ম্মানুরাগ কংফুছে মতে। চীনে নাম নিয়ে, মধ্যে মধ্যে কাগজে, কৃশ্চান পাদ্রিদের বিপক্ষে লেখা হয়—তারা চীনে কি করতে যায, কেন বা যায, ইত্যাদি ; —ম্যাক্সিম্, পাদ্রিদের চীনে ধর্ম্ম প্রচার আদতে সহ্য করতে পারে না ! ম্যাক্সিমের গিন্নিটিও ঠিক অনুরূপ, —চীন-ভক্তি, কৃশ্চানী-ঘৃণা ! ছেলেপুলে নেই, বুড়ো মানুষ,—অগাধ ধন।

যাত্রার ঠিক হল—পারিস থেকে রেলযোগে ভিয়েনা, তার পর কনষ্টান্টিনোপল, তারপর জাহাজে এথেন্স, গ্রীস, তারপর ভূমধ্য-সাগরপার ইজিপ্ত, তারপর আসি-মিনর, জেরুশালম, ইত্যাদি। "ওরি-আঁতাল এক্সপ্রেস্ ট্রেণ" পারিস হইতে স্তাম্বুল পর্য্যন্ত ছোটে, প্রতিদিন। তায় আমেরিকার নকলে শোবার, বসবার, খাবার স্থান। ঠিক আমেরিকার গাড়ীর মত সুসম্পন্ন না হলেও, কতক বটে। সে গাড়ীতে চড়ে ২৪শে অক্টোবর পারিস ছাড়তে হচ্চে।

পারিস প্রদর্শনী ও বিদায়।

আজ ২৩শে অক্টোবর ; কাল সন্ধ্যার সময় পারিস হতে বিদায়। এ বৎসর এ পারিস সভ্যজগতে এক কেন্দ্র, এ বৎসর মহাপ্রদর্শনী। নানা দিগ্‌দেশ-সমাগত সজ্জন সঙ্গম। দেশদেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার

করচেন, আজ এ পারিসে। এ মহা কেন্দ্রের ভেরী-ধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদ-তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্ব্বজন সমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর আমার জন্মভূমি—এ জর্ম্মান, ফরাসী, ইংরাজ, ইতালী প্রভৃতি বুধমণ্ডলী-মণ্ডিত মহা রাজ-ধানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গৌরবর্ণ প্রাতিভমণ্ডলীর মধ্য হতে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির, আমাদের মাতৃভূমির, নাম ঘোষণা করলেন,—সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে, সি, বোস। একা, যুবা বাঙ্গালী বৈদ্যুতিক, আজ বিদ্যুৎ-বেগে পাশ্চাত্য মণ্ডলীকে নিজের প্রতিভামহিমায় মুগ্ধ করলেন—সে বিদ্যুৎসঞ্চার, মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন তরঙ্গ সঞ্চার করলে। সমগ্র বৈদ্যুতিকমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ—জগদীশ বসু—ভারতবাসী, বঙ্গবাসী! ধন্য বীর! বসুজ ও তাঁহার সতী, সাধ্বী, সর্ব্বগুণসম্পন্না গেহিনী যে দেশে যান্ সেথাই ভারতের মুখ-উজ্জ্বল করেন—বাঙ্গালীর গৌরব বর্দ্ধন করেন। ধন্য দম্পতি!

লেগেটের পারিস প্রাসাদ।

আর, মিঃ লেগেট, প্রভূত অর্থব্যয়ে তাঁর পারিসস্থ প্রাসাদে ভোজনাদি ব্যপদেশে, নিত্য নানা যশস্বী যশস্বিনী নর নারীর সমা-গম সিদ্ধ করেছেন—তারও আজ শেষ।

কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, নৈতিক, সামাজিক, গায়ক, গায়িকা, শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী, চিত্রকর, শিল্পী, ভাস্কর, বাদক—প্রভৃতি নানা জাতির গুণিগণ-সমাবেশ, মিষ্টর লেগেটের আতিথ্য-সমাদর-আকর্ষণে তাঁর গৃহে। সে পর্ব্বতনির্ঝরবৎ কথাচ্ছটা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ চতুর্দ্দিক্-সমুত্থিত ভাববিকাশ, মোহিনী সঙ্গীত, মনীষি-মনঃ-সংঘর্ষসমুত্থিত-চিন্তামন্ত্রপ্রবাহ, সকলকে দেশকাল ভুলিয়ে মুগ্ধ করে রাখ্ত!—তারও শেষ।

সকল জিনিষেরই অন্ত আছে। আজ আর একবার পুঞ্জীকৃত-ভাবরূপ-স্থির-সৌদামিনী, এই অপূর্ব্ব-ভূস্বর্গ-সমাবেশ পারিস-একস্হিবিসন দেখে এলুম।

বৃষ্টি।

আজ দুতিন দিন ধরে পারিসে ক্রমাগত বৃষ্টি হচ্চে। ফ্রান্সের প্রতি সদা সদয় সূর্য্যদেব আজ কদিন বিরূপ। নানা দিগ্‌দেশাগত শিল্প, শিল্পী, বিদ্যা ও বিদ্বানের পশ্চাতে গূঢ়ভাবে প্রবাহিত ইন্দ্রিয়বিলাসের স্রোত দেখে, ঘৃণায় সূর্য্যের মুখ মেঘকলুষিত হয়েচে, অথবা কাষ্ঠ, বস্ত্র ও নানা রাগরঞ্জিত এ মায়া অমরাবতীর, আশু বিনাশ ভেবে, তিনি দুঃখে মেঘাবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকলেন।

আমরাও পালিয়ে বাঁচি,—একস্হিবিসন্ ভাঙ্গা এক বৃহৎ ব্যাপার। এই ভূস্বর্গ, নন্দনোপম পারিসের

রাস্তা, এক হাঁটু কাদা চূণ বালিতে পূর্ণ হবেন। দু একটা প্রধান ছাড়া, এক্‌স্‌হিবিসনেব সমস্ত বাড়ী ঘর দোবই, কাটকুটবো, ছেঁড়া ন্যাতা, আর চূণকামের খেলা বইত নয—যেমন সমস্ত সংসার! তা যখন ভাঙ্গতে থাকে সে চূণের গুঁড়ো উড়ে দম আট্‌কে দেয; ন্যাতাচোতায, বালি প্রভৃতিতে পথ ঘাট কদর্য্য কোবে তোলে, তার উপর বৃষ্টি হলেই —সে বিরাট্ কাণ্ড!

ভাঙ্গাহাট।

২৪শে অক্টোবব সন্ধ্যার সময ট্রেণ পারিস ছাড়ল; অন্ধকার রাত্রি—দেখবার কিছুই নাই। আমি আর মস্যিঁয বোওযা এক কামরায—শীঘ্র শীঘ্র শযন কব্‌লুম। নিদ্রা হতে উঠে দেখি,—আমরা ফরাসী সীমানা ছাড়িয়ে, জর্ম্মান সাম্রাজ্যে উপস্থিত। জর্ম্মানি পূর্ব্বে বিশেষ কোরে দেখা আছে; তবে ফ্রান্সের পর জর্ম্মানী—বড়ই প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব। 'যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতি-রোষধীনাং'—এক দিকে ভুবনস্পর্শী ফ্রান্স, প্রতিহিংসানলে পুড়ে পুড়ে, আস্তে আস্তে খাক হ্যে যাচ্চে; আব এক দিকে কেন্দ্রীকৃত নূতন মহাবল জর্ম্মানি মহাবেগে উদযশিখরাভিমুখে চলেচে। কৃষ্ণকেশ, অপেক্ষাকৃত খর্ব্বকায, শিল্প-প্রাণ, বিলাসপ্রিয, অতি সুসভ্য ফরাসীর শিল্পবিন্যাস, আর এক দিকে হিরণ্য-

ফরাসী ও জর্ম্মান সভ্যতা।

কেশ, দীর্ঘাকার, দিঙ্‌নাগ জর্ম্মানির স্থূল-হস্তাবলেপ। পারিসের পর পাশ্চাত্য জগতে আর নগরী নাই ; সব সেই পারিসের নকল, অন্ততঃ চেষ্টা। কিন্তু ফরাসীতে সে শিল্পসুষমার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য, জর্ম্মানে, ইংরাজে, আমেরিকে, সে অনুকরণ, স্থূল। ফরাসীর বল-বিন্যাসও যেন রূপপূর্ণ, জর্ম্মানির রূপবিকাশ-চেষ্টাও বিভীষণ। ফরাসী প্রতিভার, মুখমণ্ডল ক্রোধাক্ত হলেও সুন্দর ; জর্ম্মান প্রতিভার মধুর হাস্য-বিমণ্ডিত আননও যেন ভয়ঙ্কর। ফরাসীর সভ্যতা স্নায়ুময়, কর্পূরের মত, কস্তূরীর মত, এক মুহূর্ত্তে উড়ে ঘর দোর ভরিয়ে দেয়, জর্ম্মান সভ্যতা পেশীময়, সীসার মত, পারার মত ভারি, যেখানে পড়ে আছে, ত পড়েই আছে। জর্ম্মানের মাংসপেশী ক্রমাগত, অশ্রান্তভাবে ঠুক্‌ঠাক্‌ হাতুড়ি আজন্ম মারতে পারে, ফরাসীর নরম শরীর, মেয়ে-মানুষের মত, কিন্তু যখন কেন্দ্রীভূত হয়ে আঘাত করে, সে কামারের এক ঘা, তার বেগ সহ্য করা বড়ই কঠিন।

জর্ম্মান ফরাসীর নকলে বড় বড় বাড়ী অট্টালিকা বানাচ্চেন, বৃহৎ বৃহৎ মূর্ত্তি, অশ্বারোহী, রথী, সে প্রাসাদের শিখরে স্থাপন কর্‌চেন, কিন্তু জর্ম্মানের দোতালা বাড়ী দেখলেও জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়,—এ বাড়ী কি মানুষের বাসের জন্য না, হাতী উটের

"তবেলা" ? আর ফরাসীর পাঁচতলা, হাতী ঘোড়া রাখবার বাড়ী দেখে ভ্রম হয় যে, এ বাড়ীতে বুঝি পরীতে বাস কর্‌বে।

জর্ম্মান প্রভাব।

আমেরিকা জর্ম্মান-প্রবাহে অনুপ্রাণিত, লক্ষ লক্ষ জর্ম্মান প্রত্যেক সহরে। ভাষা ইংরাজী হলে কি হয়,—আমেরিকা আস্তে আস্তে জর্ম্মানিত হয়ে যাচ্চে। জর্ম্মাণির প্রবল বংশবিস্তার; জর্ম্মান বড়ই কষ্টসহিষ্ণু। আজ জর্ম্মানি ইউরোপের আদেশ-দাতা, সকলের উপর! অন্যান্য জাতের অনেক আগে, জর্ম্মানি, প্রত্যেক নরনারীকে, রাজদণ্ডের ভয় দেখিয়ে, বিদ্যা শিখিয়েচে—আজ সে বৃক্ষের ফল ভোজন কচ্চে। জর্ম্মানির সৈন্য, প্রতিষ্ঠায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, জর্ম্মানি প্রাণপণ করেচে, যুদ্ধপোতেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হতে; জর্ম্মানির পণ্য-নির্ম্মাণ ইংরাজকেও পরাভূত করেচে। ইংরাজের উপনিবেশেও জর্ম্মান-পণ্য, জর্ম্মান-মনুষ্য, ধীরে ধীরে একাধিপত্য লাভ করচে; জর্ম্মানির সম্রাটের আদেশে, সর্ব্বজাতি, চীনক্ষেত্রে, অবনত মস্তকে, জর্ম্মান সেনা-পতির অধীনতা স্বীকার করচেন।

সারাদিন ট্রেণ জর্ম্মানির মধ্য দিয়ে চল্‌লো; বিকাল বেলা জর্ম্মান আধিপত্যের প্রাচীন কেন্দ্র, এখন পর-রাজ্য, অষ্ট্রিয়ার সীমানায় উপস্থিত। এ ইউরোপে

বেড়াবার কতকগুলি জিনিষের উপর, বেজায় শুল্ক; অথবা কোনও কোনও পণ্য, সরকারের একচেটে, যেমন তামাক। আবার রুষ ও তুর্কিতে তোমার রাজার ছাড়পত্র না থাক্‌লে একেবারে প্রবেশ নিষেধ; ছাড়পত্র অর্থাৎ পাশপোর্ট একান্ত আবশ্যক। তা ছাড়া, রুষ এবং তুর্কিতে, তোমার বই, পত্র, কাগজ সব কেড়ে নেবে; তারপর, তারা পড়ে শুনে, যদি বোঝে যে তোমার কাছে তুর্কি বা রুষের রাজত্বের বা ধর্ম্মের বিপক্ষে কোনও বই কাগজ নেই, তাহলে তা তখন ফিরিয়ে দেবে—নতুবা সে সব বই পত্র বাজপ্ত কোরে নেবে। অন্য অন্য দেশে এ পোড়া তামাকের হাঙ্গামা বড়ই হাঙ্গামা। সিন্ধুক, প্যাঁট্‌রা, গাঁট্‌রি, সব খুলে দেখাতে হবে, তামাক প্রভৃতি আছে কি না। আর কন্‌ষ্টান্টিনোপল আস্‌তে গেলে, দুটো বড়, জর্ম্মানি আর অষ্ট্রিয়া, এবং অনেকগুলো ক্ষুদে দেশের মধ্য দিয়ে আসতে হয়;—ক্ষুদেগুলো পূর্ব্বে তুরস্কের পরগণা ছিল, এখন স্বাধীন কৃশ্চান রাজারা একত্র হয়ে, মুসলমানের হাত থেকে, যতগুলো পেরেচে, কৃশ্চানপূর্ণ পরগণা ছিনিয়ে নিয়েচে। এ ক্ষুদে পিঁপড়ের কামড়, ডেওদের চেয়েও অনেক অধিক।

ইউরোপে চুঙ্গি (Octroi) হাঙ্গামা।

২৫এ অক্টোবর সন্ধ্যার পর ট্রেণ অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা নগরীতে পৌঁছুল। অষ্ট্রিযা ও রুষিযার রাজবংশীয নর-নারীকে আর্ক-ড্যুক ও আর্ক-ডচেস্ বলে। এ ট্রেণে তুজন আর্ক-ড্যুক ভিয়েনায নাব্‌বেন; তাঁরা না নাব্‌লে অন্যান্য যাত্রীর আর নাব্‌বার অধিকার নাই। আমরা অপেক্ষা কোরে রইলুম। নানাপ্রকার জরিবুটার উর্দ্দি পরা জনকতক সৈনিক পুরুষ এবং পর্‌-লাগান টুপি মাথায় জনকতক সৈন্য, আর্ক-ড্যুকদেব জন্য অপেক্ষা কর্‌ছিল। তাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হযে আর্ক-ড্যুকদ্বয নেমে গেলেন। আমরাও বাঁচ্‌লুম—তাড়াতাড়ি নেমে, সিন্দুকপত্র পাশ কবাবার উদ্যোগ কর্‌তে লাগ্‌লুম। যাত্রী অতি অল্প; সিন্দুকপত্র দেখিয়ে ছাড করাতে বড় দেরি লাগল না। পূর্ব্ব হতে এক হোটেল ঠিকানা কবা ছিল; সে হোটেলের লোক গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা কর্‌ছিল। আমরাও যথাসময়ে, হোটেলে উপস্থিত হলুম। সে রাত্রে আর দেখা শুনা কি হবে—পরদিন প্রাতঃকালে সহর দেখ্‌তে বেরুলুম। সমস্ত হোটেলেই এবং ইউরোপের ইংলণ্ড ও জর্ম্মাণি ছাডা প্রায সকল দেশেই, ফরাসী চাল। হিঁতুদের মত তুবার খাওয়া। প্রাতঃকালে, তুপ্রহরের মধ্যে; সাযংকালে,

ভিযেনা নগরী।

ইউরোপীয় হোটেলে খাবার চাল।

৮টার মধ্যে। প্রত্যূষে অর্থাৎ ৮।৯টার সময় একটু কাফি পান করা। চায়ের চাল—ইংলণ্ড ও রুষিযা ছাড়া অন্যত্র বড়ই কম। দিনের ভোজনের ফরাসী নাম—"দেজুনে" অর্থাৎ উপবাসভঙ্গ, ইংরাজী "ব্রেক্‌ফাষ্ট্।" সায়ং ভোজনের নাম—"দিনে," ইং—"ডিনার"। চা পানের ধূম রুষিযাতে অত্যন্ত—বেজায ঠাণ্ডা, আর চীন-সন্নিকট। চীনের চা খুব উত্তম চা,—তার অধিকাংশ যায় রুষে। রুষের চা পান চীনের অনুরূপ, অর্থাৎ দুগ্ধ মেশান নেই। দুধ মেশালে চা বা কাফি বিষের ন্যায অপকারক। আসল চা-পাযী জাতি—চীনে, জাপানি, রুষ, মধ্য-আসিযাবাসী, বিনা দুগ্ধে চা পান করে; তদ্বৎ আবার তুর্ক প্রভৃতি আদিম কাফি-পাযী জাতি বিনা দুগ্ধে কাফি পান করে। তবে রুষিযায তার মধ্যে এক টুক্‌রা পাতি নেবু এবং এক ডেলা চিনি চায়ের মধ্যে ফেলে দেয। গরীবেরা এক ডেলা চিনি মুখের মধ্যে রেখে, তার উপর দিয়ে চা পান করে এবং এক জনের পান শেষ হলে আর এক জনকে সে চিনির ডেলাটা বার কোরে দেয়। সে ব্যক্তিও সে ডেলাটা মুখের মধ্যে রেখে পূর্ব্ববৎ চা পান করে।

চা।

ভিযেনা সহর, পারিসের নকলে, ছোট সহর। তবে অষ্ট্রিযানরা হচ্চে জাতিতে জর্ম্মান। অষ্ট্রিযার

বাদ্‌সা এতকাল প্রায় সমস্ত জর্ম্মানির বাদ্‌সা ছিলেন।

অষ্ট্রিয়ার হতশ্রী রাজবংশ।

বর্ত্তমান সময়ে, প্রুষরাজ ভিলহেলেখের দূরদর্শিতায়, মন্ত্রিবর বিষ্‌মার্কের অপূর্ব্ব বুদ্ধিকৌশলে, আর সেনাপতি ফন্‌মণ্টকির যুদ্ধপ্রতিভায়, প্রুষরাজ অষ্ট্রিয়া ছাড়া সমস্ত জর্ম্মানির একাধিপতি বাদ্‌সা। হতশ্রী হতবীর্য্য অষ্ট্রিয়া কোনও মতে পূর্ব্বকালের নাম-গৌরব রক্ষা কর্‌চেন। অষ্ট্রিয় রাজবংশ—হ্যাপ্‌সবর্গ বংশ, ইউ-রোপের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও অভিজাত রাজবংশ। যে জর্ম্মান রাজন্যকুল ইউরোপের প্রায় সর্ব্বদেশেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, যে জর্ম্মানির ছোট ছোট করদ রাজা ইংলণ্ড ও রুষিয়াতেও, মহাবল সাম্রাজ্যশীর্ষে সিংহাসন স্থাপন করেচে, সেই জর্ম্মানির বাদ্‌সা এত কাল ছিল এই অষ্ট্রিয় রাজবংশ। সে মান, সে গৌরবের ইচ্ছা, সম্পূর্ণ অষ্ট্রিয়ার রয়েচে—নাই শক্তি। তুর্ককে, ইউরোপে "আতুর বৃদ্ধ পুরুষ" বলে; অষ্ট্রিয়াকে, "আতুরা বৃদ্ধা স্ত্রী" বলা উচিত। অষ্ট্রিয়া ক্যাথলিক সম্প্রদায়-ভুক্ত; সেদিন পর্য্যন্ত অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের নাম ছিল—

পোপ ও ইতালীর রাজা।

"পবিত্র রোম সাম্রাজ্য"। বর্ত্তমান জর্ম্মানি প্রোটেষ্টাণ্ট-প্রবল। অষ্ট্রিয় সম্রাট্—চিরকাল পোপের দক্ষিণ হস্ত, অনুগত শিষ্য, রোমক সম্প্রদায়ের নেতা। এখন

ইউরোপে ক্যাথলিক বাদ্‌সা কেবল এক অষ্ট্রিয় সম্রাট্; ক্যাথলিক সঙ্ঘের বড মেযে ফ্রান্স, এখন প্রজাতন্ত্র; স্পেন, পর্ত্তুগাল, অধঃপাতিত! ইতালী, পোপের সিংহাসনমাত্র স্থাপনের স্থান দিযেচে, পোপেব ঐশ্বর্য্য, রাজ্য, সমস্ত কেডে নিযেচে; ইতালীর রাজা, আব বোমের পোপে, মুখ দেখাদেখি নাই—বিশেষ শত্রুতা। পোপের রাজধানী রোম এখন ইতালীব রাজধানী; পোপের প্রাচীন প্রাসাদ দখল কোরে, রাজা বাস কর্‌চেন, পোপের প্রাচীন ইতালী বাজ্য, এখন পোপেব ভ্যাটিকান্ (Vatican) প্রাসাদের চতুঃসীমায আবদ্ধ। কিন্তু পোপের ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রাধান্য এখনও অনেক—সে ক্ষমতাব বিশেষ সহায অষ্ট্রিযা। অষ্ট্রিযাব বিরুদ্ধে, অথবা পোপ-সহায অষ্ট্রিযাব বহুকালব্যাপী দাসত্বের বিরুদ্ধে—নব্য ইতালীব অভ্যুত্থান। অষ্ট্রিয়া কাজেই বিপক্ষ,—ইতালী খুইযে বিপক্ষ। মাঝখান থেকে ইংলণ্ডের কুপবামর্শে নবীন ইতালী মহাসৈন্য-বল, রণপোত-বল সংগ্রহে বদ্ধকর হল। সে টাকা কোথায়?—ঋণজালে জডিত হযে, ইতালী উৎসন্ন যাবার দশায পডেচে, আবার কোথা হতে উৎপাত,—আফ্রিকায় রাজ্য বিস্তার কব্‌তে গেল। হাব্‌সি বাদ্‌সার কাছে হেরে, হতশ্রী হতমান হযে, বসে পডেচে। এ দিকে প্রুসিযা মহাযুদ্ধে

নবীন ইতালীর নির্ব্বুদ্ধিতা।

হারিয়ে, অষ্ট্রিয়াকে বহুদূর হঠিয়ে দিলে। অষ্ট্রিয়া ধীরে ধীরে মরে যাচ্চে, আর ইতালী নব জীবনের অপ-ব্যবহারে তদ্বৎ জালবদ্ধ হয়েচে।

অষ্ট্রিয়ার রাজবংশের, এখনও ইউরোপের সকল রাজবংশের অপেক্ষা গুমর! তাঁরা অতি প্রাচীন, অতি বড় বংশ। এ বংশের বে-থা, বড় দেখে-শুনে হয়। ক্যাথলিক না হলে সে বংশের সঙ্গে বে-থা হয়ই না।

বোনাপার্ট।

এই বড় বংশের ভাঁওতাও পড়ে, মহাবীর ন্যাপোলঅঁর অধঃপতন!! কোথা হতে তাঁর মাথায় ঢুক্‌লো, যে বড় রাজবংশের মেয়ে বে কোরে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে এক মহাবংশ স্থাপন করবেন। যে বীর, "আপনি কোন্ বংশে অবতীর্ণ?"—এ প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে, "আমি কারুর বংশের সন্তান নই—আমি মহাবংশের স্থাপক," অর্থাৎ আমা হতে মহিমান্বিত বংশ চল্‌বে, আমি কোনও পূর্ব্বপুরুষের নাম নিয়ে বড় হতে জন্মাই নি,—সেই বীরের এ বংশ-মর্য্যাদারূপ অন্ধকূপে পতন হল।

রাজ্ঞী জোসেফিন্‌কে পরিত্যাগ, যুদ্ধে পরাজয় কোরে অষ্ট্রিয়ার বাদ্‌সার কন্যা-গ্রহণ, মহা-সমারোহে অষ্ট্রিয় রাজকন্যা মেরি লুইসের সহিত বোনাপার্টের বিবাহ, পুত্রজন্ম, সদ্যজাত শিশুকে রোমরাজ্যে অভি-ষিক্ত করণ, ন্যাপোলঅঁর পতন, শ্বশুরের শত্রুতা, লাইপ-

জিস্, ওযাটারলু, সেণ্টহেলেনা, রাজ্ঞী মেরি লুইসের সপুত্র পিতৃগৃহে বাস, সামান্য সৈনিকের সহিত বোনাপার্ট-সাম্রাজ্ঞীর বিবাহ, একমাত্র পুত্র রোমরাজের, মাতামহ-গৃহে মৃত্যু,—এ সব ইতিহাস প্রসিদ্ধ কথা।

ফ্রান্সে অধুনা বোনাপার্ট সম্বন্ধীয় চর্চ্চা।

ফ্রান্স এখন অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল অবস্থায় পড়ে প্রাচীন গৌরব স্মরণ কর্‌চে,—আজকাল ন্যাপোলআঁ-সক্রান্ত পুস্তক অনেক। সার্দ্দ প্রভৃতি নাট্যকার, গত ন্যাপোলআঁ সম্বন্ধে অনেক নাটক লিখ্‌চেন; মাদাম্ বারন্‌হার্ড, রেজাঁ প্রভৃতি অভিনেত্রী, কফেলাঁ প্রভৃতি অভিনেতাগণ, সে সব পুস্তক অভিনয় কোরে, প্রতি রাত্রে থিয়েটার ভরিয়ে ফেল্‌চে। সম্প্রতি "লেগ্‌ল" (গরুড়-শাবক) নামক এক পুস্তক অভিনয় কোরে, মাদাম্ বারন্‌হার্ড পারিস নগরীতে মহা আকর্ষণ উপস্থিত করেচেন।

"গরুড়-শাবক" নাটকের কাহিনী।

"গরুড় শাবক" হচ্চে বোনাপার্টের একমাত্র পুত্র, মাতামহগৃহে ভিয়েনার প্রাসাদে এক রকম নজরবন্দী। অষ্ট্রিয বাদ্‌সার মন্ত্রী, চাণক্য মেটারণিক বালকের মনে পিতার গৌরবকাহিনী যাতে একেবারে না স্থান পায়, সে বিষয়ে সদা সচেষ্ট। কিন্তু দুজন পাঁচজন বোনাপার্টের পুরাতন সৈনিক, নানা কৌশলে

সামবোর্ণ-প্রাসাদে অজ্ঞাতভাবে বালকের ভৃত্যত্বে গৃহীত হল, তাদেব ইচ্ছা—কোনও রকমে বালককে ফ্রান্সে হাজির করা এবং সমবেত-ইউরোপীয-রাজন্যগণ পুনঃ-স্থাপিত বুর্‌বঁ বংশকে তাড়িয়ে দিয়ে বোনাপার্ট বংশ স্থাপন কবা। শিশু—মহাবীর-পুত্র; পিতার বণ-গৌরব-কাহিনী শুনে, সে সুপ্ত তেজ অতি শীঘ্রই জেগে উঠ্‌লো। চক্রান্তকারীদেব সঙ্গে বালক, সামবোর্ণ-প্রাসাদ হতে একদিন পলায়ন কব্‌লে; কিন্তু মেটার-ণিকের তীক্ষ্ণবুদ্ধি পূর্ব্ব হইতেই টেব পেয়েছিল,—সে যাত্রা বন্ধ কোবে দিলে। বোনাপার্ট-পুত্রকে সামবোর্ণ-প্রাসাদে ফিরিয়ে আন্‌লে,—বদ্ধপক্ষ 'গরুড শিশু', ভগ্নহৃদয়ে অতি অল্পদিনেই প্রাণ ত্যাগ কব্‌লে।

সামবোর্ণ-প্রাসাদ দর্শন।

এ সামবোর্ণ-প্রাসাদ, সাধাবণ প্রাসাদ; অবশ্য—ঘর-দোব খুব সাজান বটে, কোনও ঘবে খালি চীনেব কাজ, কোনও ঘরে খালি হিন্দু হাতের কাজ, কোন ঘরে অন্য দেশের,—এই প্রকার এবং প্রাসাদস্থ উদ্যান অতি মনোরম বটে, কিন্তু এখন যত লোক এ প্রাসাদ দেখ্‌তে যাচ্চে, সব ঐ বোনাপার্ট-পুত্র যে ঘরে শুতেন, যে ঘরে পড়তেন, যে ঘবে তাঁর মৃত্যু হযেছিল, সেই সব দেখ্‌তে যাচ্চে। অনেক আহাম্মক ফরাসী ফরাসিনী, রক্ষীপুরুষকে জিজ্ঞাসা করুচে, "এগল"র ঘর কোন্‌টা,

কোন্ বিছানায “এগল্‌” শুতেন !!—মর্ আহাম্মক্ ! এরা জানে বোনাপার্টের ছেলে। এদের মেয়ে, জুলুম কোরে কেড়ে নিযে হযেছিল—সম্বন্ধ, সে ঘৃণা এদের আজও যায না। নাতি—রাখ্‌তে হয, নিরাশ্রয—রেখেছিল; তাব রোমরাজ প্রভৃতি কোনও উপাধিই দিত না; খালি অষ্ট্রিযার নাতি—কাজেই ড্যুক—বস্। তাকে এখন তোরা “গরুড়-শিশু” কোরে এক বই লিখেচিস্, আর তার উপব নানা কল্পনা জুটিযে, মাদাম্ বারন্‌হার্ডের প্রতিভায, একটা খুব আকর্ষণ হযেচে,—কিন্তু এ অষ্ট্রিয বক্ষী সে নাম কি কোরে জান্‌বে বল ? তার উপর সে বইযে লেখা হয়েচে যে, ন্যাপোলঅঁ-পুত্রকে অষ্ট্রিযান্ বাদ্‌সা, মেটার-ণিক মন্ত্রীর পরামর্শে, একরকম মেরেই ফেল্‌লেন। রক্ষী, “এগল্‌” শুনে, মুখ হাঁড়ি কোরে গোঁজ গোঁজ কর্‌তে কব্‌তে ঘব দোর দেখাতে লাগ্‌লো;—কি করে, বক্সিস্‌টা ছাড়া বড়ই মুস্কিল। তার উপর, এসব অষ্ট্রিযা প্রভৃতি দেশে সৈনিক বিভাগে বেতন নাই বল্‌লেই হল, এক রকম পেটভাতায থাক্‌তে হয, অবশ্য কযেক বৎসর পরে ঘরে ফিরে যায। রক্ষীর মুখ অন্ধকার হযে স্বদেশ-প্রিযতা প্রকাশ কব্‌লে,—হাত কিন্তু আপনা হতেই বক্সিসের দিকে চল্‌লো। ফরাসীর দল রক্ষীর হাতকে রৌপ্য-সংযুক্ত কোরে, “এগল্‌”র গল্প আর মেটারণিককে গাল দিতে দিতে ঘরে ফির্‌লো,—রক্ষী লম্বা সেলাম

কোরে দোর বন্ধ কর্‌লে। মনে মনে সমগ্র ফরাসী জাতির বাপন্ত-পিতন্ত অবশ্যই করেছিল।

ভিয়েনা সহরে দেখ্‌বার জিনিষ মিউসিয়ম, বিশেষ বৈজ্ঞানিক মিউসিয়ম। বিদ্যার্থীর বিশেষ উপকারক স্থান। নানা প্রকার প্রাচীন লুপ্ত জীবের অস্থ্যাদি সংগ্রহ অনেক। চিত্রশালিকায় ওলন্দাজ চিত্রকরদের চিত্রই অধিক। ওলন্দাজি সম্প্রদায়ে, রূপ বা'র কর্‌বার চেষ্টা বড়ই কম; জীবপ্রকৃতির অবিকল অনুকরণেই এ সম্প্রদায়ের প্রাধান্য। একজন শিল্পী বছরকতক ধরে এক ঝুড়ি মাছ এঁকেচে, না হয় এক থান মাংস, না হয় এক গ্লাস জল,—সে মাছ, মাংসে, গ্লাসে জল, চমৎকার-জনক। কিন্তু ওলন্দাজ সম্প্রদায়ের মেয়ে-চেহারা সব যেন কুস্তিগির পালোয়ান॥

মিউসিয়ম—ওলন্দাজ চিত্র।

ভিয়েনা সহরে, জর্ম্মান পাণ্ডিত্য, বুদ্ধিবল আছে, কিন্তু যে কারণে তুর্কি ধীরে ধীরে অবসন্ন হয়ে গেল, সেই কারণ এথায়ও বর্ত্তমান,—অর্থাৎ নানা বিভিন্ন জাতি ও ভাষার সমাবেশ। আসল অষ্ট্রিয়ার লোক—জর্ম্মান-ভাষী, ক্যাথলিক, হুঙ্গারির লোক—তাতার-বংশীয়, ভাষা আলাদা; আবার কতক গ্রীকভাষী, গ্রীকমতের ক্রীশ্চান। এ সকল বিভিন্ন

অষ্ট্রিয়ার অধঃপতনের কারণ—নানা জাতি।

সম্প্রদায়কে একীভূত করণের শক্তি অষ্ট্রিযার নেই। কাজেই অষ্ট্রিযাব অধঃপতন।

বর্ত্তমানকালে ইউরোপখণ্ডে জাতীযতাব এক মহা-তবঙ্গেব প্রাদুর্ভাব। এক ভাষা, এক ধর্ম্ম, এক জাতীয সমস্ত লোকেব একত্র সমাবেশ। যেথায ঐ প্রকার একত্র সমাবেশ সুসিদ্ধ হচ্চে, সেথাযই মহাবলের প্রাদুর্ভাব হচ্চে; যেথায তা অসম্ভব, সেথাযই নাশ। বর্ত্তমান অষ্ট্রিয সম্রাটেব মৃত্যুব পব, অবশ্যই জর্ম্মানি অষ্ট্রিয সাম্রাজ্যব জর্ম্মানভাষী অংশটুকু উদবসাৎ কব্‌বার চেষ্টা কর্‌বে—রুষ প্রভৃতি অবশ্যই বাধা দেবে, মহা আহবের সম্ভাবনা; বর্ত্তমান সম্রাট্, অতি বৃদ্ধ—সে দুর্য্যোগ আশু-সম্ভাবী। জর্ম্মান সম্রাট্, তুর্কিব সুলতানেব আজকাল সহায, সে সমযে যখন জর্ম্মানি অষ্ট্রিযা-গ্রাসে মুখ-ব্যাদান কব্‌বে, তখন রুষ-বৈরী তুর্ক, রুষকে কতক-মতক বাধা ত দেবে,—কাজেই জর্ম্মান সম্রাট্ তুর্কেব সহিত বিশেষ মিত্রতা দেখাচ্চেন।

অষ্ট্রিযার পরিণাম।

ভিযেনায তিন দিন—দিক্ কোরে দিলে! পারিসেব পব ইউবোপ দেখা, চর্ব্ব্যচোষ্য খেযে তেঁতুলের চাট্‌নি চাকা—সেই কাপডচোপড, খাওযা-দাওযা, সেই সব এক ঢঙ্গ, দুনিযাশুদ্ধ সেই এক কিম্ভূত কালো জামা, সেই এক বিকট টুপী। তার উপর, উপরে মেঘ আর

নীচে পিল্ পিল্ কর্‌চে এই কালো টুপী কালো জামার দল,—দম যেন আট্‌কে দেয়। ইউরোপ শুদ্ধ সেই এক পোষাক, সেই এক চাল-চলন হয়ে আস্‌চে। প্রকৃতির নিয়ম—ঐ সবই মৃত্যুর চিহ্ন! শত শত বৎসর কস্‌রৎ করিয়ে, আমাদের আর্য্যেরা আমাদের

ইউরোপ অবনতি সুর ধরিয়াছে।

এমনি কাওয়াজ করিয়ে দেচেন যে, আমরা এক ঢঙ্গে দাঁত মাজি, মুখ ধুই, খাওয়া খাই, ইত্যাদি, ইত্যাদি,—ফল, আমরা ক্রমে ক্রমে যন্ত্রগুলি হয়ে গেচি, প্রাণ বেরিয়ে গেচে, খালি যন্ত্রগুলি ঘুরে বেড়াচ্চি। যন্ত্র 'না' বলে না, 'হাঁ' বলে না, নিজের মাথা ঘামায় না, "যেনাস্য পিতরো যাতাঃ" (বাপ দাদা যে দিক্ দিয়ে গেচে) চলে যায়, তার পর পচে মরে যায়। এদেরও তাই হবে!—'কালস্য কুটিলা গতিঃ', সব এক পোষাক, এক খাওয়া, এক ধাঁজে কথা কওয়া, ইত্যাদি, ইত্যাদি,—হতে হতে ক্রমে সব যন্ত্র, ক্রমে সব "যেনাস্য পিতরো যাতাঃ" হবে,—তার পর পচে মরা!!

২৮শে অক্টোবর পুনরায় রাত্রি ৯টার সময় সেই ওরিয়েণ্ট এক্সপ্রেস ট্রেণ আবার ধরা হলো। ৩০এ অক্টোবর ট্রেণ পৌঁছুল কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলে। এ দুরাত একদিন ট্রেণ চল্‌লো হুঙ্গারি, সর্বিয়া এবং বুলগেরিয়ার মধ্য দিয়ে। হুঙ্গারির অধিবাসী, অষ্ট্রিয় সম্রাটের প্রজা।

কিন্তু অষ্ট্রিয় সম্রাটের উপাধি "অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্ ও হুঙ্গারির রাজা"। হুঙ্গারির লোক এবং তুর্কিযা একই জাত, তিব্বতির কাছাকাছি। হুঙ্গাররা কাস্পিয়ান্ হ্রদের উত্তর দিয়ে ইয়ুরোপে প্রবেশ করেচে, আর তুর্করা আস্তে আস্তে পারস্যের পশ্চিম প্রান্ত হয়ে আসিযা-মিনর হয়ে ইউরোপ দখল করেচে। হুঙ্গারির লোক কৃশ্চান—তুর্ক মুসলমান। কিন্তু সে তাতার রক্তের যুদ্ধপ্রিয়তা উভয়েই বিদ্যমান। হুঙ্গাররা অষ্ট্রিয়া হতে তফাৎ হবার জন্য বারম্বার যুদ্ধ কোরে, এখন কেবল নামমাত্র একত্র। অষ্ট্রিয় সম্রাট্ নামে হুঙ্গারির রাজা। এদের রাজধানী বুডাপেস্ত অতি পরিষ্কার সুন্দর সহর। হুঙ্গার জাতি আনন্দপ্রিয়, সঙ্গীতপ্রিয়,—পারিসের সর্ব্বত্রে হুঙ্গারিয়ান ব্যাণ্ড।

হুঙ্গারি ও অষ্ট্রিয়া

সর্বিয়া, বুলগেরিয়া, প্রভৃতি তুর্কির জেলা ছিল,—রুষযুদ্ধের পর প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন; তবে সুলতান এখনও বাদ্‌সা এবং সর্বিয়া-বুলগেরিয়ার পররাষ্ট্রসংক্রান্ত কোনও অধিকার নেই। ইউরোপে তিন জাত সভ্য—ফরাসী, জর্ম্মান, আর ইংরেজ। বাকিদের দুর্দ্দশা আমাদেরই মত অধিকাংশ এত অসভ্য যে, এসিয়ায় অত নীচ কোনও জাত নেই। সর্বিয়া বুলগেরিয়াময়, সেই মেটে ঘর, ছেঁড়া ন্যাকড়া পরা মানুষ, আবর্জ্জনারাশি,—মনে

হয বুঝি দেশে এলুম! আবার কৃশ্চান কি না—দু-চারটা শুযর অবশ্যই আছে। দুশো অসভ্য লোকে যা মযলা করতে পারে না, একটা শোরে তা করে দেয। মেটে ঘর তার মেটে ছাদ, ছেঁড়া ন্যাতা-চোতা পরণে, শূকরসহায সবিযা বা বুলগার! বহু রক্তস্রাবে, বহু যুদ্ধের পব, তুর্কের দাসত্ব ঘুচেচে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিষম উৎপাত—ইউরোপী ঢঙ্গে ফৌজ গড়তে হবে, নইলে কারু একদিনও নিস্তার নেই। অবশ্য দুদিন আগে বা পরে ওসব রুষের উদবসাৎ হবে, কিন্তু তবুও সে দুদিন জীবন অসম্ভব,—ফৌজ বিনা। 'কনস্‌ক্রিপ্‌সন্‌' চাই। কুক্ষণে ফ্রান্স জর্ম্মানিব কাছে পরাজিত হলো। ক্রোধে আর ভযে ফ্রান্স দেশশুদ্ধ লোককে সেপাই কব্‌লে। পুরুষমাত্রকেই কিছুদিনের জন্য সেপাই হতে হবে—যুদ্ধ শিখ্‌তে হবে; কারু নিস্তার নাই। তিন বৎসব বাবিকে বাস কবে—ক্রোড়পতির ছেলে হক্ না কেন, বন্দুক ঘাড়ে যুদ্ধ শিখ্‌তে হবে। গবর্ণমেণ্ট খেতে পব্‌তে দেবে, আব বেতন রোজ এক পযসা। তারপর তাকে দুবৎসর সদা প্রস্তুত থাক্‌তে হবে নিজের ঘরে, তার পর আরও ১৫ বৎসর তাকে দরকার হলেই যুদ্ধের জন্য হাজির হতে হবে। জর্ম্মানি সিঙ্গি খেপিযেচে,—তাকেও কাজেকাজেই তৈযার হতে হলো; অন্যান্য দেশেও, এর ভযে ও, ওর ভয়ে এ,—সমস্ত ইউরোপময়

ঐ কন্‌স্‌ক্রিপ্‌সন্‌,—এক ইংলণ্ড ছাড়া। ইংলণ্ড—দ্বীপ, জাহাজ ক্রমাগত বাড়াচ্চে, কিন্তু এ বোয়ার যুদ্ধের শিক্ষা পেয়ে বোধ হয় কন্‌স্‌ক্রিপ্‌সন্‌ই বা হয়। রুষের লোকসংখ্যা সকলের চেয়ে অধিক, কাজেই রুষ সকলের চেয়ে বেশী ফৌজ খাড়া করে দিতে পারে। এখন এই যে সর্বিয়া বুলগেরিয়া প্রভৃতি বেচারাম দেশ সব তুর্কিকে ভেঙ্গে ইয়ুরোপীরা বানাচ্চে, তাদের জন্ম না হতে হতেই আধুনিক সুশিক্ষিত সুসজ্জ ফৌজ, তোপ প্রভৃতি চাই, কিন্তু আখেরে সে পয়সা যোগায় কে? চাষা কাজেই ছেঁড়া ন্যাতা গায়ে দিয়েচে—আর সহরে দেখ্‌বে কতকগুলো ঝাব্বাঝুব্বা পোরে সেপাই। ইউরোপময় সেপাই, সেপাই—সর্ব্বত্র সেপাই। তবু স্বাধীনতা আর এক জিনিস, গোলামী আর এক; পরে যদি জোর করে করায় ত অতি ভাল কাজও কর্‌তে ইচ্ছা যায় না। নিজের দায়িত্ব না থাক্‌লে কেউ কোন বড় কাজ কর্‌তে পারে না। স্বর্ণশৃঙ্খলযুক্ত গোলামীর চেয়ে একপেটা ছেঁড়া ন্যাকড়া-পরা স্বাধীনতা লক্ষগুণে শ্রেয়ঃ। গোলামের ইহলোকেও নরক, পরলোকেও তাই। ইয়ুরোপের লোকেরা ঐ সর্বিয়া বুলগার প্রভৃতিদের ঠাট্টা বিদ্রূপ করে,—তাদের ভুল, অপারগতা নিয়ে ঠাট্টা করে। কিন্তু এতকাল দাসত্বের পর কি এক দিনে কাজ শিখ্‌তে পারে? ভুল কর্‌বে বই কি—দুশ কর্‌বে—;

করে শিখবে,—শিখে ঠিক করবে। দায়িত্ব হাতে পড়লে অতি দুর্ব্বল সবল হয়—অজ্ঞান বিচক্ষণ হয়।

রেলগাড়ী হুঙ্গারী, রোমানী প্রভৃতি দেশের মধ্য দিয়ে চল্‌লো। মৃতপ্রায় অষ্ট্রিয় সাম্রাজ্যে যে সব জাতি বাস করে, তাহাদের মধ্যে হুঙ্গারীয়ানে জীবনী-শক্তি এখনও বর্ত্তমান। যাহাকে ইয়ুরোপীয় মনীষিগণ ইন্দো-য়ুরোপীয়ান বা আর্য্যজাতি বলেন, ইয়ুরোপে দু-একটি ক্ষুদ্র জাতি ছাড়া আর সমস্ত জাতি সেই মহা-জাতির অন্তর্গত। যে দু একটি জাতি সংস্কৃত-সম ভাষা বলে না, হুঙ্গারীয়ানেরা তাহাদের অন্যতম। হুঙ্গারীয়ান আর তুর্কী একই জাতি। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে এই মহাপ্রবল জাতি এসিয়া ও ইয়ুরোপ খণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করেচে। যে দেশকে এখন তুর্কীস্থান বলে, পশ্চিমে হিমালয় ও হিন্দুকোশপর্ব্বতের উত্তরে স্থিত সেই দেশই এই তুর্কী জাতির আদি নিবাস-ভূমি। ঐ দেশের তুর্কী নাম 'চাগওই'। দিল্লীর মোগল-বাদ্‌সাহ-বংশ, বর্ত্তমান পারস্য-রাজবংশ, কন্‌ষ্টান্টিনোপল্‌-পতি তুর্কবংশ ও হুঙ্গারীয়ান্‌ জাতি, সকলেই সেই চাগ-ওই দেশ হতে ক্রমে ভারতবর্ষ আরম্ভ করে ইয়ুরোপ পর্য্যন্ত আপনাদের অধিকার বিস্তার করেচে এবং আজও এই সকল বংশ আপনাদের 'চাগওই' বলে পরিচয় দেয় এবং এক ভাষায় কথাবার্ত্তা কয়। এই

তুর্কীরা বহুকাল পূর্ব্বে অবশ্য অসভ্য ছিল। ভেড়া ঘোড়া গরুর পাল সঙ্গে, স্ত্রীপুত্র ডেরা-ডাঙ্গা সমেত, যেখানে পশুপালের চর্‌বার উপযোগী ঘাস পেত, সেইখানে তাঁবু গেড়ে কিছুদিন বাস কর্‌ত। ঘাস-জল সেখানকার ফুরিযে গেলে অন্যত্র চলে যেত। এখনও এই জাতির অনেক বংশ মধ্য-এসিযাতে এই ভাবেই বাস করে। মোগল প্রভৃতি মধ্যএসিযাস্থ জাতিদের সহিত এদের ভাষাগত সম্পূর্ণ ঐক্য,—আকৃতিগত কিছু তফাৎ। মাথার গড়নে ও হনুর উচ্চতায় তুর্কের মুখ মোগলের সমাকার, কিন্তু তুর্কের নাক থ্যাঁদা নয়, অপিচ সুদীর্ঘ, চোখ্ সোজা এবং বড, কিন্তু মোগলদের মত দুই চোখের মাঝে ব্যবধান অনেকটা বেশী। অনুমান হয যে, বহুকাল হতে এই তুর্কী জাতির মধ্যে আর্য্য এবং সেমিটিক্ রক্ত প্রবেশ লাভ করেচে। সনাতন কাল হতে এই তুরস্ক জাতি বডই যুদ্ধপ্রিয। আর এই জাতির সহিত সংস্কৃত-ভাষী, গান্ধারী ও ইরাণীর মিশ্রনে—আফগান, খিলিজি হাজারা, বরকজাই, ইউসফ্‌জাই প্রভৃতি যুদ্ধপ্রিয়, সদা রণোন্মত্ত, ভারতবর্ষের নিগ্রহকারী জাতি সকলের উৎপত্তি। অতি প্রাচীন কালে এই জাতি বারম্বার ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তস্থ দেশ সকল জয করে, বড় বড় রাজ্য সংস্থাপন করেছিল। তখন এরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল, অথবা ভারতবর্ষ দখল কর্‌বার পর বৌদ্ধ হয়ে

যেত। কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাসে হুষ্ক, যুষ্ক, কনিষ্ক, নামক তিন প্রসিদ্ধ তুরষ্ক সম্রাটের কথা আছে; এই কনিষ্কই, মহাযান নামে উত্তরাম্নায বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্থাপক। বহুকাল পরে ইহাদের অধিকাংশই মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের মধ্য এসিয়াস্থ গান্ধার, কাবুল, প্রভৃতি প্রধান প্রধান কেন্দ্র সকল একেবারে উৎসন্ন করে দেয়। মুসলমান হওযার পূর্ব্বে এরা যখন যে দেশ জয় করত, সে দেশের সভ্যতা, বিদ্যা, গ্রহণ করত; এবং অন্যান্য দেশের বিদ্যাবুদ্ধি আকর্ষণ করে সভ্যতা বিস্তারের চেষ্টা করত। কিন্তু মুসলমান হযে পর্য্যন্ত এদের যুদ্ধপ্রিযতাটুকুই কেবল বর্ত্তমান; বিদ্যা, সভ্যতার নাম গন্ধ নেই,—ববং যে দেশ জয করেন সে দেশের সভ্যতা ক্রমে ক্রমে নিভে যায। বর্ত্তমান আফগান, গান্ধার প্রভৃতি দেশের স্থানে স্থানে তাদের বৌদ্ধ পূর্ব্বপুরুষদের নির্ম্মিত অপূর্ব্ব স্তূপ, মঠ, মন্দির, বিরাট্ মূর্ত্তি সকল বিদ্যমান। তুর্কী-মিশ্রণ ও মুসলমান হবার ফলে সে সকল মন্দিরাদি প্রায ধ্বংস হযে গেচে এবং আধুনিক আফগান প্রভৃতি এমন অসভ্য মূর্খ হযে গেচে যে, সে সকল প্রাচীন স্থাপত্য নকল করা দূরে থাকুক, জিন প্রভৃতি অপদেবতার নির্ম্মিত বলে বিশ্বাস করে এবং মানুষের যে অত বড় কারখানা করা সাধ্য নয, তা স্থির ধারণা করেচে। বর্ত্তমান পারস্য দেশের দুর্দ্দশার প্রধান

কারণ এই যে, রাজবংশ হচ্চে প্রবল অসভ্য তুর্কীজাতি ও প্রজারা হচ্চে অতি সুসভ্য আর্য্য,—প্রাচীন পারস্য জাতির বংশধর। এই প্রকারে সুসভ্য আর্য্যবংশোদ্ভব গ্রীক ও রোমকদিগের শেষ রঙ্গভূমি কনস্তান্তিনোপল্ সাম্রাজ্য মহাবল বর্ব্বর তুরস্কের পদতলে উৎসন্ন গেচে। কেবল ভারতবর্ষের মোগল বাদ্‌সারা এ নিয়মের বহির্ভূত ছিল; —সেটা বোধ হয় হিন্দু ভাব ও রক্ত সংমিশ্রণের ফল। রাজপুত বারট ও চারণদের ইতিহাস গ্রন্থে ভারতবিজেতা সমস্ত মুসলমান বংশই তুরস্ক নামে অভিহিত। এ অভিধানটি বড় ঠিক,—কারণ, ভারতবিজেতা মুসলমান বাহিনীচয় যে কোন জাতিতেই পরিপূর্ণ থাক না কেন, নেতৃত্ব সর্ব্বদা এই তুরস্ক জাতিতেই ছিল।

বৌদ্ধধর্ম্মত্যাগী মুসলমান তুরস্কদের নেতৃত্বে ও বৌদ্ধ বা বৈদিকধর্ম্মত্যাগী তুরস্কাধীন তুরস্কের বাহুবলে মুসলমানকৃত হিন্দুজাতির অংশবিশেষের দ্বারা, পৈতৃক ধর্ম্মে স্থিত অপর বিভাগদের বারম্বার বিজয়ের নাম—ভারতবর্ষে মুসলমান আক্রমণ, জয় এবং সাম্রাজ্য-সংস্থাপন। এই তুরস্কদের ভাষা অবশ্যই তাহাদের চেহারার মত বহু মিশ্রিত হয়ে গেচে,—বিশেষতঃ যে সকল দল মাতৃভূমি চাগওই হতে যত দূরে গিয়ে পড়েচে, তাদের ভাষা তত মিশ্রিত হয়ে গেচে। এবার পারস্যের শা, প্যারিস প্রদর্শনী দেখে কনষ্টান্টিনোপল্ হয়ে রেলযোগে স্বদেশে

গেলেন। দেশকালের অনেক ব্যবধান থাক্‌লেও, সুলতান ও শা সেই প্রাচীন তুর্কী মাতৃভাষায় কথোপকথন করলেন। তবে সুলতানের তুর্কী—ফার্সী, আরবী ও দুচার গ্রীক্ শব্দে মিশ্রিত, শার তুর্কী—অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ।

প্রাচীন কালে এই চাগওই-তুরস্কের দুই দল ছিল। এক দলের নাম সাদা-ভেড়ার দল, আর এক দলের নাম কাল-ভেড়ার দল। দুই দলই জন্মভূমি কাশ্মীরের উত্তর ভাগ হতে ভেড়া চরাতে চরাতে ও দেশ লুটপাট করতে করতে ক্রমে কাস্পীয়ান হ্রদের ধারে এসে উপস্থিত হল। সাদা-ভেড়ারা কাস্পীয়ান হ্রদের উত্তর দিয়ে ইয়ুরোপে প্রবেশ করলে এবং ধ্বংসাবশিষ্ট রোমরাজ্যের এক টুক্‌রা নিয়ে হুঙ্গারী নামক রাজ্য স্থাপন করলে। কাল-ভেড়ারা কাস্পীয়ান হ্রদের দক্ষিণ দিয়ে ক্রমে পারস্যের পশ্চিম ভাগ অধিকার করে, ককেসাস্ পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করে, ক্রমে এসিয়া-মাইনর প্রভৃতি আরাবদের রাজ্য দখল করে বস্‌ল; ক্রমে খলিফার সিংহাসন অধিকার করলে, ক্রমে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের যেটুকু বাকি ছিল সেটুকু উদরসাৎ করলে। অতি প্রাচীন কালে এই তুরস্ক জাতি বড় সাপের পূজা করত। বোধ হয় প্রাচীন হিন্দুরা এদেরই নাগতক্ষকাদি বংশ বলত। তার পর এরা বৌদ্ধ হয়ে যায়; পরে যখন যে দেশ জয় করত, প্রায় সেই দেশের ধর্ম্মই গ্রহণ করত। অপেক্ষাকৃত আধুনিক

কালে, যে দুদলের কথা আমরা বল্‌ছি, তাদের মধ্যে সাদা-ভেড়ারা কৃশ্চানদের জয় করে কৃশ্চান হযে গেল, কাল-ভেড়ারা মুসলমানদের জয় করে মুসলমান হয়ে গেল। তবে এদের কৃশ্চানী বা মুসলমানীতে, অনুসন্ধান কর্‌লে, নাগ পূজার স্তর এবং বৌদ্ধ স্তর এখনও পাওযা যায়।

হুঙ্গারীযানরা জাতি এবং ভাষায তুরস্ক হলেও ধর্ম্মে কৃশ্চান—রোমান ক্যাথলিক। সেকালে ধর্ম্মের গোঁড়ামি—ভাষা, রক্ত, দেশ প্রভৃতি কোন বন্ধনী মান্‌ত না। হুঙ্গারীযানদের সাহায্য না পেলে অষ্ট্রীযা প্রভৃতি কৃশ্চান রাজ্য অনেক সমযে আত্মরক্ষা কর্‌তে সক্ষম হত না। বর্ত্তমান কালে বিদ্যার প্রচার, ভাষাতত্ত্ব, জাতিতত্ত্বের আবিষ্কার দ্বারা রক্তগত ও ভাষাগত একত্বের উপর অধিক আকর্ষণ হচ্চে; ধর্ম্মগত একত্ব ক্রমে শিথিল হযে যাচ্চে। এই জন্য কৃতবিদ্য হুঙ্গারীযান ও তুরস্কদের মধ্যে একটা স্বজাতীযত্ব-ভাব দাঁড়াচ্চে।

অষ্ট্রীয সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হলেও হুঙ্গারী বারম্বার তা হতে পৃথক হবার চেষ্টা করেচে। অনেক বিপ্লব বিদ্রোহের ফলে এই হযেচে যে, হুঙ্গারী এখন নামে অষ্ট্রীযান সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ আছে বটে, কিন্তু কার্য্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন। অষ্ট্রীয সম্রাটের নাম "অষ্ট্রীয়ার বাদ্‌সা ও হুঙ্গারীর রাজা।" হুঙ্গারীর

সমস্ত আলাদা, এবং এখানে প্রজাদের ক্ষমতা সম্পূর্ণ। অষ্ট্রীয় বাদ্‌সাকে এখানে নামমাত্র নেতা করে রাখা হয়েচে, এটুকু সম্বন্ধও বেশী দিন থাক্‌বে তা বলে বোধ হয় না। তুর্কী-স্বভাবসিদ্ধ রণকুশলতা, উদারতা প্রভৃতি গুণ হুঙ্গারীয়ানে প্রচুর বিদ্যমান। অপিচ মুসলমান না হওয়ায় সঙ্গীতাদি দেবদুর্লভ শিল্পকে সয়তানের কুহক বলিয়া না ভাবার দরুণ সঙ্গীত-কলায় হুঙ্গারীয়ানরা অতি কুশলী ও ইয়ুরোপময় প্রসিদ্ধ।

পূর্ব্বে আমার বোধ ছিল, ঠাণ্ডাদেশের লোক লঙ্কার ঝাল খায় না,—ওটা কেবল উষ্ণপ্রধান দেশের কদভ্যাস। কিন্তু যে লঙ্কা খাওয়া হুঙ্গারীতে আরম্ভ হল ও রোমানী বুলগারী প্রভৃতিতে সপ্তমে পৌঁছিল তার কাছে বোধ হয় মান্দ্রাজীও হার মেনে যায়।

পরিব্রাজকের ডায়েরী

পরিশিষ্ট

পবিব্রাজকেব ডাযেরী—প্রথম অংশ—

কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল্

কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলেব প্রথম দৃশ্য বেল হতে পাওযা গেল। প্রাচীন সহব—পগাব (পাঁচীল ভেদ কবে বেবিযেচে) অলিগলি মযলা—কাঠের বাড়ী ইত্যাদি,—কিন্তু ঐ সকলে একটা বিচিত্রতাজনিত সৌন্দর্য্য আছে। ষ্টেশনে বই নিয়ে বিষম হাঙ্গামা। মাদ্‌

কন্‌ষ্টাণ্টি-নোপলে ১১ দিন অবস্থান।

মোযাজেল কাল্‌ভে ও জুলবোওযা ফবাসী ভাষায চুঙ্গীর কর্ম্মচারীদেব-চেব বুঝালে,—ক্রমে উভয পক্ষের কলহ। কর্ম্মচারাদেব 'হেড-অফিসার' তুর্ক,—তার খানা হাজির—কাজেই ঝগড়া অল্পে অল্পে মিটে গেল,—সব বই দিলে—দুখানা দিলে না। বল্লে—"এই, হোটেলে পাঠাচ্চি",—সে আর পাঠান হল না। স্তাম্বুল বা কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলের সহর বাজাব দেখা গেল। 'পোণ্ট' বা সমুদ্রের খাড়ি-পাবে, 'পেরা' বা বিদেশীদিগের কোয়ার্টার, হোটেল ইত্যাদি,—সেখান হতে গাড়ী করে সহর বেড়ান ও পরে বিশ্রাম। সন্ধ্যার পর বুড্‌স্ পাশার দর্শনে গমন। পরদিন বোট চোড়ে বাস্ফোর ভ্রমণে যাত্রা। বড্ড ঠাণ্ডা,

জোর হাওযা, প্রথম ষ্টেশনেই আমি আর মিঃ ম্যাঃ—নেবে গেলাম। সিদ্ধান্ত হল—ওপার, স্কুটারিতে গিয়ে সাব পেযব হিযাসান্থের সঙ্গে দেখা কবা। ভাষা না জানায, বোটভাড়া ইঙ্গিতে করে পারে গমন ও গাড়ী ভাড়া। পথে স্থফি ফকিরের তাকিযা দর্শন,—এই ফকিরেবা লোকের বোগ ভাল করে। তার প্রথা এইরূপ,—প্রথম কল্‌মা পড়া ঝুঁকে ঝুঁকে, তাব পব নৃত্য, তার পব ভাব, তারপর রোগ আবাম—(রোগীর শরীব) মাডিযে দিযে। পেযর হিযাসান্থের সঙ্গে আমেরিকান্ কলেজ সম্বন্ধীয অনেক কথাবার্ত্তা। আবা-বের দোকান ও বিদ্যার্থী টর্ক দর্শন। স্কুটাবি হতে প্রত্যাবর্ত্তন। নৌকা খুঁজে পাওযা—সে কিন্তু ঠিক জাযগায যেতে না-পাবক। যাহা হউক, যেখানে নাবালে, সেইখান হইতেই ট্রামে কবে ঘবে (স্তাম্বুলেব হোটেলে) ফেরা। মিউজিযম—স্তাম্বুলেব যেখানে প্রাচীন অন্দব মহল ছিল, গ্রীক বাদ্‌সাদের—সেইখানেই প্রতিষ্ঠিত। অপূর্ব্ব Sarcophage (শবদেহ বক্ষা কবিবার প্রস্তর নির্ম্মিত আধার) ইত্যাদি দর্শন। তোপ-খানার উপর হতে সহরের মনোহব দৃশ্য। অনেক দিন পরে এখানে ছোলাভাজা খাইযা আনন্দ। তুর্কি পোলাও কাবাব ইত্যাদি এখানকার খাবার ভোজন। স্কুটারীর কবরে খানা। প্রাচীন পাঁচীল দেখ্‌তে যাওয়া। পাঁচীলের

মধ্যে জেল, ভয়ঙ্কর। উড্‌স্‌ পাশার সহিত দেখা ও বাস্ফোর যাত্রা। ফরাসী পররাষ্ট্রসচিবের (charge d'affaires) অধীনস্থ কর্ম্মচারীর সহিত ভোজন (dinner)—জনৈক গ্রীক পাশা ও একজন আলবানি ভদ্রলোকের সহিত দেখা। পেযর হিযাসান্থের লেক্‌চার পুলিস বন্ধ করেছে—কাজেই আমার লেক্‌চারও বন্ধ। দেবন্‌মল ও চোবেজী—একজন গুজরাতি বামুনের সহিত সাক্ষাৎ। এখানে হিন্দুস্থানী মুসলমান ইত্যাদি অনেক ভারতবর্যীয লোক আছে। তুর্কী ফিললজি। নুরবের কথা—তার ঠাকুরদাদা ছিল ফরাসী। এরা বলে, কাশ্মীরীর মত সুন্দর! এখানকার স্ত্রীলোকদিগের পরদা-হীনতা। বেশ্যাভাব মুসলমানী। খুর্দ পাশা আম্মানি (Arian ?)। আরমিনিয়ান হত্যা। আরমিনিয়ানদের বাস্তবিক কোনও দেশ নাই। যে সব স্থানে তারা বাস করে, সেথায় মুসলমানই অধিক। আরমিনিয়া বলে কোন স্থান অজ্ঞাত। বর্ত্তমান সুলতান খুর্দ্দদের হামিদিযে-রেসল্লা তৈরি করছেন, তাদের কজাকদের (Cossack) মত শিক্ষা দেওয়া হবে এবং তারা conscription হতে খালাস হবে।

বর্ত্তমান সুলতান, আরমিনিয়ান এবং গ্রীক পেট্রিয়ার্কদের ডাকিয়া বলেন যে, তোমরা tax (টেক্স) না দিয়ে সেপাই হও (conscription), তোমাদের জন্মভূমি

রক্ষা কর। তাতে তারা জবাব দেয যে, ফৌজ হয়ে লডাযে গিযে মুসলমান সিপাইদের সহিত একত্রে মলে কৃশ্চান সিপাইদের কবরের গোলমাল হবে। উত্তরে সুলতান বল্‌লেন যে, প্রত্যেক পল্টনে না হয মোল্লা ও কৃশ্চান পাদ্রী থাকবে, এবং লডাযে যখন কৃশ্চান ও মুসলমান ফৌজের শবদেহ সকল একত্রে এক গাদায কবরে পুত্‌তে বাধ্য হবে, তখন না হয দুই ধর্ম্মের পাদ্রীই (funeral service) শ্রাদ্ধমন্ত্র পড়্‌ল, না হয এক ধর্ম্মের লোকের আত্মা, বাডাব ভাগ অন্য ধর্ম্মের শ্রাদ্ধমন্ত্রগুলো শুনে নিলে। কৃশ্চানবা বাজি হলো না—কাজেই তারা tax (টেক্স) দেয। তাদের রাজি না হবার ভেতরের কাবণ হচ্চে, ভয যে, মুসলমানের সঙ্গে একত্রে বসবাস কবে পাছে সব মুসলমান হয়ে যায। বর্ত্তমান স্তাম্বুলের বাদ্‌সা বডই ক্লেশসহিষ্ণু—প্রাসাদে থিযেটাব ইত্যাদি আমোদ প্রমোদ পর্য্যন্ত সব কাজ নিজে বন্দোবস্ত করেন। পূর্ব্বসুলতান্ মুরাদ বাস্তবিক নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ছিল,—এ বাদ্‌সা অতি বুদ্ধিমান্। যে অবস্থায ইনি বাজ্য পেযেছিলেন, তা থেকে এত সাম্‌লে উঠেছেন যে আশ্চর্য্য! পার্লামেণ্ট হেথায় চলিবে না।

পরিব্রাজকের ডায়েরী—দ্বিতীয় অংশ—

এথেন্স্, গ্রীস

বেলা দশটার সময় কনষ্টান্টিনোপল্ ত্যাগ। এক রাত্রি এক দিন সমুদ্রে। সমুদ্র বড়ই স্থির। ক্রমে Golden Horn (সুবর্ণ শৃঙ্গ) ও মারমোরা। দ্বীপ-পুঞ্জ মারমোরার একটিতে গ্রীক ধর্ম্মের মঠ দেখ্লুম। এখানে পুরাকালে ধর্ম্মশিক্ষার বেশ সুবিধা ছিল—কারণ, একদিকে এসিয়া আর একদিকে ইয়ুরোপ। মেডিটেরেনি দ্বীপপুঞ্জ প্রাতঃকালে দেখ্তে গিয়ে প্রোফেসার লেপারের সহিত সাক্ষাৎ—পূর্ব্বে পাচিয়াপ্পার কলেজে, মান্দ্রাজে এঁর সহিত পরিচয় হয়। একটি দ্বীপে এক মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখ্লুম—নেপচুনের মন্দির আন্দাজ, কারণ—সমুদ্রতটে। সন্ধ্যার পর এথেন্স পৌঁছ্লুম। এক রাত্রি কারণটাইনে থেকে সকাল বেলা নাববার হুকুম এলো। বন্দর পাইরিউসটি ছোট সহর। বন্দরটি বড়ই সুন্দর, সব ইয়ুরোপের ন্যায়, কেবল মধ্যে মধ্যে এক-আধ জন ঘাগরাপরা গ্রীক। সেথা হতে পাঁচ মাইল গাড়ী করে সহরের প্রাচীন প্রাচীর যাহা এথেন্সকে বন্দরের সহিত সংযুক্ত কর্তো

তাই দেখ্‌তে যাওযা গেল। তাবপর সহব দর্শন—আক্‌রোপলিস, হোটেল, বাড়ী-ঘর-দোব, অতি পরিষ্কাব। রাজবাটীটি ছোট। সে দিনই আবার পাহাড়ের উপর উঠে আক্‌রোপলিস, বিজযাব মন্দিব, পাবথেনন ইত্যাদি দর্শন কবা গেল। মন্দিরটি সাদা মর্ম্মরের নির্ম্মাণ—কযেকটি ভগ্নাবশেষ স্তম্ভও দণ্ডাযমান দেখ্‌লুম। পবদিন পুনর্ব্বার মাদ্‌মোযাজেল মেলকাবির সহিত ঐ সকল দেখ্‌তে গেলাম—তিনি ঐ সকলেব সম্বন্ধে নানা ঐতিহাসিক কথা বুঝিযে দিলেন। দ্বিতীয দিন ওলিম্পিযান জুপিটাবেব মন্দিব, থিয়েটার ডাই-ওনিসিযাস ইত্যাদি সমুদ্রতট পয্যন্ত দেখা গেল। তৃতীয দিন এলুসি যাত্রা। উহা গ্রীকদের প্রধান ধর্ম্মস্থান। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ এলুসি-বহস্যের (Eleusinian Mystery) অভিনয এখানেই হোত। এখানকাব প্রাচীন থিযেটাবটি এক ধনী গ্রীক নূতন করে করে দিযেচে। Olympian gamesএব পুনরায বর্ত্তমান কালে প্রচলন হয়েচে। সে স্থানটি স্পার্টার নিকট। তায আমেরিকানরা অনেক বিষযে জেতে। গ্রীকবা কিন্তু, দৌড়ে সে স্থান হতে এথেন্সের এই থিযেটার পর্য্যন্ত আসায, জেতে। তুর্কের কাছে ঐ গুণের (দৌড়ের) বিশেষ পরিচয়ও তারা এবার দিযেচে। চতুর্থ দিন বেলা দশটার সময় রুষী ষ্টিমার 'জারে' আরোহণে ইজিপ্ট

যাত্রী হওয়া গেল। ঘাটে এসে জান্‌লুম ষ্টিমার ছাড়বে ৪টার সময়—আমরা বোধ হয় সকাল সকাল এসেচি, অথবা মাল তুল্‌তে দেবা হবে। অগত্যা ৫৭৬ হইতে ৪৮৬ খৃঃ পূর্ব্বে আবির্ভূত জেলাদাস ও তার তিন শিষ্য ফিডিয়াস, সিবণ, পলিক্লেটের ভাস্কর্য্যের কিছু পরিচয় নিয়ে আসা গেল। এখানি খুব গরম আরম্ভ। রুষীয়ান জাহাজে স্ক্রুর উপর ফার্ষ্ট ক্লাস। বাকি সবটা ডেক—যাত্রী, গরু আর ভেড়ায় পূর্ণ। এ জাহাজে আবার বরফও নেই।

পরিব্রাজকের ডায়েরী—তৃতীয় অংশ—

ফ্রান্সের প্যারি-নগরস্থ লুভার(Louvre) মিউজিয়মে গ্রীক শিল্পকলা দৃষ্টে

মিউজিয়ম দেখে গ্রীক্‌-কলার তিন অবস্থা বুঝ্‌তে পার্‌লুম। প্রথম "মিসেনি" (Mycenæan), দ্বিতীয় যথার্থ গ্রীক। আচেনি রাজ্য (Achien), সন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জে অধিকার বিস্তার করেছিল,—আর সেই সঙ্গে ঐ সকল দ্বীপে প্রচলিত, এসিয়া হতে গৃহীত, সমস্ত কলাবিদ্যারও অধিকারী হয়েছিল। এইরূপেই প্রথমে

গ্রীসে কলাবিদ্যার আবির্ভাব। অতি পূর্ব্ব অজ্ঞাত কাল হতে খৃঃ পূঃ ৭৭৬ বৎসব যাবৎ "মিসেনি" শিল্পের কাল! এই "মিসেনি" শিল্প প্রধানতঃ এসিয় শিল্পের অনুকবণেই ব্যাপৃত ছিল। তাবপব ৭৭৬ খৃঃ পূঃ কাল হতে ১৪৬ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত "হেলেনিক" বা যথার্থ গ্রীক শিল্পের সময়। দোরিযন জাতিব দ্বাবা আচেনি-সাম্রাজ্য ধ্বংসেব পব ইযুরোপ-খণ্ডস্থ ও দ্বীপপুঞ্জনিবাসী গ্রীকবা এসিযাখণ্ডে বহু উপনিবেশ স্থাপন কব্‌লে। তাতে বাবিল ও ইজিপ্তেব সহিত তাদেব ঘোবতব সংঘর্ষ উপস্থিত হলো; তা হতেই গ্রীক আর্টেব উৎপত্তি হযে ক্রমে এসিয শিল্পেব ভাব ত্যাগ কবে স্বভাবের যথাযথ অনুকবণ-চেষ্টা এখানকাব শিল্পে জন্মিল। গ্রীক আব অন্য প্রদেশেব শিল্পেব তফাৎ এই যে, গ্রীক শিল্প প্রাকৃতিক স্বাভাবিক জীবনেব যথাতথ্য জীবন্ত ঘটনাসমূহ বর্ণনা কব্‌চে।

খৃঃ পূঃ ৭৭৬ হতে খৃঃ পূঃ ৪৭৫ পর্য্যন্ত 'আর্কেইক' গ্রীক শিল্পেব কাল। এখনও মূর্ত্তিগুলি শক্ত (Stiff)—জীবন্ত নয। ঠোঁট অল্প খোলা, যেন সদাই হাস্‌ছে। এ বিষযে ঐগুলি ইজিপ্তের শিল্পিগঠিত মূর্ত্তিব ন্যায। সব মূর্ত্তিগুলি দু পা সোজা কবে খাড়া (কাঠ) হযে দাঁড়িযে আছে। চুল দাড়ি সমস্ত সরলরেখাকারে (regular lines) খোদিত; বস্ত্র সমস্ত মূর্ত্তির গাযের সঙ্গে জড়ান—তাল পাকান,—পতনশীল বস্ত্রের মত নয়।

'আর্কেইক' গ্রীক শিল্পের পরেই 'ক্লাসিক্' গ্রীক্ শিল্পের কাল—৪৭৫ খৃঃ পূঃ হতে ৩২৩ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত। অর্থাৎ এথেন্সের প্রভুত্বকাল হতে আরব্ধ হয়ে সম্রাট্ আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত উক্ত শিল্পের উন্নতি ও বিস্তারকাল। পিলোপোনেশ এবং আটিকারাজ্যই এই সময়কার শিল্পের চরম উন্নতিস্থান। এথেন্স, আটিকা রাজ্যেরই প্রধান সহর ছিল। কলাবিদ্যানিপুণ একজন ফরাসী পণ্ডিত লিখেছেন,—"(ক্লাসিক) গ্রীক শিল্প, চরম উন্নতিকালে বিধিবদ্ধ প্রণালীশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। উহা তখন কোন দেশের কলাবিধিবন্ধনই স্বীকার করে নাই বা তদনুযায়ী আপনাকে নিয়ন্ত্রিত করে নাই। ভাস্কর্য্যের চূড়ান্ত নিদর্শন স্বরূপ মূর্ত্তিসমূহ যে কালে নির্ম্মিত হইয়াছিল, কলাবিদ্যার সমুজ্জ্বল সেই খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর কথা যতই আলোচনা করা যায়, ততই প্রাণে দৃঢ় ধারণা হয় যে, বিধিনিয়মের সম্পূর্ণ বহির্ভূত হওয়াতেই গ্রীক শিল্প সজীব হইয়া উঠে।" এই 'ক্লাসিক' গ্রীক শিল্পের দুই সম্প্রদায়—প্রথম আটিক, দ্বিতীয় পিলোপোনেসিয়ান। আটিক সম্প্রদায়ে আবার দুই প্রকার ভাব—প্রথম মহাশিল্পী ফিডিয়াসের প্রতিভাবল; "অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যমহিমা এবং বিশুদ্ধ দেবভাবের গৌরব, যাহা কোন কালে মানবমনে আপন অধিকার হারাইবে না"—এই বলে যাকে জনৈক

ফরাসী পণ্ডিত নির্দ্দেশ কবেচেন। স্কোপাস আর প্র্যাক্সিটেল, আটিক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাবের প্রধান শিক্ষক। এই সম্প্রদায়ের কার্য্য, শিল্পকে ধর্ম্মেব সঙ্গ হতে একেবারে বিচ্যুত করে কেবলমাত্র মানুষের জীবন-বিবরণে নিযুক্ত রাখা।

'ক্লাসিক' গ্রীক শিল্পের পিলোপনেসিয়ন নামক দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের প্রধান শিক্ষক পলিক্লেট এবং লিসিপ্স। এঁদের একজন খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে এবং অন্য জন খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। এঁদের প্রধান লক্ষ্য—মানবশরীরের গড়নপবিমাণের আন্দাজ (proportion) শিল্পে যথাযথ বাখ্‌বাব নিযম প্রবর্ত্তিত করা।

৩২৩ খৃঃ পূঃ হতে ১৪৬ খৃঃ পূঃ কাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ আলেক্‌জাণ্ডাবের মৃত্যুর পর হতে রোমকদিগেব দ্বাবা আটিকা-বিজয় কাল পর্য্যন্ত গ্রীক শিল্পের অবনতি কাল। জাঁকজমকের বেশী চেষ্টা এবং মূর্ত্তিসকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কর্‌বার চেষ্টা এই সময়ে গ্রীক শিল্পে দেখ্‌তে পাওযা যায। তার পর রোমানদের গ্রীস অধিকারকাল সমযে গ্রীক শিল্প তদ্দেশীয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব শিল্পীদের কার্য্যের নকল মাত্র করেই সন্তুষ্ট। আর নূতনের মধ্যে, হুবহু কোনও লোকের মুখ নকল করা।